বলে ; ইহার হাত এড়াইতে পারিলে আর প্রায় ঘুম পায় না।

(৫) ইহাতেও ঘুম না গেলে, একটু বাহিরে বেড়াইয়া পরে টেবিলের উপর উচ্চ আলো রাখিয়া দাঁড়াইয়া পড়া উচিত। দাঁড়াইলে ঘুম পায় না। পরে ঘুম গেলে বসিবে। কিন্তু এটী ইচ্ছা পূর্ব্বক করিবে, কেহ করিতে বলিলে অভিমান ও দুঃখ হইবে, সুতরাং সে বিষয়ে সাবধান।

(৬) প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিয়মিত ব্যায়াম, করিবে ; তাহা হইলে শরীর বেশ কর্ম্মঠ, অনলস, ও সবল থাকিবে এবং ক্ষীণ ও অলসের প্রধান দোষ যে নিদ্রা, তাহা ঘুচিয়া যাইবে। অনেকের ভ্রম আছে যে পরিশ্রম করিলে বড় ঘুম পায়, সেটী ঠিক নহে, তবে এই হয় যে, যে টুকু ঘুম হয় তা অতি প্রগাঢ়। সেও ভালই, সুস্থতার চিহ্ন।

(৭) ঘুম পেলে যদি ঘুমকে আস্কারা দেও তবে আরও ঘুম পাবে, সুতরাং আজি যদি ৭ টার সময় ঘুম পায় তবে ৭।।০ টার সময় শুইবে, কালি আবার ৮ টার সময় শুইবে, তার পর এইরূপ ক্রমে ঘুমকে পিছাইয়া দিলে তোমার কার্য্য সিদ্ধ হবে।

(৮) অনেকে রাত্রের ঘুম বন্ধ করিবার জন্য স্কুল হইতে আসিয়া একবার ঘুমাইয়া লয়, সেটী বড় অনিষ্টকর। কেহ কদাচ ঐরূপ করিও না, তাহাতে আলস্য বৃদ্ধি হয় এবং যে সময়টী খেলায় কাটান উচিত, তাহা নিদ্রাতে যাওয়ায় শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। খুব সাবধান। কখনও এরূপ মন্দ কাজ করিও না।

(৯) দিনের বেলায় বসিয়া যদি ঘুম পায়, তবে বসিবে না, কখন না, কদাচ না। যে দিনে ঘুমায় তাহার শরীর একেবারে যায়, ছাই হইয়া যায়। অতএব সাবধান! চলিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে পড়িবে। বাগানে গাছ তলায় বসিয়া, কি নদীর ধারে বসিয়া, কি নূতন ইটের পাঁজা বা পাহাড়ের উপর বসিয়া পড়া উচিত—যেখানে স্বভাবের শোভাতে মনকে আকৃষ্ট রাখিবে, পড়িতে বেশ ইচ্ছা হবে, নির্জ্জনে সুবিধাও হবে। আর ওরূপ স্থানে একা বসিয়া একটু ভয়ও হবে তাহাতে ঘুম অসম্ভব। অতএব এ সম্বন্ধে যাহার যেরূপ সুবিধা হইবে সেইরূপই করিবে।

(১০) রাত্রি ৯ টার অধিক বালক বালিকাদিগকে যেন জাগাইয়া না রাখা হয়। ইহার অধিক হইলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা। আর ওদিকে ৫ টার সময়ে ভোরে উঠা অভ্যাস করা বড় ভাল। প্রথমে উঠিয়াই হাত মুখ পরিষ্কার করিয়া একটু প্রার্থনাদি করিবে, পরে একটু বাহিরে বেড়াইয়া পড়িতে বসিবে। সর্ব্বশুদ্ধ ৮ ঘণ্টা নিদ্রা চাই।

"লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।"

আমাদের দেশে শিয়ালের বড়ই উৎপাত। শিয়ালের জ্বালায় ঘরের ভিতরে পর্য্যন্ত কোন বস্তু নির্ব্বিঘ্নে রাখা যায় না। বুদ্ধিমান শিয়ালগণ এমনি কৌশলে দরজা খুলিয়া বা ভাঙ্গিয়া দ্রব্যাদি খায় এবং নষ্ট করে যে তাহা টের পাওয়া যায় না। একদিন রাত্রে আমাদের বড় ঘরের বারান্দায় ভুল ক্রমে একটা গুড়ের হাঁড়ি পড়িয়াছিল। হাঁড়ির মধ্যে গুড় অতি অল্পই ছিল। শিয়াল রাত্রিতে আহার অন্বেষণে বাহির হইয়াছে। বারান্দায় উঠিয়া হাঁড়িতে গুড় আছে বুঝিতে পারিল। অনেকেরই খাদ্য দ্রব্য দেখিলে লোভ সম্বরণ করা দায়। শিয়াল প্রথমেই হাঁড়িটার মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া দিতে চেষ্টা করিল। হাঁড়ির মুখ খুব ছোট ছিল, সুতরাং মাথা ঢুকাইতে না পারিয়া হাঁড়িটা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাও পারিল না, তখন খুব জোরের সহিত হাঁড়ির মুখে মুখ দিয়া ঠেলিতে লাগিল। ইহাতে হাঁড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়া গেল, আর শিয়াল স্বচ্ছন্দে

পেট ভরিয়া গুড় খাইতে লাগিল। এমন সময় আমাদের বাড়ীর কুকুরটা টের পাইয়া শিয়ালকে তাড়া করিল। শিয়াল পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইল বটে কিন্তু মাথা আর হাঁড়ির মধ্য হইতে বাহির হয় না। পলাইতে একটু বিলম্ব হইলেই কুকুর আসিয়া খেড়ে ধরিবে, কাজেই প্রাণ ভয়ে তাড়াতাড়ি হাঁড়ি লইয়াই দৌড়িতে আরম্ভ করিল। হাঁড়িও ভাঙ্গে না, মাথাও খুলে না, এদিকে কুকুরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া আসিতেছে। ভয়ানক বিপদে পড়িয়া শিয়াল কোন্ স্থান দিয়া কোন্‌দিকে যাইবে তাহা ঠিক পাইতেছে না। আবার হাঁড়ির মধ্যে মাথা থাকাতে চক্ষে কিছুই দেখিতে পায় না। যাহা হউক, সেই হাঁড়ি-মুখো শিয়াল এই অবস্থাতেই রাস্তার উপর দিয়া ছুটিতে লাগিল। রাস্তার পাশেই ছোট একটা পুকুর ছিল। হঠাৎ হাঁড়ি লইয়া শিয়াল সেই পুকুরের মধ্যে পড়িয়া গেল। সাঁতরাইয়া পারে উঠিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পুকুরটী পানায় পোরা ছিল সুতরাং পথ এগোবার পক্ষে, হাঁড়িটা পানায় বাধিয়া অত্যন্ত বাধা জন্মাইতে লাগিল। শিয়াল এইরূপ বিপদাপন্ন অবস্থায় পড়িয়া আর কি করে? অগত্যা হাঁড়ির মধ্যে মাথা রাখিয়া সমস্ত শরীর জলে ডুবাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অনেকক্ষণ চেষ্টা করিল। যতক্ষণ বায়ু ছিল বহু কষ্টে ভয়ানক যাতনায় ছটফট করিয়াও বাঁচিয়া ছিল। পরে বায়ু অভাবে জলের মধ্যেই মরিয়া গেল। সকাল বেলা আমরা পুকুর হইতে তুলিয়া মাঠে ফেলিয়া দিলাম।' এই জন্যই লিখিয়াছি "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।"

প্রার্থনা ও সাবধানতা।

বাল্যকালে রাজকুমার ও কেশবের বড় ভাব ছিল। খুব ছেলেবেলা দুজনেই সমান দুরন্ত ছিল, পরামর্শ করিয়া দুষ্টুমী করিত, পথ দিয়া লোক গেলে গায়ে ধুলো দিত, গালাগালি দিত, একত্রে মাঠে ফড়িং ধরিতে যাইত ও পাখীর বাসা সন্ধান পাইলেই ভাঙ্গিয়া ছানা আনিয়া মারিয়া ফেলিত। স্কুলে গিয়া দুজনে যুক্তি করিয়া পলাইয়া আসিত, আসিয়া পথে ঘাটে দাণ্ডাগুলি খেলাইত, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে পরিষ্কার মিছা কথা কহিয়া দোষ কাটাইত। ভয়ানক দুরন্ত ছেলে দুটী, পাড়ার লোক জ্বালাতন হইয়াছিল। রাজকুমারের পিতা সন্তানের চরিত্র দূষিত হইতেছে দেখিয়া তাহাকে পশ্চিমে লইয়া গেলেন। সেখানে দু বৎসর থাকিয়া এখন সে কি সৎ ও শান্ত সুবোধ হইয়াছে! এখন তাহার বয়স ১৩ বৎসর মাত্র; কেশবেরও এই বয়স, কিন্তু সে এমন ভয়ানক বদমায়েস হইয়াছে যে তাহার আর কথা নাই। তামাক, চুরট, সিদ্ধি প্রভৃতি নেশায় চুরচুরে, লেখাপড়ার নামও নাই। স্কুলের বেতন লইয়া চাড়াইভাতী করা হয়, এক এক দিন মদও পান করা আছে। রক্ত উঠা জর, প্লীহা রোগে ধরিয়াছে, মধ্যে এক দিন নাকি

"ফীট্" ও হইষাছিল। তাহাব পিতা মাতা হতাশ হইয়া তাঁহাকে ছাড়িযা দিযাছেন। সে অঞ্চলে সে বিখ্যাত ছোকবা।

বাজকুমাব বাড়ী আসিলে তাহাব শান্ত সুশীল ভাব, বিনম্র ও সুমিষ্ট ব্যবহাব, বিদ্যাশিক্ষাব ইচ্ছা ও সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি দেখিযা গ্রামশুদ্ধ লোক অবাক্ হইযা তাহাব পিতাব বড় প্রশংসা করিতে লাগিল। সকলেবই মুখে এই কথা—"এমন বদ ছেলে কেমন করে এত ভাল হইল?" সব লোক তাহার তুলনা দিযা কেশবকে তিরস্কাব ও ভৎর্সনা কবিতে লাগিল। বাজকুমাবের পূর্ব্ব চরিত্র ও এখনকাব স্বভাব স্মবণ কবিযা কেশব বড় লজ্জিত হইতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ ডাকিযা পাঠাইলেও সে তাহাব সহিত দেখা কবিতে গেল না। দিন বাত্রি কেবল ঐ কথাই ভাবে, ভাবিযা এক বকম কেমন হইতে লাগিল? মধ্যে এক একবাব ইচ্ছা হইত একেবাবে হঠাৎ প্রতিজ্ঞা কবিযা সৎ হইযা যাইবে, কিন্তু অভ্যাস ও চক্ষু লজ্জাতে ভাল হইতে দিত না। মা কাছে আসিলেই কেমন যে গালাগালি দেওয়া অভ্যাস,—পূর্ব্বে থেকে ঠিক কবিযা রাখিলেও সেই "পোড়াব-মুখী" বৈ অন্য কথা বাহিব হইত না। মহা বিপদ! মনে আব কাজে এই ঘোর বিবাদেব জন্য বেচারা ক্রমে খুব বোগা হইতে লাগিল। এমন সময়ে এক দিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিল যে বাজকুমার তাহাকে যেন মেঘের ভিতব হইতে কি সৎপরামর্শ দিতেছে, সে যেন শুনিতে চাহিতেছে না। হঠাৎ অমনি রাজকুমার রাগ কবিযা চলিয়া গেল, আর মেঘেব ভিতর থেকে "কড় কড় কড় কড়" কবিয়া ভয়ানক একটা বজ্র তাহার মাথায় পড়িল। ভয়ে সে ঘুমন্ত অবস্থায় খুব চীৎকার করিযা উঠিল, গা হাত পা কাঁপিতে লাগিল, এবং বুক দুর দুর করিতে লাগিল। মা ভীতা হইয়া বলিলেন "কি? কি?" সে মাকে সব বলিল। তখন মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "তবে বুঝিয়াছি, তুমি কা'ল রাজুর কাছে গিয়া তাহার কথা শুনিও, তাই ঈশ্বব তোমাকে বলিলেন।" ভয়ে, চিন্তায়, হতাশে সে কেশব অবশেষে স্বীকৃত হইল।

তাব পব দিন অনেক কষ্টে মনকে বুঝাইযা বাজুব কাছে গেল। বাজু পূর্ব্বেই সব শুনিযাছিল; অনেক কথার পব কেশবেব অসুখেব কথা পাড়িল। তখন সে কাঁদিয়া ফেলিল, আব বলিল "ভাই রাজু! বলিতে লজ্জা কবে, এক সময়ে তুমিও আমার মত দুষ্ট ছিলে, ভাগ্যে তোমাব বাবা তোমায় লইযা গেলেন, তাই। তা ভাই আমাবও দশা দেখিতেছ, কি করিলে এখন আমি বাঁচি তা বলিয়া দাও। কিরূপে পাপ দুশ্চবিত্রতা দূব কবিতে পাবিব তাহা ভাই! তোমায় বলিতেই হইবে। আমি মবিতে বসিযাছি। আব না। খুব শিখিযাছি, আব না। আমাব আজ লজ্জা দূব হোক, আব আমাব অভিমান নাই, এখন কিসে আমি বাঁচি, কিসে আমাব চবিত্র ভাল হয তা' তোমায় কবিতেই হইবে।" এই বলিযা রাজুব হাত ধবিয়া তাহাব উপব কপাল রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল, চক্ষেব জলে দুজনেবই হাত ভিজিযা গেল। বাজুও খুব কাঁদিতে লাগিল।

খানিক ক্ষণ এইরূপে নিস্তব্ধে কাটিযা গেল। পবে বাজকুমাব কেশবেব চক্ষের জল কাপড দিযা মুছাইযা দিযা তাহাকে শান্ত কবিল ও বলিল, "দেখ ভাই, আমি গিযাছিলাম, কেবল ঈশ্ববেব কৃপায় রক্ষা পাইযাছি, তুমিও তাঁহাকে ডাক, তিনিই বক্ষাকর্ত্তা।" কেশব বলিল "তাঁহাকে কিরূপে ডাকিতে হয জানি না ত?" রাজকুমাব বলিযা দিল, বেশ কবিযা বুঝাইযা দিল যে ঈশ্বব সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, সব দেখিতেছেন, সব যাযগায আছেন, সকলি কবিতে পারেন, তিনি মহান্ ও পবম দয়াবান। তৎপরে বলিল "দেখ ভাই! তুমি সর্ব্বদা দুটী কাজ করিবে, মন দিযা শুন:—(১মতঃ) সদা সর্ব্বক্ষণ যেখানেই থাক, কাজই কর, আর যাই কর, সকল সময়েই সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরেব দিকে মন দিয়া

ভাল হইবার জন্য কাতর মনে, প্রার্থনা করিবে। তাঁহার দিকে মন থাকিলে আর কু ৰ্ম্ম ইচ্ছাই হইবে না। (২য়তঃ) যখনই কোন মন্দ কাজ করিতে ইচ্ছা হবে, মন্দ কাজ করিবার সুযোগ হবে, বা কোন কুকর্ম্ম প্রায় কর কর, এমন হবে, অমনি ঝাঁ করে মনে ক'রবে যে এটা করা অন্যায়। তখনই ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া আপনার হাত, পা, বা জিহ্বাকে হুকুম করিবে যেন তাহারা আর সে কাজ না করে। তাহারা ত আমারই চাকরের মতন? এই আমি হাত রাখিয়াছি, মনে করিয়া হুকুম করিলেই নড়িল। বুঝিলে? মন্দ কাজ না করা ও ভাল কাজ করা, মন্দ কথা না কহা ও ভাল কথা কহা, এবং মন্দ বিষয় চিন্তা না করিয়া ভাল বিষয় চিন্তা করাকেই সৎচরিত্র কহে। না হইলে সৎ-চরিত্র ত আর গাছের ফল নয়? দেখিও, প্রথম প্রথম তোমার মনের বিরুদ্ধে কাজ করিতে কষ্ট হবে, খুব লজ্জা হবে, কিন্তু সে জন্য যেন পেছিও না। স্থির অটল প্রতিজ্ঞা কর, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া আরম্ভ কর দেখি, ঠিক সফল হইবেই হইবে, আমি এই রকমে ভাল হইয়াছি। একবার অভ্যাস হইয়া গেলে তখন মন্দ কাজ করা অসম্ভব হবে এবং ভাল কাজেই সুখ হবে।"

কেশব নিস্তব্ধ হইয়া শুনিল। সেই কথা দুটী ও রাত্রের বাজ পড়া মনে করিতে করিতে বাড়ী আসিল। আসিয়া অবধি কেশব ধীরভাবে সেই কথা মত কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে আজ প্রায় এক মাসের কথা। ইহারই মধ্যে সে খুব ভাল হইয়াছে। নেশা ত্যাগ, মিথ্যা কথা ত্যাগ, গালি ত্যাগ, এগুলি হইয়া গিয়াছে। প্রার্থনা ও সাবধানতা দ্বারা সবই হইতে পারে।

সহজে কি বড় লোক হওয়া যায়?

চতুর্থ অধ্যায়।

রামলোচন বাবু আমাদের ওদিক-কার লোক তিনি ধু—তে থাকেন; সেখানকার একজন নামজাদা উকীল। আমি ভাবিলাম, দেশের একজন লোক, তাঁর কাছে গেলে তিনি অবশ্যই কিছু খাতির করিবেন। জাহাজ হইতে উঠিয়াই তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। একটী ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিলেন। আমি আস্তে আস্তে বাড়ীর এক জন চাকরের মত লোককে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "রামলোচন বাবুর এই বাড়ী?" সে লোকটা আমার কথার উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না। মুখ বিকৃত করিয়া একটা বড় ঘরে চলিয়া গেল; অগত্যা আমি অন্য লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সে যাহা বলিল তাহাতে জানিলাম, আমি যাহাকে রামলোচন বাবুর চাকর মনে করিয়াছিলাম, তিনিই রামলোচন বাবু। তাই অত রাগ! আমি ভয়ে ভয়ে রামলোচন বাবুর ঘরের দরজায় দাঁড়াইলাম। তিনি একটা তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। অত কালো লোক আমি আর দেখি নাই। মোটা বেশী নন, কিন্তু প্রায় বুকের উপর কাপড় পরেন। গোঁপগুলি সোজা সোজা। চুল অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে। কাণে একটা কলম। হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত কাপড় টানিয়া বসিয়াছেন। উরুদেশের উপর একটা লম্বা খাতা রাখিয়া তাহাই দেখিতেছেন, আর মাঝে মাঝে উদ্দেশে কাহার প্রতি মুখ বাঁকাইতেছেন। তাকিয়ার একটা অংশ কলম পুঁছিবার স্থান বলিয়া বোধ হইল। কিছুকাল পরে দেখিলাম যে তাহা নহে। পাশে একটী মাটীর দোয়াত। তাহা হইতে ঘাঁটিয়া এক কলম কালি

লইয়া খাতায় যেন কি লিখিলেন। তার পর কলমটী মাথার চুলে ঘসিয়া কাণে বসাইয়া হাতের দুটী আঙুল তাকিয়ার ঐ স্থানটীতে পুঁছিলেন। তার পর ক্ষণেই এক হাতের কনুই তাকিয়ার উপর রাখিয়া, একখানা পা আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া 'তোউ' শব্দে উদ্গার করিলেন। শেষটা আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। প্রথম প্রশ্ন হিন্দি ভাষায় হইল; তাহার পর বাঙ্গালা।

"কি চাই?"

"আজ্ঞে আমি অনেক দূর থেকে এসেছি—"

"আমিও অনেক দূর থেকে এসেছি।"

"আমার নিবাস সু—"

"আমারও নিবাস সু—। তার পর?"

"মহাশয় যদি—"

'ম—হা—শ—য—যদি। কি—ঞ্চিৎ—সা—হা—য্য? দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার আমার কাছে নাই। হিঁয়াছে চলে যাও।"

আমি আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে বিলম্ব করিলাম না। কোথা যাইব ঠিক নাই, কিন্তু রামলোচন বাবুর বাড়ীতে আর পদার্পণ করা হইবে না। রাস্তার বাহির হইয়া একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন "যে কোন মুদীকে পয়সা দিলেই থাকবার যায়গা আর খেতে দেবে।" মুদীর দোকান খুঁজিয়া লওয়া কঠিন বোধ হইল না। দুদিন মুদীর দোকানে খাইলাম। কিন্তু এরূপভাবে খাইলে বেশী দিন পয়সায় কুলাইবে না এই চিন্তায় রাত্রিতে ঘুম হয় না। এক দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া মুদীর পয়সা হিসাব করিয়া দিলাম। তার পর পুঁটলিটী হাতে করিয়া বাহির হইলাম। রাস্তার কতদূর হাঁটিয়া দেখি একটা বড় বাড়ী। এ বাড়ীর কর্ত্তা রামলোচন বাবুর মত নাও হইতে পারেন। আস্তে আস্তে বৈঠকখানার দিকে গিয়া দেখিলাম কর্ত্তা বসিয়া আছেন, আর ইয়ার গোছের একটী অভ্যাগত লোক তাঁহার সহিত হাসির কথা কহিতেছেন। আমি দাঁড়াইবা মাত্রই কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি কে বাবু?"

আমি।—"আমি পথিক, কষ্টে পড়েছি।"

ইয়ার।—"বড্ড খিদে পেয়েছে বুঝি?"

আমি কোন উত্তর করিলাম না, ইয়ার বাবু উত্তর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া চোখ বড় করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

"হোটেল আছে, হোটেল! বাবুরচি লোক দিব্বি রাঁধে। রোজ পাঁচ টাকাতেই চলে।"

আমি নিরাশ হইয়া বাবুর দিকে তাকাইলাম। বাবু ইয়ারের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিলেন "নিজের বাড়ীতে একটী লোককে খেতে দিতে পার না, আবার অন্য লোকের বাড়ী এসে চাসামো কর! তুমি আর আমার বাড়ী এসো না।" বলা বাহুল্য, বাবুর উপর আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সম্মান ইত্যাদি যত হইতে পারে সব কটা জন্মিয়া গেল! বাবু আমাকে বলিলেন "তোমার অন্য কোন রূপ কষ্ট না হইলে আমার বাড়ীতে তোমার থাকবার যায়গা আর খাবার বন্দোবস্ত হতে পারে।"

"আজ্ঞে আমি অমনি থাক্তে চাইনে। আপনার কিছু কাজ করে দিব, তার পরিবর্ত্তে যদি কিছু খাবার দেন তাহা হইলে ভাল হয়।"

"উত্তম! তুমি ইংরাজী লিখ্তে পার?"

"কিছু কিছু ইংরাজী পড়েছিলাম বটে, কিন্তু ভাল লেখা পড়া জানিনা।"

"কতদূর পড়িয়াছ?"

আমি বলিলাম।

"বেশ্। তাতেই হবে।"

আমি বাবুর বাড়ী রহিলাম। কাজের মধ্যে এই—বাবুর চিঠি পত্র সব একটা করে নকল করিয়া রাখিতে হয়। এখানে থাকিয়া মাসে মাসে বাড়ীর কথা ভাবিতাম। বড় লোক হইবার জন্য কত কষ্ট পাইলাম, কিন্তু বড় লোক হইবার তো লক্ষণ

দেখিতেছি না। কেবল বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলেই কি বড় লোক হওয়া যায়? আরো কিছু চাই, আমার তাহা নাই। এইরূপ যত ভাবিতে লাগিলাম ততই বাড়ী ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। শেষটা ঠিক করিলাম বাড়ী যাইতে হইবে। আমার হাতে যে কিছু টাকা আছে তাহাতে পথ খরচ চলিবে না। সুতরাং এবার আর ষ্টিমারে যাওয়া হইবে না। বৈ—তীর্থ এখান হইতে বড় বেশী দূরে নয়, সেখানে গেলে সঙ্গী পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ চিন্তার পর মনে করিলাম, বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈ—যাইব, সেখানে সঙ্গী পাইলে তাহাদের সহিত বাড়ী যাইব।

ঐতিহাসিক গল্প।

দ্বিতীয় গল্প।

রদিন বিকাল বেলা আবার তাহার ভাই বোন সকলে গল্প শুনিবার জন্য একত্রিত হইলে, যোগীন বাবু বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এদেশে আসিয়া দেখিলেন যে এক জাতীয় বড় কাল, বড় অসভ্য লোক এই সুন্দর দেশ দখল করিয়া রহিয়াছে। বহুকাল ব্যাপিয়া এই সকল অসভ্য লোকের সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের যুদ্ধ হইল। বার বার যুদ্ধে হারিয়া গিয়াও এই অসভ্য জাতেরা আর্য্যদিগকে বিরক্ত করিতে ছাড়িল না। যখনই সুবিধা বুঝিত তখনই আসিয়া তাঁহাদিগের উপরে উৎপাত করিত। ইহাঁদের ঘর বাড়ী ভাঙ্গিত, জিনিষ পত্র লুটপাট করিত, ও ইহারা যে সকল যাগ যজ্ঞ করিতেন তাহার ব্যাঘাত জন্মাইত। এই সকল অসভ্য জাতিকে পূর্ব্ব পুরুষেরা রাক্ষস বলিয়া ডাকিতেন। বহুদিন ধরিয়া রাক্ষসদিগের সঙ্গে আর্য্যদিগের যুদ্ধ হইল; পরে রাক্ষসেরা যুদ্ধে একেবারে হারিয়া গেল, ও তখন আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা পঞ্জাব দেশে আপনাদের রাজ্য স্থাপন করিলেন।"

বিমলা—"দাদা, পঞ্জাব দেশ কোথায়?"

যোগীন,—"ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম কোণে যে দেশ তাহাকেই পঞ্জাব বলে। আর্য্যগণ নাকি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম কোন দিয়াই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, সুতরাং সেই দেশই সকলের প্রথমে তাঁহাদের দখলে আসে।"

একটুকু পরে যোগীন বাবু আবার বলিতে লাগিলেন,—"আজ কাল তোমরা এদেশে নানা জাতির লোক দেখ। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইংরাজ, ইহুদি, এই যে নানা জাতি আছে তাহার কথা বলিতেছি না। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেই ব্রাহ্মণ, শূদ্র, এইরূপ নানা জাতি দেখিতেছ। এক জাতির লোক আর এক জাতির লোকের হাতে খায় না, এক জাতির লোক অপর জাতির লোককে ঘৃণা করে, এই সকল দেখিতেছ। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যখন সর্ব্ব প্রথমে হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ জাতিভেদ ছিল না। তখন সকলেই এক জাতি ছিল। আবার এখন যেমন বৈষ্ণব শাক্ত এইরূপ নানা ধর্ম্মের লোকও হিন্দুদের ভিতর দেখিতে পাও, তাহাও ছিল না। তখন সকলই এক ধর্ম্ম মানিত। মুরুব্বি যিনি তিনিই পরিবারের সকলের মঙ্গলের জন্য দেবপূজা, যাগ যজ্ঞ সকল করিতেন। পূজা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ছিল না। সকলেই দেবতার পূজা করিতে পারিত। সকলেই যখন আপন আপন ঘরে দেব পূজা করিত, তখন আর আলাদা দেব মন্দিরেরও দরকার ছিল না। তখন সকলেই চাষ করিত, আপন আপন গো মহিষাদি প্রতি পালন ও রক্ষণ করিত, এবং আদিম অসভ্য জাতিদিগের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই সকলেই তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিতে বাহির হইত।"

"তার পর যখন ক্রমে লোক সংখ্যা বাড়িতে লাগিল তখন সমাজের কাজও বাড়িয়া উঠিল; এবং ক্রমে এক একদল লোক এক একটা আলা'দা কাজ ভাল করিয়া শিখিতে লাগিল। এই সময়ে যত লোক বাড়িতে লাগিল, ততই নূতন যায়গার দরকার হইল, কাজে কাজেই অসভ্য জাতিদের সঙ্গে আবার ভয়ানক যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। তখন এক দল লোক যুদ্ধ কার্য্যেই একেবারে নিযুক্ত হইল। কিন্তু ইহাদের পরিবারের দেবপূজা চলে কিসে? ইহাঁরা যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া অপর কতকগুলি লোককে তাঁহাদের হইয়া তাঁহাদের পরিবারের মঙ্গলের জন্য দেবপূজা করিতে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে যারা যুদ্ধ ব্যবসায় গ্রহণ করিল তারা আর তাহা ছাড়িল না,—তাহারা ক্ষত্রিয় নাম লইয়া স্বতন্ত্র এক জাত হইল। আর যাহারা দেবপূজার ভার লইয়াছিল তাহারও ক্রমে ব্রাহ্মণ নাম গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র এক জাত হইল। এইরূপে যাহারা চাষবাস করিত তাহাদেরও এক জাত হইল, ইহাদের নাম বৈশ্য হইল, এবং অপর যাহারা রহিল তাহারা সকলের নীচ জাত শূদ্র হইল। এইরূপেই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা নানা জাতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

"আজ কাল ইংরাজেরা আমাদের রাজা, তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা অনেক বিদ্যা শিখিতেছি। তাঁহারা আজ আমাদের শিক্ষক,—আমাদের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হাজার হাজার বৎসর আগে যখন এদেশে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের রাজত্ব ছিল, তখন এরূপ ছিল না। তখন ইংরাজেরা অতি অসভ্য ছিল। কাঁচা মাংস খাইত, কাপড় পরিত না. বিবাহ করিত না, ভাল করিয়া ঘর বাড়ী বাঁধিতে জানিত না।, বনের পশুর মত বনে থাকিয়া, বনের পশু মারিয়া, তাহার দ্বারাই প্রাণ বাঁচাইত। আজ কাল আমরা মূর্খ তাহারা বিদ্বান, কিন্তু হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের মত সভ্য লোক পৃথিবীতে ছিল না। ইংরাজেরা আজ আমাদিগকে যে সকল বিদ্যা শিখাইতেছে, তার অধিকাংশই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিকট হইতে আরব দেশের লোকেরা শিখিয়া নিয়াছিল, এবং এই আরবদিগের নিকট হইতে ইউরোপের লোকেরা ও তাহাদের নিকট হইতে ইংরাজেরা শিখিয়া নেয়।"

"আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অনেক বিদ্যা শিখিয়াছিলেন, আজও সেই অতি পুরাতনকালের অতি সুন্দর সুন্দর অনেক পুস্তক প্রচলিত আছে। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, এই সকলই আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের লিখিত অতি প্রাচীন বই। তাঁহারা অনেক বিষয়ে অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভাল ইতিহাস একখানিও লিখিয়া যান নাই। তাই আমরা অতি প্রাচীন সময়ের অনেক কথা জানি না। কেবল এই মাত্র জানি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অতি সুসভ্য, অতি বিদ্বান, অতি সাহসী ও অতি ধার্ম্মিক ছিলেন।"

সন্ধ্যা হইতেছে দেখিয়া যোগীন বাবু ভাই ভগিনীদিগকে বিদায় দিয়া বলিলেন,—"আজ এই খানেই থাক্; কাল আবার বলিব।"

এলাইচ।

কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, সকলেই ছোট ছোট, সাদা, শুকনো গুজরাটী এলাইচ গুলিকে বড় ভাল বাসেন। যত প্রকার মসলা আছে, এলাইচ সকলের শ্রেষ্ঠ। এলাইচের মত এমন সুন্দর গন্ধ আর কোনও মসলায় নাই। এলাইচ তোমরা সকলেই দেখিয়াছ, এলাইচ যে এক রকমের ফল তাও অবশ্য জান। কিন্তু এলাইচের গাছ কখনও দেখিয়াছ কি?

গুজরাটে এলাইচ খুব প্রচুর পরিমাণে জন্মে, তাই আমরা ছোট ছোট এলাইচগুলিকে গুজরাটী এলাইচ বলি। কিন্তু গুজরাট ভিন্ন আর আর

দেশেও এলাইচ জন্মিয়া থাকে।, মান্দ্রাজ অঞ্চলের কোনও কোনও পার্ব্বতীয় প্রদেশে, নীলগিরিতে, ও কুর্গের পাহাড়েও প্রচুর পরিমাণে এলাইচ জন্মিয়া থাকে। আমরা একবার মান্দ্রাজ দেশে গিয়াছিলাম, তখন এই সকল মান্দ্রাজী এলাইচের গাছ দেখিয়া আসিয়াছি। আদা, হলুদ, বা শুঁটের গাছ কখনও দেখিয়াছ কি? ছোট এলাইচের গাছও ঠিক তাহারই মতন। তবে আদা ও হলুদের গাছ সোজা ভাবে বাড়িয়া উঠে, আদার ক্ষেতের গাছগুলি আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া একটার গায় আর একটী লাগিয়া সারি সারি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে কিন্তু এলাইচ গাছের অতটুকু শক্তি নাই। গাছ গুলি একটু বড় হইলেই মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়, লতার মত মাটির উপর ভর করিয়া মাঝে মাঝে শিকড় গাঁথিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু এলাইচ গাছের পাতা ও ডালপালা সবই ঠিক আদা হলুদের গাছের মত।

আদার পাতায় আদার গন্ধ পাওয়া যায়, হলুদের পাতায় হলুদের গন্ধ পাওয়া যায়, শুঁটের পাতা হাতে লইয়া রগড়াইলে তাহা হইতে ঠিক শুঁটের গন্ধ বাহির হয়। এলাইচের পাতাতেও কি এলাইচের গন্ধ পাওয়া যায়? না। এলাইচ বড় মানুষ, সে কি আর যাতে তাতে তার গন্ধ মাখিয়া দিতে পারে? এলাইচের পাতা রগড়াইলে তাহা হইতে কেমন এক প্রকার বুনো গন্ধ বাহির হয়; এ যে এলাইচের পাতা ইহা ঠিক করা অসাধ্য। এলাইচের গন্ধ কেবল তার আপনার ভিতরেই বদ্ধ থাকে, পাতা বা মূলে সে গন্ধ পাওয়া যায় না।

এলাইচ এত দরের জিনিষ, এমন ভাল জিনিষ, এমন গন্ধ, এলাইচের চাষ করিতে কতই না যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হয়! কত ভাল উর্ব্বরা, মোলাম মাটীর দরকার! প্রতিদিন কত জল দিতে হয়! তোমরা ভাবিতেছ এলাইচের ক্ষেত করা কতই না কষ্ট-সাধ্য! কিন্তু বাস্তবিক তাহা কিছুই নহে। এলাইচের ক্ষেত করিতে হয় না, এলাইচ রোপণ করিতে হয় না, তার নীচে 'সার' দিতে হয় না, জল দিতে হয় না, এমন কি এলাইচের ক্ষেতের চারি ধারে কোনও বেড়া দেওয়া পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় নহে। গুজরাট অঞ্চলে এলাইচের ফসল কি করিয়া হয় আমরা জানি না, কিন্তু নীলগিরি ও কুর্গ প্রদেশে এলাইচের রীতি মত চাষ বা ক্ষেত কিছুই করিতে হয় না। জঙ্গলে এলাইচের গাছ আপনি হয়, এবং এলাইচ ব্যবসায়ীগণ জঙ্গল হইতে কাঁচা এলাইচ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া শুকাইয়া বিক্রী করে।

কুর্গ প্রভৃতি মান্দ্রাজের যে সকল স্থানে এলাইচ জন্মায়, সেখানকার কৃষকেরা কোন সময়ে এলাইচের ফুল হয় তাহা জানে, ফুল বাহির হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে তাহারা একবার যে যে জঙ্গলে এলাইচের গাছ আছে সেখানে যায়। আগেই বলিয়াছি এলাইচের গাছ মাটীর উপর ভর করিয়া 'লতাইয়া' বেড়ায়। ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিলেও যদি গাছগুলি মাটীতেই পড়িয়া থাকে, তবে ফুলগুলি ভিজা মাটীর গায় লাগিয়া পচিয়া যাইবে। এই জন্য এলাইচ ব্যবসায়ীগণ ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে এলাইচের জঙ্গলে গিয়া লতাগুলিকে বড় বড় পাথরের উপর রাখিয়া আসে। ইহার পর প্রায় দুই মাস কাল আর কিছুই করিতে হয় না। তার পর ক্রমে যখন ফুল হইতে ফল বাহির হইয়া ফলগুলি পাকিতে আরম্ভ করে, তখন আর একবার ইহারা জঙ্গলে গিয়া যত এলাইচ পায়, সব কুড়াইয়া লইয়া আইসে। তার পর যত্ন করিয়া শুকাইয়া বিক্রী করে। আমাদের এ দেশের জমি এলাইচের ফসলের উপযুক্ত নহে।

কওনা কথা কাকাতুয়া!

কওনা কথা কাকাতুয়া! চাওনা একটীবার!
অমন তর ঘাড়্টি গুঁজে, চুপ্টি করে চক্ষু বুজে,
আজ কেন রয়েছ যাদু! মুখটি করে ভার!
আস্‌লে আমি তোমার কাছে, রঙ্গ করে নেচে নেচে
কত খেলা খেল তুমি,—আজ কেন বিরসে
মন্‌টি-মরা হয়ে আছ একটী পাশে বসে!
বল বল কি হয়েছে, কে তোমারে কি বলেছে,
তাইতে এমন অভিমানে হচ্চো জ্বলে খুন্?
তোল পাখী ঘাড়্টি তোল, বারেক দুটী চক্ষু খোল
বুকটি কেমন করে তোমার মুখ্টি দেখে চুপ!
মায়ের কাছে পড়া দিতে, তোমায় যাদু খাবার দিতে
একটুখানি তিলের তরে হয়ে গেছে বেলা,
তাইতে কিরে এমন করে, বসে আছ রাগের ভরে,
মুখটি বুজে চুপটি করে ভুলে সাধের খেলা?
ছি ছি ছি ছি লজ্জা বড়, দুষ্ট ছেলে এমন তর
একটু খানি ছুতোয়-ন্যাতায় মুখটি করে ভার!
সেই কারণে সবাই মিলে নিন্দা করে তার!
এই দেখ ধন! বাটি ভরে, খাবার নিয়ে তোমার তরে
মুখটি পানে চেয়ে আছি দাঁড়িয়ে কত বেলা;
ছোট খাট ঠোঁটটি দিয়ে, খাওনা যাদু নিয়ে নিয়ে,
আর কেন দুখ দাওবে মনে, কথায় করে হেলা?
তোল যাদু মুখটি তোল, বারেক দুটী চক্ষু খোল,
রাগ করোনা রাগ করোনা একটী কথা কও
যাদু একটী কথা কও!
ছোটখাট ঠোঁটটি দিয়ে খাবার তুলে লও!

দাদা বাবুর খোস্ গল্প।

জ আবার কুমুদিনী, স্বর্ণ, দেবেন্দ্র, প্রভৃতি সকলে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়াছে। ছেলে মেয়েদের যে কি গল্প শোনা রোগ, এত বুড়ো হইয়াছি, কৈ এ পর্য্যন্ত একটী ছেলেকেও বিশেষতঃ একটী মেয়েকেও, গল্প বলিয়া ঠাণ্ডা করিতে পারিলাম না। যত শোনে, তত চায়, "আর না" একথা বলিতে চায় না। ভাইদের চাইতে বোনেরা এবিষয়ে আরও পাকা। বরং ভাইদের ছুটোর যায়গায় তিনটা গল্প বলিলেই তারা খুসী হইয়া চুপ করে, কিন্তু আমি এপর্য্যন্ত বোনেদের এক জনকেও খুসী করিতে পারিলাম না। যেমন আগুনে ঘি ঢালিযা দিলে আগুন আরো জলিযা উঠে, 'দুষ্টু' মেয়েগুলো সেই রকম একটা গল্প শুনিলে আর একটা শুনিতে চায়, আরও চায়, আরও চায়, বলিতে বলিতে আমার মুখে গাঁজা উঠে, তবুও আমার পাজী বোনগুলি আমায় ছাড়ে না। "অ্যা অ্যা—আ—র একটা বল—বল! ও—দাদা বাবু।" এই রব ধরিযাই আছে। আমায় এত ত্যক্ত করে, মা বিরক্ত হন, কিন্তু আমি তাহাদিগকে মিষ্ট কথা ছাড়া অন্য কথা বলি না। যারা ভালবাসে, আমি যাদের ভালবাসি, তারা কষ্ট দিলেও মনে সুখ হয়। আমারই বোন, আমায় ত্যক্ত করিবে না তো কি রাস্তার লোককে ত্যক্ত করিবে? আমার কাছে গল্প শুনিতে আসিবে না তো কি পাড়ার লোকের কাছে গল্প শুনিতে যাবে? কি আশ্চর্য্য! এতে ত্যক্ত বিরক্ত হইলে চলিবে কেন?

আমার ভাই বোনেরা আসিল! কেহ কোলে, কেহ পাশে, কেহ সুমুখে, কেহ পেছনে দাঁড়াইয়া গেল। গল্প শোনার "সর্দ্দার" স্বর্ণ এবং কুমুদিনী; সকলের আগে স্বর্ণ কথা তুলিল;—

"দাদা বাবু! তোমার বাঘার কি আর একটা গল্প বলিবে বলেছিলে। বল! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলিতে হবে। হ্যাঁ, কক্ষনই ছাড়ব না।"

দেবেন্দ্র বলিল, "ও সব গল্পে কি হবে? সে দিন রেলের গাড়ীতে সেই একজন বাঙ্গালী কোন্ সাহেবকে মেরেছিলেন, সেই গল্পটা ভাল করে বল।"

কুমু বলিল, "না না বাপু! মারামারির কথায় কাজ নাই, কুকুরের গল্পই ভাল।"

আমি গোলে পড়িলাম, কার কথা রাখি? আচ্ছা, দেখি কার কি মত? বলিলাম "কুকুরের গল্পে কার কার মত?" স্বর্ণ, কুমুদিনী, এবং চারু এক সঙ্গে বলিযা উঠিল "আমার।" দেবেন্দ্র ও যতীন একদিকে, আর তিন জন অন্য দিকে, তাই কুকুরের গল্প বলাই ঠিক হইল। আমি বলিতে লাগিলাম,—

অনেক দিন আগে আমাদের বাড়ীতে একবার গরু রাখিবার লোক ছিল না। ইহার পূর্ব্বে কিছুকাল বাঘা রাখালের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল, তাহাতেই তাহার গরু রাখা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। আমাদের গরুর রাখাল চলিয়া গেলে আমিই দিন কতক মাঠে গরু বাঁধিযা দিয়া আসিতাম। অবশেষে একদিন কর্ত্তা বলিলেন, "এখন বাঘাই গরু রাখিতে পারিবে।" তাহাই হইল। গরু ছাড়িয়া বাঘাকে সঙ্কেত করিলেই বাঘা গরুর সঙ্গে সঙ্গে যাইত, এবং সমস্ত দিন মাঠে থাকিয়া সন্ধ্যাবেলা গরুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিত। বাঘা কেমন করিয়া গরুটীকে লইয়া যায়, তাহা জানিবার জন্য একদিন বড়ই ইচ্ছা হইল। আমি চুপি চুপি গরু এবং বাঘার পেছনে পেছনে চলিলাম। দেখিলাম গরুটা যাই পথ ছাড়িয়া কাহারও ধানের ক্ষেতে বা বাগানে ঢুকিয়া যাইতে চেষ্টা করে, অমনি বাঘা তাহার মুখের কাছে গিয়া "ঘেউ" "ঘেউ" করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দেয়। মাঠে

গিয়া গরু চরিতে আরম্ভ করিলে, বাঘা গাছের ছায়ায় শুইয়া থাকে।

এইরূপে অনেক দিন যায়,একদিন আর গরুও ঘরে আসে না, বাঘারও খোঁজ পাওয়া যায় না। আমাদের বড় ভয় হইল। তাইতো কি হবে, কোথায় খোঁজ পাওয়া যাবে, কে সন্ধান বলে দেবে, এই রকম সাত পাঁচ ভাবিতেছি, এমন সময় বাঘা সেইখানে আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু গরু কোথায়? এদিকে বাঘার রকম সকম দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল,—সে একবার থেউ থেউ করিয়া কাছে আসে, আবার ছুটিয়া যায়, একবার আসিয়া পা আঁচড়ায়, আবার দৌড়িয়া যায়। দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন কোথাও যাইতে বলিতেছে। আমি উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। বাঘা আগে আগে ছুটিতে লাগিল। অবশেষে আমরা এক বাড়ীতে আসিলাম, এবং দেখিলাম আমাদের গরুটা সেইখানে বাঁধা রহিয়াছে। আমার গলার স্বর এবং বাঘার থেউ থেউ শব্দ শুনিয়া সেই বাড়ীর কর্ত্তা বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন, "আমাদের ফুলের গাছ নষ্ট করিয়াছে বলিয়া বাঁধিয়াছি।" আমি শুনিয়া বড় লজ্জিত হইলাম। তিনি আমাকে লজ্জিত দেখিয়া বলিলেন "যাক্! আপনাদের গরু লইয়া যান। কিন্তু আপনাদের কুকুরটী আচ্ছা পাহারাওয়ালা। আমরা গরু বাঁধিলে থেউ থেউ করিয়া আমাদিগকে অনেক ত্যক্ত করিয়াছে, এক দিক দিয়া তাড়া দিলে আর এক দিক দিয়া থেউ, থেউ করিয়া আসিয়াছে; যেন গরুটা ছাড়িয়া দিতে বলিতেছে। শেষে, যখন কোন মতেই ছাড়িলাম না, তখন চলিয়া গিয়াছে।" আমি বুঝিলাম বাঘা একটু অমনোযোগী হওয়াতেই গরুটীর এই বিপদ; কিন্তু গরুটীকে ছাড়াইয়া আনিবার জন্য বাঘা বিস্তর ঝগড়া করিয়াছিল। অবশেষে যখন দেখিল, তাহার চেষ্টায় কিছুই হয় না, তখন আমাদিগকে ডাকিতে গিয়াছিল।

আমি বাঘার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে করিতে, সেই বাড়ীর কর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিয়া, গরু লইয়া ঘরে আসিলাম।

স্বর্ণ এবং কুমুদিনী এতক্ষণ 'হাঁ' করিয়া গল্প শুনিতেছিল, হঠাৎ গল্প শেষ হওয়াতে যেন কিছু বিরক্ত হইল। কুমুদিনী বলিল, "মোটে এই—আরও বল।" এমন সময় মা খাবার খাইতে ডাকিলেন। আমি বলিলাম "আজ তবে এই পর্য্যন্ত থাক্,—আর এক দিন বলিব।"

"যতনে রতন মেলে।"

বাণীকণ্ঠ বাবু একজন প্রাচীন লোক। অনেককাল ধরিয়া স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন। তিনি যেখানে চাকুরী করেন, সেখানকার ছেলেদের সঙ্গে তাঁর বড় ভাব। প্রথমে তিনি স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন, ক্রমে তিনিই এখন সে স্কুলের কর্ত্তা। কেবল যে ছেলেদের সঙ্গেই তাঁর ভাব, তাহা নহে, ছেলের বাড়ীর লোকেরাও তাকে বেশ আদর করিয়া থাকেন। বাড়ীর ছোট বড় কোন মেয়েই তাঁকে দেখিয়া ঘোমটা দেন না; আর লজ্জাই বা কি? একে বুড়ো মানুষ, তাতে দেবতার মত চরিত্র। বাণীবাবু হোমিওপ্যাথী ডাক্তারি জানিতেন, স্কুল দেখিয়া সময় পাইলেই বাড়ীতে যে সকল রোগী আসিত, তাহাদিগকে দেখিতেন, এবং প্রয়োজন হইলে রোগীর বাটীতে গিয়া, রাত্রি জাগিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেন।

একদিন বাণীবাবু গ্রামের এক গৃহস্থের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। একজন বিধবা স্ত্রীলোক তাঁর একটিমাত্র ছেলেকে লইয়া সেই বাড়ীতে থাকিতেন। ছেলেটীর বয়স ৯ বৎসর মাত্র, কিন্তু গরিব বলিয়া ছেলেটী কোন স্কুলে পড়িতে পাইত না। বালকটীর নাম পশুপতি নাথ। পশুপতির পিতা মরিবার সময় কিছু টাকা রাখিয়া যান, তাহারই

সুদে এবং দুধ যোগান দিয়া ও তরকারি বেচিয়া বিধবা একটী ছেলেকে লইয়া কোন মতে দিন চালান। পশুপতির মা মনে মনে ভাবিতে-ছিলেন, "ছেলে একটু বড় হইলে কাহারও চাকর হইয়া যদি দুপয়সা আনিতে পারে, তাহার উপায় দেখিব।" কিন্তু বেচারা কোথায় গিয়া কাহার চাকর হইবে, সেখানে সে সুখে থাকিবে কি না, মায়ের প্রাণে এই সব কথা বড়ই নড়াচাড়া করিতে ছিল। বাণীকণ্ঠ বাবু বেড়াইতে আসিলে, বিধবা তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া, একথা ও কথার পর ছেলের কথা তুলিলেন।

"আমার ছেলের কি হবে? সে মাটীতে অক্ষর লেখে, বড় বেশী খেলা টেলা করে না। তাই দেখে পাড়ার লোকেরা বড় ঠাট্টা করে।"

বাণীবাবু বলিলেন—"পাড়ার লোকের আর বুঝি খেয়ে খেয়ে কাজ নাই? এ ছেলের এত শেখ্‌বার ইচ্ছা? আপনার কপাল ভাল মা! লোকের ঠাট্টা শুন্‌বেন না।"

পশুপতির মা উত্তর করিলেন—"ভগবান কি আমার ভাল কর্‌বেন? আপনি তো বুঝ্‌তেই পাবেন, আমার সবে একটী ছেলে; লোকে 'পণ্ডিত চাষা' বলে তাকে ঠাট্টা করে, আর বাছা আমার সমস্ত দিন মুখ ভার করে বসে থাকে, কেমন করে সহ্য করি?"

বাণীবাবু।—তাইতো! তাইতো! ছেলেমানুষ মনে কষ্ট হয়। তা আপনি এক কাজ করুন না কেন? ছেলেটীর বেশ বুদ্ধি আছে, লেখাপড়া শেখবার উদ্যোগ আছে; আপনি ছেলেটীকে স্কুলে পাঠিয়ে দিন না কেন? সেখানে তো আর কেউ ত্যক্ত কর্‌তে যাবে না? আমি আপনার অবস্থা জানি। আমার স্কুলে দিন, ওকে স্কুলের বেতন দিতে হবে না। কি বলেন? এতে বোধ হয় রাজি আছেন?

বিধবা বড়ই সুখী হইলেন, বলিলেন—"আঃ: এ হলে আপনি আমাকে বাঁচান। কিন্তু এর একটু অসুবিধা দেখ্‌ছি।"

বুড়ো ভদ্রলোক একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন "বটে? বটে? কি অসুবিধা বল্‌বেন কি?"

পশুর মা বলিলেন,—"আমি রোজ দুবেলা বাবুদের বাড়ীতে দুধ দিতে যাই; কিন্তু আমি তো গরুটীর কাছে যেতে পারি না। গরু কেবল পশু-পতিকেই চেনে, আর কেউ তার দুধ দুইতে পারে না।"

বাণীকণ্ঠ বাবু বলিলেন—"দশটা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত স্কুল, দুধ দোহা বন্ধ হইতেছে না তো!"

বিধবা আবার বলিলেন,—"আলুর ক্ষেত রোজই খুঁড়ে দিতে হয়, আমি মেয়ে মানুষ একলা পার্‌বো কেন?"

বাণী বাবুর কি দয়ার মন, যেন পরের উপকার করিতেই হইবে, তাই বলিলেন "ভোরবেলা একটু একটু অন্ধকার থাকিতে উঠিয়াই একাজ করা হয়। এতে শরীরের চালনাতে শরীরও ভাল থাক্‌বে আর বাড়ীর কাজটীও হবে। বেলা সাড়েসাতটা আটটার মধ্যেই হয়ে যাবে, তার পরে দুধ দুহিয়া পড়িতে বসিলেই চলিবে, কেমন আর কিছু আপত্তি আছে?"

আহ্লাদে পশুপতির মার চক্ষে জল আসিতে লাগিল। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ ভদ্র-লোকটী বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার বড়ই সুখ হইয়াছে।

পশুপতির কথা এই খানে একটু বলা আবশ্যক। অতি অল্প বয়সেই পশুপতির বাপ মরিয়া যান। তাহাদের দুই বিঘা চাষের জমি ছিল, তাহাতে আলু বেগুণ প্রভৃতি ফসল হইত, এবং একটা গরু ছিল, তাহার দুধ 'বাবু'র বাড়ীতে যোগান্ দেওয়া হইত। এ ছাড়া টাকার সুদ ছিল, এই পাঁচ রকমে তাদের দিন চলিত। পশুপতিকে জমি দেখিতে হইত, গরু দুহিতে হইত, এবং কখন কখন টাকার সুদ আনিতে

যাইতে হইত। এই সকল কাজ করিয়া যে একজন ছেলে মানুষ আর পড়াশুনার দিকে মন দিবে, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয়? পশুপতির চেয়ে কয়েক বছরের বড় একটী ছেলের সঙ্গে পশুপতির বড় ভাব। পাড়ার ছেলেরা পশুকে "পণ্ডিত চাষা" বলিয়া ঠাট্টা করে কিন্তু সেই ছেলেটী পশুপতিকে লেখা পড়া শিখাইত। নিজে খোঁড়া বলিয়া চলিয়া ফিরিয়া কাজ করিতে পারিত না, তাই ঘরে বসিয়া সময় কাটাইবার জন্য একটু একটু লেখা পড়া শিখিয়াছিল। তাহার যত টুকু বিদ্যা তাই শিখাইবার জন্য সে রোজই লাঠি ভর করিয়া পশুদের বাড়ীতে আসিত। যে দিন বাণী বাবু এই বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সে দিনও "খোঁড়া দীননাথ" পশুপতিকে পড়াইতে আসিয়াছিল। দীননাথ বা প পতি কেহই জানিত না যে বাড়ীতে আর কেহ আসিয়াছে। তাই তাহারা কিছু পরে একটু চেচাইয়া আলাপ করিতে লাগিল। দুটী গলার স্বর শুনিয়া বাণী বাবু বলিলেন 'পশুপতি আর কে?" পশুর মা সমস্ত বলিলেন। বাণী বাবু কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন 'কেমন শিক্ষক একবার দেখিতে হইল"। এই বলিয়া উঠিয়া পাশের ঘরে উকী মারিলেন। দেখিলেন দীননাথ কয়লা দিয়া মেজেতে সুন্দর অক্ষরে, তিন অক্ষর-যুক্ত কথা লিখিয়াছে, আর তার অর্থ পশুপতিকে বুঝাইয়া দিতেছে। বাণী বাবু দেখিলেন ছেলেটী কথা গুলির অর্থ বেশ বোঝে। মাঝে মাঝে গুরু ছাত্রে মিলিতেছে না। তখন দীননাথ বলিতেছে. "ঠিক বলেছ, পশু! তুমি ভাই যা বলেছ, তাই ঠিক। যাক, চিরকাল আমার মত মূর্খের কাছে পড়িতে হবে না? কিন্তু ভাই! তোমায় আমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করিতে হবে? তুমি যখন বড় লোক হবে"—(পশুপতি মাথা নাড়িল)—"না ভাই! আমি ঠাট্টা করিতেছি না, তুমি নিশ্চয়ই বড় লোক হবে"।

পশুপতি বাধা দিয়া বলিল, "তুমি বড় লোকের কথা বলিও না। ওতে আমার মনে মনে অহঙ্কার হতে পারে? আর আমি যে গরিব দুঃখীর ছেলে, তা' ভেবে আমার মনে দুঃখ ও কষ্ট হতে পারে।"

দীননাথ বলিল, "বড় হওয়া তোমার কপালে আছে। সৎকার্য্যে যার এত যত্ন, তার তো কপাল খুলে রয়েছে। তা' ভাই! আমার কাছে এই প্রতিজ্ঞা কর, যখন তুমি একজন বড় লোক হবে, তখন ভুলবে না যে এক সময় তুমি বড় গরিব দুঃখী ছিলে, আর ভুলবে না যে তোমার মা তোমার মুখ চেয়ে আছেন। আর ভাই দুটী কাজ ক'রো। যেখানেই থাক, কাণা, খোঁড়া, প্রভৃতি হতভাগাদিগকে, আমার কথা মনে ক'রে দয়া ক'রো। আর, পাপ মদটাকে বিষের মত জেনে, দুই হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিও। আমাদের দেশের অনেক বড় লোক এই বিষে গেল।"

বালকদিগের এই সকল কথা শুনিয়া বাণীকণ্ঠ বাবু আর থাকিতে পারিলেন না। সেই ঘরে ঢুকিয়া দীননাথকে আদর করিলেন এবং পশুপতিকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। আর অধিক বলিবার নাই। বাণী বাবুর স্কুলে যত টুকু শিখিবার ছিল, তাহা শিখিয়া পশুপতি হিন্দু কালেজে ঢুকিল এবং অল্প দিনেরই মধ্যে আপনার বিদ্যার তেজে সকলকে চমকিত করিয়া তুলিল।

উপরে যাহা লেখা গেল, সমস্ত সত্য কথা, কেবল নাম ও স্থান গুলি আমরা গোপনে রাখিলাম। আজ পশুপতি নাথ আপন দেশের মধ্যে এক জন প্রধান পণ্ডিত। যে বালক এক সময়ে গরু দুহিত এবং মাটীতে অক্ষর লিখিত, আজ তাহার কত সম্মান! যত্ন করিলেই সব হয়।

ধাঁধা।

গত বারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। নিস্তব্ধতা। ২। নূতন পঞ্জিকা। ৩। ডাক্তার বলিয়াছিলেন, "ওগো, রুটী খাবে!" ৪। নেশার জিনিষ। ৫। আয়না। ৬। সখা।

নূতন।

১। আমার আশায়, পথ পানে চেয়ে, শত শত নর-নারী, দুঃখের দিবস, ভাবিছে সকলে, দিব আমি দূর করি। হায়রে কপাল! যবে আমি আসি, আশার মুখেতে ছাই; আগের যা ছিল, তাহাই রাখিয়ে, হেসে হেসে চলে যাই। যা আছে করিতে, আজিকেই কর—থেকনা আমার আশে। আমি বড় চোর, আয়ু চুরি করি—বাঁধি অলসের ফাঁসে।

২। আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে কত ছেলে মেয়েকে পড়াইতে হয়?" আমি বলিলাম, "এই দেখ না কেন ? ½ অঙ্ক পড়ে, ¼ বিজ্ঞান পড়ে, ¼ চুপ করে থাকে, কিছুই করে না, এ ছাড়া আমার তিনটী মেয়েরেও পড়াইতে হয়। এ থেকে তুমি বুঝে দেখ আমার কত ছাত্র ও ছাত্রী?"

৩। ভযেতে প্রথম তার নাহি রয় বনে,
গহনে দ্বিতীয়ে হেরি, গজগণ সনে,
তৃতীয় বাগান মাঝে বাহারেতে রয়;
চতুর্থ নদীর ধারে ভ্রমে সুখময়;
বল সখা! সেই জন কোন্ মহাজন——
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশের সেই সে কারণ?

বিজ্ঞাপন।

আমরা পাঠক পাঠিকাদিগকে দুঃখের সহিত স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য হইতেছি, যে সখার মূল্য এক টাকা মাত্র হইলেও, অনেকের নিকট আজি পর্য্যন্ত এই সামান্য মূল্য পাওয়া গেল না। আমরা আশা করি সকলেই এক মাসের মধ্যে দেয় মূল্য প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন। আগামী বারে যেন এইরূপ বিজ্ঞাপন আর প্রকাশ করিতে না হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

৮। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, তিন মাসের কম সময়ের জন্য হইলে, তাহা করা যাইবে না; অল্প সময়ের জন্য হইলে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরের সহিত পরিবর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিবেন।

"সখা" কার্য্যালয়, ৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। কলিকাতা। — শ্রীঅন্নদাচরণ সেন। "সখা" কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন দ্বারা প্রকাশিত।

দ্বিতীয় ভাগ। মে, ১৮৮৪। বৈশাখ, ১২৯১ ৫ম সংখ্যা।

সুখী কে?

পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা কি জান পৃথিবীতে খুব সুখী কোন্ লোক? তোমরা হয়ত বলিবে যাহার অনেক টাকা, গাড়ী ঘোড়া, শাল, জামিযার, সে খুব সুখে থাকে। কিছুরই অভাব নাই, কোন ভাবনা নাই, কোন ভয় নাই, যা মনে করে তাই হয়, বেশ ত! সেই রকম লোকই বড় সুখী, কেমন? এই বলিবে না? তোমাদের মধ্যে যিনি ভাল ভাল পোষাক ভাল বাসেন, তিনি যাহার গায়ে খুব ভাল পোষাক দেখিবেন তাহাকেই সুখী মনে করিবেন। যিনি আবার পীড়িত, কেবলই ব্যামো হয়, তিনি প্রায় সুস্থ সবল লোক দেখিলে তাহাকেই সুখী বলিবেন। যাঁহাকে মাষ্টার ভাল বাসে না তিনি হযত ক্লাশের ভাল ছেলে যাহারা তাহাদিগকেই সুখী মনে করিবেন। বাস্তবিক আবার একটা মজা আছে, বালকেরা মনে করে "যুবারা বেশ সুখে থাকে। কেমন! তাদের বাপ মারে না, কেমন কলেজে পড়ে, আহা! বেশ! আমরা কবে এরূপ হব!" যুবারা আবার মনে করে যে তাদের অপেক্ষা বড় যারা তারা কেমন সুখী, কেন না তাদের ত আর কারো অধীনে থাকিতে হয় না, কেমন চাকরি বাকরি করিতেছে, যা ইচ্ছা করিতেছে, বেশ! আবার বুড়োরা চিরকাল বলে, "আহা! বাল্যকালে কি সুখের দিনই গিয়াছে? সংসারের কোন জ্বালা যন্ত্রণা ছিল না, বাবা খেতে পোরতে দিতেন। মনের আনন্দে খেলা করিযা বেড়াইতাম, সে এক দিনই গেছে।" আমি এক জন ছেলেকে চিনি যে বাটরেবালিদের পর্য্যন্ত হিংসা করে "আহা! ওরা কি সুখী, ওদের পড়া কর্ত্তে হয় না, কেবল দিন রাত্রি খেলা করে, বাঃ!"

এ দিকে আবার যিনি খুব ধনী তিনি বলেন "যদি গরিব হ'তাম তা হলে এত ঝঞ্ঝাট থাকিত না, মিছা মিছি কেবল হাজার হাঙ্গামায় রাত পোহাতে হোত না। বাবা রে! রাত্রে ঘুম হয় না, পাছে টাকা চুরি যায়, আর কত যে ভাবনা, কত যে মান সম্ভ্রমের চিন্তা, কত যে বিপদের আশঙ্কা, এর চাইতে গরিব দুঃখী হইয়া পাতার কুঁড়েতেও সুখী হওয়া যায়।" গরিব যিনি তিনি আবার ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলেন, দুঃখ সহিতে পারেন না, ক্ষুধায় অন্ন যোটে না, শীতে কাপড় পান না, নানা কষ্টে শরীর মৃত প্রায়— কেবল বিধাতাকে নিন্দা করেন।

জগৎ শুদ্ধ লোকের ত এই দশা। কেহই আর আপনার অবস্থাতে সুখী বোধ করেন না, সকলেই পরস্পরের অবস্থাকে সুখের মনে করে। একি আশ্চর্য্য ভাই! তবে কি সুখ কোথাও নাই? আবার সুখ সব অবস্থাতেই আছে! হাঁ বাস্তবিকই তাই। সুখ মনে, সুখ সন্তোষে, সুখ নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। নিজে যদি মনে করি আমি পরম সুখী, তবে ঘোর দারিদ্র্যে, খুব কষ্টেও আমি সুখী

হইব। নহিলে সংসারে সুখ নাই। হাজার সুখের জিনিষ থাকুক, আর তার সঙ্গে যদি একটু অসুখের কারণ থাকে,—এক ফোঁটা, এক তিলমাত্র—অমনি আমার সব সুখ গেল। লাখ্ টাকার মধ্যে, ধুম ধাম আমোদের মধ্যে, এক শতটা গাড়ী ঘোড়ার মধ্যে হয়ত আমার একটু রোগ আছে, কাজেই আমি সুখী নই,—অমি বলি "আহা যদি এই রোগটা যায় আর আমাকে ফকির হইতে হয় তাতেও আমি সুখী।" গেল আমার রোগ, ফকির হলাম, তখন আবার বাবুর কথা বদলে যাবে। "আহা! এ আমার কি হ'লো! একটু খানি অসুখ ছিল বৈত নয়, তাও কত ডাক্তারের কত ঔষধ দিতাম, কিন্তু তা ছাড়া কত সুখে ছিলাম, এখন আমার দুঃখ দেখে কে। হায়! হায়! আমার কি হোলো?" এই রকম স্বভাব যে সকল লোকের, "সুখ সুখ" করে যারা হাহাকার করে তাহারা সুখী হয় না। তবে কে হয়?—

যে শান্ত মনে পরম পিতা পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, সুখে দুঃখে, ভালতে মন্দতে, কোন সময়েই যে মনে করে না "আমি দুঃখী," কেন না, ঈশ্বর তাহার অপেক্ষা অনেক জানেন, কোন্ অবস্থা তাহার ভাল, তাহা তিনি বেশ জানেন, জানিয়াও যখন তিনি ঐ দশায় তাহাকে রাখিয়াছেন তখন উহাই তাহার সুখের অবস্থা। এই ভাবিয়া যে প্রতি দিন সেই মঙ্গলময় দেবতাকে ধন্যবাদ দিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য প্রতিপালন করিয়া দিন কাটায়, বাস্তবিক সেই যথার্থ সুখী, তা না হ'লে জগতে কোথাও সুখ নাই।

ছোট ছোট ভাই বোন্! তোমার যদি সুখী হবার ইচ্ছা কর, তবে এই রকমে পরম ধন ধর্ম্ম ও সন্তোষের বলে সুখী হইতে চেষ্টা কর, তা না করিলে আর কোথাও সুখ পাবেনা, কেবল "হা সুখ যো সুখ" ক'রে ক'রে,—দুঃখ ভোগেই জীবন কাটিয়া যাইবে।

অভয়ের সুশিক্ষা।

ভয়, রমণী, বিজয়, যোগীন, প্যারী প্রভৃতি অনেকগুলি বালক এক সঙ্গে খেলা করে, খুব ভাব। রোজ বিকালে বাবুদের বাগানে খেলা ধুলা, কুস্তি, জীমন্যাষ্টিক প্রভৃতি করে, গায়ে বেশ জোর আছে; মনেও খুব ভরসা। অভয় বড় মানুষের ছেলে, তার খুব রাগ বেশী, মন বড় চঞ্চল। আজ এক কথা বলে কাল তা বদলে যায়, মতের একটুও ঠিক নাই। মনে মনে একটু অহঙ্কার আছে "আমি বড় মানুষের ছেলে আমার গায়ে এত জোর!" ক্রমে আরও একটি অহঙ্কারের কারণ যুটিল। তাহাদের একটি ছোট সভা আছে, তাহাতে অভয় একজন প্রধান, সে জানে যে সে একজন সৎ ও ধার্ম্মিক বালক! অহঙ্কার যে মানুষের কি সর্ব্বনাশ করে তাহা একবার দেখাইব।

একদিন একজন হিন্দুস্থানী দরওয়ান ছেলেদের সব কি গালাগালি দেয়, তারা এসে সকলের কাছে নালিশ করে। ছোট লোক দরওয়ান বৈত নয়! তাকে কি সব বলেছে, সে চড়া-মেজাজ, বেশ কোরে গাল দিয়েছে। তা তার মনিবকে বলিয়া দিলেই ঠিক হইত, তাহা না করিয়া বোকা বালক বাবুদের বুদ্ধিতে স্থির হইল দরওয়ান বেটাকে মারিতে হইবে। এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমরা বড়লোক, আমরা কুস্তিটুস্তি করি, আমাদের কিনা গালি দিয়া যাইবে? তার কিছু সাজা হবে না? রমণী ত রাগে একেবারে উন্মত্ত! যেমন ডালকুত্তা গর্জ্জায় এমনি ফুলিতে লাগিল, সমস্ত দিন খেলে না, রাগে একেবারে জ্ঞানহীন!! তার রাগ দেখিয়া ও একজন লোককে মারিবার সুযোগ পাইয়া দুরন্ত ছেলেদের মহা আহ্লাদ। বিজয় ত মহা উৎসাহী। সব প্রস্তুত, ঠিক ঠাক। সন্ধ্যার সময় যখন দরওয়ানটা রাস্তা দিয়া যাবে তখন মারা হইবে।

দু এক জন শান্ত স্বভাব বালক বারণ করিলে বিজয় বাবু বলিয়া উঠিলেন—"কি ভীরু!! ছি ছি!' আমাদের এক সঙ্গে যিনি যিনি না থাকিবেন তাহাদের লইয়া আর আমরা খেলিব না, আর তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিব না।" কাজেই সকলে একত্রে যুটিয়া দরওয়ানটীকে লাঠি মারিয়া মাথা ফাটাইয়া দেওয়া হইল। পরে সকলে প্রস্থান!! সেদিন বাবুদের রোক্ কি? তেজে ধরণী ফাটিতেছে। অভয়ের ও বিজয়েরই উদ্যোগ বেশী। বিজয়ই লাঠি যোগাড় করিয়া দিল আর অভয়ই সজোরে মাথা ফাটাইলেন। ধন্য বীরত্ব! খুব বাহাদুর!!

দরওয়ান ত নালিশ করিল। এইবার আমার ইচ্ছা করিতেছে, পাঠক পাঠিকাগণ একবার দেখিতেন যদি, ছেলেমহলে কি রকম মজা হইতে লাগিল!! সে কথা আর কি বলিব? প্রধান চাঁই অভয় ত ভয়ে আকুল। আহার নিদ্রা বন্ধ, কেবলই দিন রাত ঐ ভাবনা। কি হবে? কেহ বলিল তাহার জেলে যাইতে হইবে, কেহ বলিল তাহারা বেশী দাবী দিবে, হয়ত দ্বীপান্তরিত হইতে হবে, কেহ বলিতেছে "নানা! ঘা কতক বেত।" কেহবা বলিল জরিমানা। মহা দুর্ভাবনা। অভয় রমণী ও যোগীন এই তিন জনকে চিনিতে পারিয়া আসামী করিয়াছিল। ইহাদের পক্ষের লোকেরা যুক্তি করিয়া স্থির করিল যে "সটান মিথ্যা কথা বলিয়া সমস্ত উড়াইয়া দিতে হইবে, নইলে রক্ষা নাই।" সেও মহা বিপদ। অভয়ের বিপদের সীমা নাই, উভয় সঙ্কট। সত্য বলিলে মেয়াদ হইবে। মিথ্যা বলিলেও সভায় বন্ধুগণের কাছে অপমান। মহা বিপদ! অভয় ত মৃতপ্রায়। শেষ নিরুপায় হইয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল। তাহাও হইল না। আহা! সেই অহঙ্কার কোথা? পাঠক পাঠিকা তোমাদের হাসি পাচ্ছে না? আমার ত পাচ্ছে। সেই বুক ফোলান কোথা? সেই সত্য কথার গর্ব্ব কোথা? সেই ধন ও বলের গর্ব্ব এখন চূর্ণ। এক-জন সামান্য দরওয়ানকে মারিয়া জেল!! কি লজ্জা! কি ঘৃণা!! অভয় যে কতবার নাক কান মলিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় ১০০ বার হবে! হাঃ! হাঃ!! হাঃ!!! কেমন মজা! ঈশ্বর এই রকমেই অহঙ্কারীকে শাস্তি দেন।

আবার এক আশ্চর্য্য দেখ। এক দল ছেলেতে মারিল। তার পর যাকে জিজ্ঞাসা করা যায় সেই বলে "আমিত ছিলাম না। হ্যাঁ! আমাকেও বুঝি জড়াইবে?" যে বিজয় সে রূপ তেজের সঙ্গে বলিয়াছিল "যে আমাদের সঙ্গে যোগ না দেবে তার সঙ্গে কথা কহিব না," যে বিজয়ই অভয়ের হাতে লাঠি তুলিয়া দিল, যে বিজয় শত শত গালাগাল ও কটূক্তি করিয়া দরওয়ানকে চটাইয়া দিল—সেই "পালের গোদা" বিজয়ই এখন আবার গম্ভীর ভাবে বলিতেছেন "যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল, মার্‌লে অভয়, সাজা পাবেই ত!! অভয় বড় গোঁয়ার, নির্ব্বোধ, ইত্যাদি।" এম্‌নি কালই বটে! যাহোক্ বিজয়, তোমাকে খুব চেনা গেল। তুমিই না লাঠি বাড়াইয়া দিয়াছিলে আর সেই "কথা কবোনা" বলে ছিলে? এমনি বন্ধুই বটে? বিপদের অংশ কেহই লইতে চাহে না। বেশ, বেশ!

মকদ্দমার দিন আসিল। সমস্ত ঠিক ঠাক। মিথ্যা কথা বলিয়া সব উড়াইয়া দেওয়া হইবে। বিচার হইতেছে। যোগীন ও রমণী সমস্ত মিথ্যা বলিয়াছে। কিন্তু মিছা কথা কতক্ষণ থাকে? উকীলের জিজ্ঞাসার মুখে সব সত্য প্রকাশ হইয়া গেল। সাহেব রাগে পেন্সিল মুখে দিয়া কামড়াইতে লাগিলেন। অভয়ের এইবার বলিবার পালা আসিল। অভয় দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিল। একটীও মিথ্যা কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সমস্ত সত্য বলিয়া বালক কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল "সাহেব, আমি অপরাধ বাস্তবিক করিয়াছি, আমাকে আজ দশ দিন ধরিয়া মিথ্যা শিখাইতেছে, কিন্তু একবার

অপরাধ করিয়া আবার আর একটী বড় দোষে উহা ঢাকিবার চেষ্টা করিতে আমি পারিলাম না। আমি বড় অহঙ্কারী ছিলাম। আমার সাজা হওয়াই উচিত। আপনার বিচারে যাহা হয় তাহাই আজ্ঞা করুন। আমার মনের ভিতর এ কয়দিন যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা অপেক্ষা জেলের কষ্ট হাজার গুণে ভাল।" এই বলিতে বলিতে চাদরে চক্ষু রাখিয়া খুব কাঁদিতে লাগিল। আদালত শুদ্ধ লোক বালকের সরলতা, সত্য কথা বলিতে সাহস, মিথ্যা বলাতে ঘৃণা ও দোষের পর অনুতাপ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল। অনেকের চক্ষে জলও আসিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবেরও ক্রোধ দূর হইল।

অবশেষে তিনি এই হুকুম করিলেন যে "রমণী ও যোগীন যে মিথ্যা কথা বলিয়াছে তাহা তাদের দোষ নয়, সে কেবল তাহাদের কর্ত্তাদের দোষ। সুতরাং আমি তাহাদিগকে বেত বা জেল দিব না, কিন্তু মিথ্যা বলা যে দোষ ইহা শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদের ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা হইল। আর অভয় বিনা শাস্তিতে মুক্তি পাইল, আমার বিশ্বাস যে সে আর কখন এরূপ অন্যায় কার্য্য করিবে না।"

অভয় উত্তম শিক্ষা পাইল। সে ভাল হইয়া গেল। সে শিখিল যে—

(১ম) কোন বিষয়েই অহঙ্কার করা উচিত নয়।

(২য়) মানুষ যতই গরিব হউক, দরওয়ানই হউক আর যেই হউক, তাহাকে বিনা দোষে বা অল্প দোষে মারা উচিত নয়। মানুষ সবই সমান।

(৩য়) যে কোন মন্দ বিষয়ে সহায় হয় সে কখন বন্ধু নহে, বিপদের সময়ে সে নিশ্চিতই ফেলিয়া পলাইবে।

(৪র্থ) দোষ করিলেই তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

(৫ম) একটী দোষ করিয়া তাহা ঢাকিবার জন্য মিথ্যা কথা কহিলে বাঁচা যায় না, বরং বিপরীত হয়। কেননা ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা কথা থাকে না। ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে। কখনও মিছা কথা কওয়া উচিত নয়।

(৬ষ্ঠ) পাপের জন্য যে অনুতাপ হয়, শরীরের শাস্তি তাহার কাছে কিছুই নয়।

(৭ম) ধর্ম্মের দিকে যাহার দৃষ্টি জগতের সমস্ত লোক তাহার সহায় হয়।

নববর্ষের নূতন গল্প।

রেন্দ্র বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে। এখন তাহার বয়স এগারো বারো বৎসর হইবে। মরিবার সময় নরেন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রকে চন্দ্রনাথ বাবু নামক কোন আত্মীয়ের নিকট রাখিয়া যান, ইঁহার নিজের ছেলেমেয়ে ছিল না, নরেন্দ্রকে পাইয়া তিনি অতি যত্নে তাহাকে মানুষ করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া নরেন্দ্র প্রথমতঃ মনোযোগের সহিত লেখা পড়া করিতে লাগিল, কিন্তু এ অবস্থা চিরদিন থাকিল না। নরেন্দ্র মন্দ বালকদিগের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করিল, কুসঙ্গে পড়িয়া দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল, লেখা পড়ায় অমনোযোগ হইল; ক্রমে শিক্ষকের অবাধ্য হইয়া উঠিল, দুষ্ট বালকদিগের সহিত মিশিয়া সর্ব্বদাই খেলা করিয়া বেড়াইত, কাহারই কথা শুনিতনা। কিন্তু এ সমস্ত দোষ সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথের একটি গুণ ছিল,—সে চন্দ্রনাথ বাবুকে বেশ ভালবাসিত এবং প্রায়ই তাঁহার অবাধ্য হইতনা। একদিন চন্দ্রনাথ বাবু শুনিতে পাইলেন যে নরেন্দ্র কতকগুলি দুষ্ট বালকের সঙ্গে মিলিয়া অন্য কতকগুলি বালকের সহিত মারামারি করিয়াছে, এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক এই জন্য গালাগালি দেওয়াতে নরেন্দ্র শিক্ষককে অমান্য করিয়া

বিদ্যালয হইতে চলিয়া আসিয়াছে! চন্দ্রনাথ বাবু ইহাতে যারপর নাই দুঃখিত হইলেন, যাহার পিতা অত্যন্ত সৎ এবং ধার্ম্মিক ছিলেন তাঁহার সন্তান এরূপ হইল দেখিযা তিনি মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। তিনি নবেন্দ্রকে ডাকিযা অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন, বলিলেন "নবেন্দ্র! তোমার ব্যবহার দেখিযা আমি অতিশয় দুঃখিত হইযাছি, তোমার পিতামাতা তোমাকে আমার কাছে রাখিয়া গিযাছেন, আমি তোমাকে সন্তানের ন্যায প্রতিপালন করিতেছি, তোমাকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেছি, যাহাতে তুমি তোমার ধার্ম্মিক পিতার ন্যায হইতে পার তার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার সমস্ত যত্ন ও চেষ্টা মাটী হইয়া যাইতেছে, তুমি দিন দিন খারাপ হইতেছ, তোমার পিতার নাম ডুবাইতে চলিযাছ. ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয।" পূর্ব্বেই বলিযাছি নবেন্দ্র চন্দ্রনাথ বাবুকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত, কাজেই সে মাথা হেঁট করিয়া এ সমস্ত শুনিল, তাহার চক্ষে জল আসিল, নবেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গিয়া শয়ন করিল। আজ পাঁচ ছয় বৎসর হইল নবেন্দ্র বাপ মাকে হারাইযাছে, সে এক প্রকার তাহাদিগকে ভুলিযা গিযাছিল, কিন্তু আজ চন্দ্রনাথ বাবুর তিরস্কারে পিতামাতার কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, সে নানা প্রকার চিন্তায় একেবারে ডুবিযা পড়িল, অবশেষে 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই ভাবে অনেক রাত্রি হইল, নরেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে অবশেষে ঘুমাইযা পড়িল। নিদ্রাযোগে নরেন্দ্র এক চমৎকার স্বপ্ন দেখিল;—দেখিল যেন অতি উজ্জ্বল আলোকে চারিদিক আলোকিত হইয়াছে, প্রথমতঃ সে আলোকের দিকে সে চাহিতে পারিলনা, কিন্তু কিছুকাল পরে দেখিল, একজন সুন্দর পুরুষ আকাশ হইতে ধীরে ধীরে আহার দিকে উড়িয়া উড়িয়া নামিয়া আসিতেছেন, নরেন্দ্র দেখিয়া ভীত অথচ আশ্চর্য্য হইল; ক্রমে সেই পুরুষ নরেন্দ্রনাথের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, নবেন্দ্র ফ্যাল ফ্যাল করিযা তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন সেই পুরুষ বলিলেন "নবেন্দ্র! তুমি কাঁদিতেছিলে কেন?" নবেন্দ্র সেই স্বর্গীয় পুরুষের মুখে নিজের নাম শুনিযা অবাক্ হইল, পরে বলিল "আমি আমার পিতার জন্য কাঁদিতেছিলাম। আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে একবার তাঁহার নিকট যাই এবং তাঁহাকে দেখি।" তখন সেই পুরুষ বলিলেন "নবেন্দ্র! আমি তোমাকে যে কার্য্য করিতে বলিব, যদি তুমি তাহা করিবেই করিবে এরূপ প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে তোমাকে তোমার পিতার নিকট লইযা যাইতে পারি।" নবেন্দ্র পিতার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছিল, সে তখনই এই কথাতে সম্মত হইল। তখন সেই পুরুষ নবেন্দ্রকে এক মনোহর বাগানে লইযা গেলেন, নবেন্দ্র দেখিল বাগানটি অতি সুন্দর, নানা প্রকার সুন্দর বৃক্ষ লতার বাহারে পোরা, কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিযা রহিযাছে, কোথাও ফলের ভরে গাছগুলি নোযাইযা পড়িযাছে, কোথাও বা ঝরণা হইতে জল উঠিযা মিষ্ট শব্দে চারিদিক পূর্ণ করিতেছে, কোথাও পাখীরা সুমিষ্ট গানে চারিদিক আমোদিত করিযা তুলিযাছে, নবেন্দ্র সে মনোহর শোভা দেখিযা মোহিত হইল। তখন সেই স্বর্গীয় পুরুষ নবেন্দ্রকে সেই উদ্যানের মধ্যের একটি সুন্দর সাজান গৃহে লইয়া গেলেন, এবং বলিলেন "নবেন্দ্র! এই ঘর তোমারই জন্য, এই ঘরে দাস দাসী রহিয়াছে তাহারা তোমার কথা শুনিযা চলিবে, এই উদ্যানমধ্যে যেখানে ইচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইতে পার—ইহা তোমারই জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।" স্বর্গীয় পুরুষ পুনরায় আর এক স্থানে নবেন্দ্রকে লইয়া গেলেন; নরেন্দ্র দেখিল একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ফুটন্ত পদ্মে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, স্বর্গীয় পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবেন্দ্র! কি দেখিতেছ?" নরেন্দ্র বলিল "হাজার হাজার সুকোমল পদ্ম ফুটিয়া রহি-

যাছে, তাহাই দেখিতেছি।' তখন আবার প্রশ্ন হইল "আর কি দেখিতেছ?" নরেন্দ্র দেখিল এক একটী পদ্মের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা গাছ রহিয়াছে,—বলিল "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটাগাছ।" স্বর্গীয় পুরুষ বলিলেন "এই ফুলগুলি তোমার পিতার অতি প্রিয়, এই পদ্ম গুলিকে তিনি বড় ভালবাসেন, ঐ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টক বৃক্ষগুলি দেখিতেছ, উহারা ঐ পদ্মগুলির মহাশত্রু। কণ্টকবৃক্ষ গুলিকে যদি নষ্ট করিয়া ফেলা না হয় তাহা হইলে শীঘ্রই বর্দ্ধিত হইয়া সমুদায় পদ্ম গুলি নষ্ট করিয়া ফেলিবে; পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই পদ্মগুলি তোমার পিতার অতি প্রিয়, এগুলি নষ্ট হইলে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইবে, অতএব প্রত্যহ তুমি এক একটি কণ্টক তুলিয়া ফেলিবে, দেখিও যেন এগুলি বর্দ্ধিত হইয়া পদ্মগুলি নষ্ট না করে। ইহাতে কখনও অবহেলা করিও না, তুমি কার্য্যে নিযুক্ত থাক, সময় হইলে আমি আসিয়া তোমাকে তোমার পিতার নিকট লইয়া যাইব।" নরেন্দ্র সম্মত হইল; তখন সেই পুরুষ বলিলেন "সম্মুখে চাহিয়া দেখ!" নরেন্দ্র দেখিল কিছু দূরে অতি উজ্জ্বল সোনার দরজা, ফিরিয়া দেখিল সেই স্বর্গীয় পুরুষ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। নরেন্দ্র খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে সেই গৃহে ফিরিয়া আসিল। নরেন্দ্র প্রত্যহ এক একটি কণ্টক বৃক্ষ তুলিয়া ফেলিত এবং সেই বাগানের মধ্যে আপনার মনের আনন্দে দিন কাটাইত। এইরূপে কয়েক দিন গেল। একদিন নরেন্দ্র দেখিল যে সম্মুখে বৃক্ষ ডালে একটি অতি সুন্দর পক্ষী বসিয়া গান করিতেছে, বড় ইচ্ছা হইল পক্ষীটিকে ধরিয়া আনে। ধরিবার জন্য সে বৃক্ষে উঠিতে লাগিল, কিন্তু কতকদূর উঠিতেই পাখীটি উড়িয়া আর এক বৃক্ষে গিয়া বসিল: নরেন্দ্র আবার সেই বৃক্ষে উঠিতে গেল, পক্ষীও আর এক বৃক্ষে উড়িয়া গেল। এই রূপে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে নরেন্দ্র পক্ষী ধরিবার চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিল; অবশেষ পক্ষী উড়িয়া কোন্ দিকে চলিয়া গেল, নরেন্দ্র আর দেখিতে পাইল না। অতিশয় ক্লান্ত হইয়া নরেন্দ্র এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল তখন তাহার মনে হইল যে সে দিন কণ্টকবৃক্ষ তোলা হয় নাই। ভাবিল অদ্য বড় ক্লান্ত হইয়াছি, কল্য একেবারে দুইটি বৃক্ষ তুলিব তাহা হইলেই হইবে। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিল পূর্ব্বদিনের শ্রমের জন্য শরীর বড় অসুস্থ হইয়াছে, তখন মনে করিল আজ অসুখ বোধ করিতেছি, আজ থাক, কাল অনেকগুলি তুলিয়া ফেলিব। দিনের পর দিন আসে, এদিকে নরেন্দ্রেরও এক একটি বাধা উপস্থিত হইয়া কার্য্য বন্ধ থাকে। এই রূপে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই কার্য্যে অবহেলা হইতে লাগিল, অবশেষে একদিন দেখিল সেই ক্ষুদ্র কণ্টক বৃক্ষগুলি বর্দ্ধিত হইয়া চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে, এখন আর সে গুলি ছোট নয়, বড় বড় বৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, সুন্দর পদ্মফুল গুলি শুকাইয়া গিয়াছে, সে পূর্ব্বেকার আর সে শোভা নাই। দেখিয়া তাহার মনে বড়ই ভয় হইল। মনে ভাবিতে লাগিল আমি কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি, পিতার প্রিয় জিনিষগুলি অমনোযোগে করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার প্রিয় পদ্মগুলি একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। কণ্টক বৃক্ষগুলি বাড়িয়া চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে, এখন আমি কি উপায় করিব, ক্ষুদ্র থাকিতে যদি তুলিয়া ফেলিতাম তাহাহইলে এ গুলি এত বড় হইতে পারিত না। এত বড় বৃক্ষ কেমন করিয়া তুলিয়া ফেলিব, হায়! আমি কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি! এইরূপ দুঃখ করিতে করিতে নরেন্দ্র কাঁদিতে লাগিল। তখন দেখিল তাহার সম্মুখে সেই স্বর্গীয় পুরুষ এক ধারাল কুঠার হস্তে উপস্থিত, দেখিয়া তাহার প্রাণ কাঁপিয়া গেল, তাহার মুখ একেবারে শুকাইয়া গেল; নরেন্দ্র ভাবিল পিতার কথা শুনি নাই, সেই জন্য বুঝি আমায় মারিয়া ফেলিবে। এখনই বুঝি এই কুঠার দ্বারা আমার শরীরটা দুখণ্ড করিয়া ফেলিবে; এইরূপ ভাবিতেছে,

তখন সেই পুরুষ গম্ভীর স্বরে বলিলেন "নরেন্দ্র! তোমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর, ভাবিয়া দেখ তুমি কি ভয়ানক অপরাধ করিয়াছ, তোমার পিতার অতি প্রিয় পদার্থগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ, এই কন্টক বৃক্ষগুলি ক্ষুদ্র থাকিতে তুলিয়া ফেলিলে এত বড় বৃক্ষ হইতে পারিত না এবং এই সুন্দর পদ্মবন একেবারে ছারখার হইয়া যাইত না, আর দেখদেখি সেই স্বর্ণময় দ্বার আর দেখিতে পাও কি না।" নরেন্দ্র সভয়ে দেখিল আর সে দ্বার দেখা যাইতেছে না, চারিদিকে কন্টকবৃক্ষ মাথা তুলিয়া অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার প্রাণ কম্পিত হইতে লাগিল, সে মাথা হেঁট করিয়া ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিল। তখন সেই পুরুষ বলিলেন "নরেন্দ্র! এখনও আশা আছে, এখনও যত্ন করিলে তোমার পিতাকে খুসী করিতে পার, এবং তাহার নিকটে যাইতে পার।" আশার কথা শুনিয়া নরেন্দ্র এক দৃষ্টে সেই পুরুষের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি বলিলেন "এই লও, এই কুঠার লইয়া এই বনের মধ্যে যাও, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া এক একটি করিয়া বৃক্ষ কাটিতে থাক, যেদিন তোমার এই কার্য্য শেষ হইবে সেই দিন তোমাকে তোমার পিতার নিকট লইয়া যাইব।" নরেন্দ্র আশান্বিত হইয়া উৎসাহের সহিত কুঠার হস্তে লইল। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইল। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে লাগিল। অবশেষে সেই শুভদিন উপস্থিত হইল। পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদিত হইয়াছে, চারিদিক যেন সোণার রঙে চিত্রিত, পক্ষীগণ সুমিষ্ট স্বরে গান করিতেছে, বৃক্ষ লতা ফল ফুলে শোভা পাইতেছে, এমন সময়ে নরেন্দ্রনাথের কার্য্য শেষ হইল, সেই সরোবর আবার সহস্র পদ্মে পূর্ণ হইয়া গেল, আবার পূর্ব্বের শোভা ধারণ করিল, নরেন্দ্র আবার সেই স্বর্ণময় দ্বার দেখিতে পাইল। হাসিতে হাসিতে সেই স্বর্গীয় পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, নরেন্দ্রনাথের হস্ত হইতে কুঠার গ্রহণ করিলেন, সযতনে তাহাকে দুটি ডানা পরাইয়া দিলেন। তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন "নরেন্দ্র! তবে চল তোমার পিতার কাছে যাই।" এই বলিয়া সেই স্বর্গীয় পুরুষ আকাশ-পথে সেই স্বর্ণময় দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নরেন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে শূন্য পথে চলিতে লাগিল। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া সেই পুরুষ দ্বারে হাত দিলেন, দ্বার খুলিয়া গেল, নরেন্দ্র দেখিল এক সুন্দর দেশ, সেখানে চিরসুখ বিরাজ করিতেছে, চতুর্দ্দিক শোভাময়, সেখানে বিবাদ কলহের চিহ্ন মাত্র নাই, নরেন্দ্র সেই স্বর্গীয় পুরুষের সঙ্গে যতই যাইতে লাগিল ততই আনন্দ উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ এক আশ্চর্য্য এবং অত্যুজ্জ্বল আলোক তাহার চক্ষে পড়িল।

এমন সময় নরেন্দ্রনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল, চক্ষু মেলিয়া দেখিল আকাশে সূর্য্য উঠিয়াছে। জানালা দিয়া সূর্য্যের কিরণ তাহার চক্ষে আসিয়া পড়িতেছে। নরেন্দ্র শয্যা হইতে উঠিয়া পূর্ব্বরাত্রের আশ্চর্য্য স্বপ্ন ভাবিতে ভাবিতে চন্দ্রনাথ বাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল, তাঁহার নিকটে সমস্ত ঘটনা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ইহার অর্থ কি?" চন্দ্রনাথ বাবু অবাক্ হইয়া নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে খানিকক্ষণ মনস্থির করিয়া বলিলেন "নরেন্দ্র! অতি সুস্বপ্ন দেখিয়াছ, স্বপ্নটি অতি গভীর উপদেশে পূর্ণ, ইহা তোমার জীবনের একটি বড় সুখের ঘটনা বলিতে হইবে; এই স্বপ্নে যে গভীর উপদেশ রহিয়াছে তাহার মত কার্য্য করিলে চিরকাল সুখী হইতে পারিবে, ঈশ্বর তোমার প্রতি সদয় হইয়াছেন।" চন্দ্রনাথ বাবু বলিতে লাগিলেন "দেখ নরেন্দ্র! সেই যে স্বর্গীয় পুরুষ দেখিয়াছ, উহা বিবেক অর্থাৎ আমাদের ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া কাজ করিবার শক্তি, মানুষ যখন অসৎ পথে যায়, পাপ কার্য্য করে তখন এই স্বর্গীয় পুরুষ মানুষকে সেই পথ হইতে ফিরাইয়া আনে এবং সৎপথে লইয়া

যায়, মানুষ যখন এই পুরুষের কথা না শুনে তখন নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু ইহার বাধ্য হইয়া থাকিলে ইহার সৎপরামর্শ শুনিলে, মানুষকে স্বর্গের দিকে লইয়া যায়,—ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়। সেই যে মনোহর বাগানটী দেখিয়াছ উহা মানুষের মন, তাহাতে যে সমস্ত সুন্দর ফুল এবং মনোহর ফুটন্ত পদ্ম দেখিয়াছ, সেগুলি আমাদের মনের সদ্‌গুণ, এই গুলি ঈশ্বরের অতি প্রিয়, আর সেই যে কাঁটাগাছ দেখিয়াছ, সে গুলি পাপ এবং খারাপ প্রবৃত্তি, এই গুলি বাড়িয়া উঠিলে সমস্ত সদ্‌গুণ, ভাল ভাব, ও পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়, মনুষ্যের মনের বাগান বিশ্রী হইয়া যায়, পাপ ও খারাপ ভাব সকল বর্দ্ধিত হইয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলে, মানুষ আর স্বর্গের দ্বার দেখিতে পায় না, ধর্ম্মের রাজ্য হইতে দূরে পড়িয়া থাকে। নরেন্দ্র! এই গভীর উপদেশ সর্ব্বদা মনে রাখিও, জীবনে কখনও ইহা ভুলিও না।"

নরেন্দ্র সমস্ত ধীর ভাবে শুনিল, সেই দিন হইতে এই অমূল্য উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল, এবং জীবনে সুখী হইল। পাঠক পাঠিকা! আমাদের গল্প শেষ হইল, ইহাতে যে গভীর উপদেশ রহিয়াছে তোমরাও তাহা কখনও ভুলিও না, জীবনে এই অমূল্য উপদেশ অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিও, তোমরাও সুখী হইবে।

সহজে কি বড় লোক হওয়া যায়?

পঞ্চম অধ্যায়।

কর্ত্তার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈ—আসিতে বড় বেশী দেরী হইল না। যায়গাটা দেখিতে বড় সুন্দর; একটী ছোট পাহাড়, তার উপরে তীর্থ স্থান। পাথরের গায় সিঁড়ি কাটা আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। অনেকগুলি সিঁড়ি উঠিতে অনেকক্ষণ লাগে। আমি উঠিতে উঠিতে তিনবার বিশ্রাম করিলাম। প্রথমেই যাহাকে দেখিলাম তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম "যাত্রীরা কোথায় থাকে?" সে বলিল যাত্রীদের থাকিবার ভাল যায়গা নাই; প্রায় সকলেই পাণ্ডাদের বাড়ীতে থাকে। উপরে যে দেবতার মন্দির সেই মন্দিরের পুরোহিতদের নাম পাণ্ডা। পাণ্ডা খুঁজিতে অধিকক্ষণ ঘুরিতে হইল না। প্রথম যে পাণ্ডা আমাকে দেখিল সেই হাত ধরিয়া টানিয়া আমাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল।

পাণ্ডার বাড়ী দুদিন থাকিয়াই বুঝিতে পারিলাম সে বিষয়টা তত সুবিধাজনক নহে। আমি যে সময়ে গিয়াছি সে সময়ে যাত্রীরা প্রায়ই আসে না। সঙ্গী পাইতে হইলে আরো তিন মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। তিন মাসের তো কথাই নাই, পাণ্ডা মহাশয় যেরূপ করিলেন তাহাতে তৃতীয় দিনেই আমাকে পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিতে হইল। তৃতীয় দিন সকালে পাণ্ডা আসিয়া বলিলেন—"দেখবি? চল্"। আমি চলিলাম। অনেক জিনিষ দেখা হইল। শেষে এক যায়গায় গেলাম; সেটী একটী বড় মন্দির। মধ্যে গহ্বর, গহ্বরের নীচে ছোট একটী ঝরণার মত। পাণ্ডা বলিল "এখানে পূজা করিতে হইবে।" কত লাগিবে তাহারও হিসাব দেওয়া হইল। আমি দেখিলাম, তাহলে আমার বাড়ী যাওয়া হয় না। আমি বলিলাম "আমি ছেলে মানুষ পূজা কি করিব?" পাণ্ডা চটিয়া গেল; সে দিন হইতে আর আমাকে তাহার বাড়ীতে থাকিবার যায়গা দিল না। অগত্যা আমায় সেখান হইতে প্রস্থান করিতে হইল। কিছুদূর গেলেই কতক গুলি ছোট ছোট ছেলে আসিয়া—"পয়সা" "পয়সা" করিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। আমি কোন মতেই পয়সা দিতে চাহিলাম না। তাহারা

ক্ষেপিল। কেহ গাল দেয়,কেহ কাপড় ধরিয়া টানে, কেহ দূর হইতে ছোট ছোট ঢিল ছুড়িয়া ফেলে। আমার মাথা গরম হইয়া গেল। কাছে এক খানা ছোট কাঠ পড়িয়াছিল, রাগের চোটে তাহাই হাতে করিয়া লইয়া ছেলেগুলোকে তাড়া করিলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলে অদৃশ্য হইল। আমার যেন ভূত ছাড়িল। সেখান হইতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পাহাড়ের প্রায় অর্দ্ধেক পথ আসিয়া পড়িলাম। তখন মনে হইল, জুতা যোড়াটী ফেলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ২৫ মিনিটের মধ্যে পাহাড় সম্বন্ধে যে টুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে মনে ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হইতে লাগিল। আমি জুতার আশা পরিত্যাগ করিলাম। চলিবার সময় সর্ব্বদাই চটি যোড়াটী পুটলিতে বাঁধিয়া লইয়া যাইতাম, এক্ষণে তাহাই খুলিয়া লইলাম।

পাহাড়ের নীচে নামিতে নামিতে অনেক বেলা হইল। একটু একটু করিয়া ক্ষুধা বাড়িতে লাগিল। কোন দোকানে যাইতে হইলে অন্ততঃ এক প্রহর চলিতে হইবে; সেই রোদে আর এক ঘণ্টা চলাই অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। পথের ধারে দু একটী গাছ দেখিলে ইচ্ছা হয় যেন সেই খানেই শুইয়া পড়ি। কিন্তু একদিকে তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া যাইতেছে এবং অন্য দিকে ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। কি করিব কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া পথের ধারে একটী বাড়ী খুঁজিয়া লইলাম। বাড়ীতে উঠিয়া একটা বড় ঘরে গেলাম, সেখানে দুটী ছেলে বসিয়া আছে। আমি তাহাদের নিকটে আমার ক্ষুধার কথা জানাইলাম; তাহারা "তুই" "তুই" করিয়া আমার কথার উত্তর দিতে লাগিল। এক জন বলিল,——

"বাঙ্গালী লোক চোর আর খ্রীষ্টান; বাঙ্গালী লোককে কিছু দি না।"

"আমি ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ; চোর নই।"

"যা তুই এখান থেকে, c-r-i-p crip; d-a-s-h dash.

আমার তখন ঠাট্টার মেজাজ ছিল না। তথাপি এবপর আর হাসি থামাইতে পারিলাম না। তখন তাহাদের ধরণেই কথা কহিতে লাগিলাম:—

"ওর মানে কি হল ?"

"ও ইংরাজি। Ram is ill, I will not let him run in the sun.

বাঙ্গালি লোক চোর, যা তুই এখান থেকে।"

"তোরা ইস্কুলে পড়িস ?

এবার তাহারা কিছু যেন ভয় পাইল। বলিল—

"আমাদের মাষ্টার বড় বই পাড়ে।"

"তোদের মাষ্টারের চাইতে আমি কি কম একটা কিছু? এই দেখতো।"

আমার পুঁটলীতে যে বইগুলি ছিল তাহার মধ্যে এক খানা Lamb's Tales ও ছিল। সেই খানা এখন বাহির করিলাম।

এই বেলা একটু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তাহাদের মুখ ভঙ্গিতে বুঝা গেল যেন তাহারা মনে করিয়া গিয়াছে যে আমি একটা কিছু হইব। একজন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উঠিয়া গেল। যে রহিয়া গেল আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাহার সহিত আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা পাইতে লাগিলাম। তাহার কথায় এই বুঝা গেল যে তাহারা দু ভাই। সে ছোট। বাবা নাই, মা আছেন, ইস্কুলে পড়ে, টাকা আছে, চাকর চাকরাণী আছে। বলা বাহুল্য যে সে বাড়ীতে তখনকার জন্য আমার বিশ্রামের সংস্থান হইল।

আমার জন্য একটি ছোট ঘর নির্দ্দিষ্ট করা হইল। আমি তাহাতে যাইয়া বসিলাম। তখন সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে সুতরাং নূতন আহারের আয়োজন করা হইল। একজন আসিয়া আমাকে স্নান করিতে বলিল। আমি কাছের

একটা পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম যে জলখাবারের জন্য কতকগুলি ভিজান চা'ল আর কিছু সন্দেশ লইয়া বড় ছেলেটী আমার ঘরে বসিয়া আছে। চা'ল গুলি ভিজিয়া ঠিক ভাতের মত হইয়াছে। সেখানে খাবার সময় ঐরূপ চা'ল অনেককে খাইতে দেখিয়াছি। আমি খাইতে বসিলাম। ছেলেটী আমার কাছে বসিয়া রহিল! তাহার ভাব ভঙ্গীতে বোধ হইতে লাগিল যেন কিছু বলিতে আসিয়াছে। কিছুকাল পরেই সে আমার গায় মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। আমি কিছু চমৎকৃত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। সে বলিল——

"মা বলে দিয়েছেন আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি শাপ দিলে আমার অনিষ্ট হবে। আমি আপনাকে মন্দ কথা বলেছি।"

"তোমার উপর আমি রাগ করি নাই। তোমার কথায় আমার কিছু মাত্র অনিষ্ট হয় নাই। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করবো যেন তিনি তোমায় ভাল করেন।"

তাহাকে বুঝান কিছু কষ্টকর বোধ হইল। কিন্তু শেষটা সে যেন সুখী হইল এবং বলিল "তবে যাই মার কাছে বলি গে।"

সরোজবাসিনী ও সুশীলা।

সরোজবাসিনী বড় লোকের মেয়ে। তার বয়েস প্রায় বার বৎসর শেষ হইতে চলিল তবু স্বভাব ভাল করিতে পারিল না। এক বয়সীদের সঙ্গে বড় একটা মিল নাই, সর্ব্বদাই পাড়ার লোকদের নিন্দা—কনকের ভাল অলঙ্কার নাই, কুমুদের কাপড় বড় কম দামের, বিন্দুবাসিনীর বর্ণ কালো—এ সমুদয় কথা মুখে লেগেই আছে। ঘৃণা করিয়া অন্যান্য বালিকাদের সঙ্গে কথা কয় না, এই সকল কারণে গ্রামে যত লোক সকলেই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, অনাবিষ্ট বলিয়া বড় কেউ আদর করে না। এক বয়সী এক সঙ্গে খেলা করে না, এই জন্য সরোজ মধ্যে মধ্যে একটু দুঃখিত হইত। বালিকারা বলিত "না ভাই! তুমি বড় লোকের মেয়ে আমরা তোমার সঙ্গে খেলাবার যোগ্য নই।" নির্ব্বোধ সরোজ মনে ভাবিত উহারা যথার্থ কথাই বলিতেছে। কাহার সঙ্গে খেলা করিবে, কাহার কাছে দুটী কথা বলিবে, সময় সময় সরোজ ইহা ভাবিয়া মনে অনেক কষ্ট পাইত। ফলতঃ সরোজ সুন্দর অলঙ্কার, নূতন কাপড়—বহুমূল্য শাড়ী, উৎকৃষ্ট জামা ইত্যাদি পাইয়া মনে যেমন সুখ পাইত, তাহার প্রতি এক বয়সীদিগের কেমন এক প্রকার ভাব, গ্রামের অন্যান্য বড় লোকদিগের বিরক্তি তাহাকে আবার তেমনি লজ্জিত, এবং দুঃখিত করিত। সে ভাল পোষাক, মূল্যবান অলঙ্কার দ্বারা সুন্দর সাজ করিয়া বিকালে বেড়াইতে যাইত বটে, কিন্তু তাহার সুন্দর মুখখানিতে একবারও হাসি দেখা যাইত না। যাহার মনে আমোদ আহ্লাদ নাই সে আবার হাসিবে কি প্রকারে?

সরোজের পিতা তাহার লেখা পড়া শিক্ষার জন্য বাড়ীতেই একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, গ্রামের অন্যান্য বালিকারাও ঐ স্কুলে পড়িতে যাইত। সরোজ পড়ায় বড় মন্দ ছিল না, কিন্তু সেই শ্রেণীতেই সুশীলা নামে একটী বালিকা বড়ই চমৎকার পড়া বলিতে পারিত। সে পড়ায় যেমন সমুদায়ের উপরে থাকিত চরিত্রেও সেইরূপ সকলের প্রধান ছিল। সুশীলা পড়ায় উৎকৃষ্ট বলিয়া তাহাকে পাড়ার সকলে ভালবাসিত—প্রশংসা করিত; চরিত্রে সব চাইতে উত্তম বলিয়া সকলেই তাহাকে আদর করিত, যত্ন করিত। সুশীলা বুদ্ধিমতী বালিকা, সে বুঝিতে পারিত এ ভালবাসা তার শিক্ষার, এ আদর তার চরিত্রের। সুশীলাকে সকলই ভালবাসে, আদর করে, দেখিয়া সরোজের নিতান্ত ইচ্ছা জন্মিল তার সঙ্গে খুব

আত্মীয়তা করে। নির্ব্বোধ বালিকা এই সৎ ইচ্ছার মত কাজ করিতে গিয়া অহঙ্কারের জন্য পারিয়া উঠিল না। সে মনে করিতে লাগিল আমি এত বড় লোকের মেয়ে, আমার এত ভাল ভাল পোষাক, এত উৎকৃষ্ট অলঙ্কার, এ সমস্ত দেখিলেই সুশীলা ভুলিয়া যাইবে। সরোজ মনে মনে স্থির করিল তার যত উৎকৃষ্ট পোষাক এবং মূল্যবান অলঙ্কার আছে তা সব গায়ে জড়াইয়া সুশীলাকে অবাক্ করিয়া ফেলিবে। একদিন স্কুলের ছুটীর পর সরোজ খুব ঘটা করে সাজগোজ করিয়া সুশীলার বাড়ীতে গেল; গিয়া দেখিল সুশীলা একলা এক স্থানে বসিয়া 'সখা'র "ঠাকুর দাদার গল্প"টী পাঠ করিতেছে। ধীরে ধীরে নিকটে বসিয়া অনেক কথা-বার্ত্তার পর বলিল "সুশীলা! দেখ দেখি বোন! আমার কেমন সুন্দর পোষাক। দেখতো কেমন ভাল ভাল অলঙ্কার—এ সব অনেক দামী জিনিষ; বাবা বিদেশী কামার দ্বারা গড়াইয়া দিয়াছেন।" সুশীলা অনেকক্ষণ কিছু কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল; পরে বলিল "দেখ সরোজ! তোমাকে আমার বলা যদিও ভাল দেখায়না, তবু আমি যাহা ভাল বুঝি তাহা তোমাকে বলিব তাতে দোষ কি? মা এক দিবস বলিয়াছেন পোষাকের জাঁক জমক কিছু নয়। পোষাক দুদিন ব্যবহার কর অমনি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে, অলঙ্কার দশ দিন ঘরে রাখিয়া দাও, অমনি মর্চ্চে ধরিবে, ময়লা হইয়া যাইবে। অহঙ্কার করিবার জিনিষ এ সব নয়। সৌন্দর্য্য যদি জাঁক করিবার জিনিষ হইত তবে ময়ূর প্রভৃতি কত সুন্দর প্রাণী এপৃথিবীতে আছে, তাদের নিকট আমাদের এ কোন্ ছার জিনিষ? শিক্ষা, সদ্বুদ্ধি, দয়া এবং ধর্ম্মভাব এই কয়টী গুণই মানুষকে দেবতার ন্যায় করে। এসমুদায় ব্যবহারে নষ্ট হইয়া যায়না বরং যত ব্যবহার করিবে ততই উন্নত হইবে; ইহা কখনো ছিন্ন হয় না বা মর্চ্চে ধরিয়া ময়লা হইতে পারে না। তুমি যাহাতে এই সমুদায় ভাব মনে প্রবল করিতে পার তৎপ্রতি বিশেষ যত্ন কর। পরের প্রতি ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ এ সমুদায় কুভাব মন হইতে একেবারে দূর করিয়া দাও। দেখিবে তোমাকে লোকে কত ভাল বাসে, কত যত্ন করে, প্রশংসা করে।" সরোজ এত দিনে তাহার ভুল বুঝিতে পারিল—বুঝিতে পারিল কাপড় বা অলঙ্কার, শিক্ষা এবং চরিত্রের নিকট কিছুই নয়। বলিল—"সুশীলা! তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, ভাই! আমি আজ হতে তোমার উপদেশ মত চলিব।"

বালক বালিকাগণ! তোমরাও যদি লোকের ভালবাসা, স্নেহ, ও আদর পাইতে চাও তাহা হইলে সুশীলার উপদেশ মত চল।

আয় যাদু কোলে আয়!

আয় যাদু কোলে আয়! তোকে বুকে করে রাখি। তোর ঐ চাঁদমুখ খানি আমার বড় ভাল লাগে। তোর মুখে কি সুধা মাখান আছে তাই আমার এত ভাল লাগে? ও সোণার মুখ খানি দেখি। দেখি ও চাঁদ মুখ খানি দেখি। ইচ্ছা হয় তোর ঐ নির্ম্মল পবিত্র মুখখানি দিন রাত দেখি। একটী চুম খাই! আমার এই চাঁদ মুখ খানিতে—সোণার মুখ খানিতে—একবার চুম খাইলে হবে না। তোর হাসি মাখা মুখখানিতে সমস্ত দিন চুম খাই। আমায় একটী চুম দাও, যাদু! দাও! দেবেনা? দাওনা সোণার ভাই! আমি তোমায় কত খেলাম, একটীও ফিরাইয়া দিবে না। না দাও যাদু! আমি আবার খাই। তোরে যে আমার কি করিতে ইচ্ছা করে! ইচ্ছা করে তোরে আমার বুকের হার করে রাখি। আমাদের বাড়ীর আলো! আমাদের সর্ব্বস্বধন! আমাদের রতন। এ আলো যাদের বাড়ী আছে তাহাদের বাড়ীতে কি অন্ধকার আসিতে পারে? তুমি

আমাদের সাধের ফুল! আমাদের সোণার ফুল — তুই আমাদের বাড়ীতে ফুটেছিস্। আহা কে এ ফুল ফোটালে! তুই চিরকাল আমাদের বাড়ীতে ফুটে থাক্! ঘর আলো করে থাক্!

ধন! ধন! ধন! অমূল্য রতন!
এ ধন যার ঘরে নাই তার বৃথাই জীবন!
তোকে নাচাই। নাচ! নাচ! নাচ!
খোকা নাচে কোন্ খানে, শতদলের মাঝখানে,
সেখানে খোকা কি করে?
ডুব দিয়ে দিয়ে মাচ ধরে।"

এই বলিয়া একজন দিদী ছোট ভাইকে আদর করিতেছে, দেখিলে কি চোক্ জুড়ায় না?

বালকের বিশ্বাস।

যাহারা সৈনিকের কাজ করে, তাহাদের যে কত সময় কত বিপদাপদের মধ্যে পড়িতে হয়, তাহা তোমরা বোধ হয় জান না। যুদ্ধ করিতে গিয়া হয়ত প্রাণ গেল, না হয় এমন একটা শক্ত আঘাত লাগিল, যে চিরকালের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিতে হইল, এই তো সৈনিকের দশা। তার মধ্যে যে বিবাহ করে নাই, বা বুড়ো মা বাপ নাই, তার তবু সুবিধাও সুখ, কিন্তু যার পরিবারে বুড়ো মা বাপ, কি স্ত্রীপুত্র আছেন, যে মরিয়া গেলে ইঁহাদের কি দশা হইবে, তাহা ভাবিবার লোক নাই, তাহার কত কষ্টের অবস্থা ভাবিয়া দেখ দেখি। কয়েক বৎসর গত হইল, কোন দেশে এইরূপ একজন সৈনিকের মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুতে তাঁহার স্ত্রী একটী ছেলে এবং একটী মেয়েকে লইয়া যে কি কষ্টে পড়িলেন, তাহা বলিতে দুঃখ হয়। হাজার হউক, মায়ের প্রাণ! নিজে না খাইয়াও সৈনিকের স্ত্রী ছেলে মেয়েদের খাওয়াইতেন, কিন্তু তাহাতেও বাছাদের পেট ভরিয়া খাওয়া যুটিত না। বালিকার বয়স [illegible]

এবং ছেলেটীর বয়স ৬ বৎসর মাত্র, সুতরাং তারাই বা তাদের দুঃখিনী মায়ের কি সাহায্য করিবে? অতি সামান্য অবস্থায়, গৃহস্থ বাড়ীতে চাকরাণীর মত থাকিয়া দুঃখিনী মা কিছু কিছু রোজগার করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে সামান্য টাকায় কি তিনটী প্রাণীর দিন চলে? মা ছেলেদের লুকাইয়া কখনও উপোষ করিতেন, কখনও বা ছেলেরা "মা তুমি খাও না।" বলিয়া পীড়াপীড়ী করিলে আধ-পেটা খাইতেন। এরূপ কষ্টে শরীর কদিন থাকে? অভাগিনী অল্প দিনের মধ্যেই ভয়ানক ব্যারামে পড়িলেন। তখন ছেলেটী মেয়েটীর কি কষ্ট! যে গৃহস্থ বাড়ীতে তাহাদের মা চাকরী করিতেন, বালিকাটী তাহার ভাইকে লইয়া মাঝে মাঝে সেই বাড়ীতে যাইত, তখন বাড়ীর গৃহস্থ প্রায়ই তাহাদিগকে খাওয়াইয়া দিতেন। কিন্তু সব দিনতো আর এরূপ যুটিত না! কাজেই তাহারাও উপোষ করিতে শিখিতে লাগিল।

এ দিকে মা বিছানায় পড়িয়াও মেয়েটীকে শান্ত করিতেন; একদিন তিনি বলিলেন—"ভয় কি বাছা! আমি যদি মরি, ঈশ্বর তোমাদের দেখিবেন।"

বালিকা বলিল—"মা! তিনি কোথায়? তিনি কি আমাদের কোন কথা শুনিতে পান?"

মা উপর দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—"দেখ মা! তিনি স্বর্গে। তাঁর কাছে কষ্টে পড়িয়া যে যা চায়, তিনি তাই দেন। তোমাদের যাতে ভাল হয়, তিনি তা নিশ্চয়ই করিবেন।"

বালিকা চুপ করিয়া শুনিল; তাহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল; মায়ের কথায় তার মন বসিল না—মা মরিয়া গেলে কি হবে, পরমেশ্বর দুঃখ দূর করিবেন কি না, এই ভাবনায় তার মন বড় অস্থির হইল।

এ দিকে বালকটী ঈশ্বরের কথা শুনিয়া শুনিয়া [illegible] ভাবিল—"বাঃ. তবে কেন ঈশ্বরকে বলে পাঠাই না, যে আমাদের বড় কষ্ট।" কিন্তু ঈশ্বরের কাছে কে খবর লইয়া যাইবে? বালক তাহাও ঠিক করিল। ঈশ্বর অনেক উচুতে থাকেন, সেখানে মানুষ যাইতে পারে না, কিন্তু একখানি ঘুড়িতে আমাদের কষ্টের কথা লিখিয়া কেন পাঠাইয়া দিই না! বালক তাহাই করিল। আপনার ঘুড়ি বাহির করিয়া বালক তাহাতে এই কথাগুলি লিখিল—

"পরমেশ্বর! মা বলেছে লোকে কষ্টে প'ড়লে, তার যা দরকার, তুমি তাকে তা দিয়ে থাক। মা ব্যারামে বড় কষ্ট পাচ্ছে, আর আমরা খেতে পাই না। মায়ের জন্য ওষুধ পাঠিয়ে দিও, আর আমাদের খাওয়া দাওয়ার জন্য টাকা দিও।"

বালক এই ঘুড়ি লইয়া মাঠে গেল। লম্বা সূতো যুড়িয়া সুন্দর বাতাসে ছাড়িয়া দিতে দিতে ঘুড়ি সমস্ত সূতো লইয়া অনেক উপরে উঠিয়া গেল। তখন বালক একটা গাছের সঙ্গে সূতো বাঁধিয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ীর দিকে ছুটিল। বালকের এই ভাবিয়া মনে আনন্দ হইল যে যখন ঈশ্বরের কাছে কষ্টের কথা জানাইয়াছি, তখন আমাদের আর কষ্ট থাকিবে না।

যখন বালক বাড়ীর দিকে ছুটিতেছিল, তখন একজন ধর্ম্ম প্রচারক অর্থাৎ পাদ্রী সেই দিকে যাইতেছিলেন। তিনি বালকটীকে ঘুড়ি বাঁধিয়া ছুটিতে দেখিয়া, তাহাকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে! তুমি গাছে সূতো বাঁধিয়া কোথায় ছুটিতেছ? তোমাদের বাড়ী কোথায়?" বালক বলিল,—"আমাদের বাড়ী ওই দেখা যায়। ঘুড়িতে কি আছে তা বল'ব না।" এই বলিয়াই বালক ছুটিল। ধর্ম্মপ্রচারক কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গাছের তলায় গেলেন এবং ঘুড়ি নামাইয়া তাহাতে কি লেখা আছে, তাহা পড়িয়া দেখিলেন। লেখাগুলি পড়িয়া ভদ্রলোকের মনে যে কি ভাব হইল, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। বালকের বিশ্বাস দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন; তাঁহার মনে হইল

যেন এ বালকের দুঃখ ভগবান্ রাখিবেন না। ইহার পর ঘুড়িখানি হাতে করিয়া তিনি আপনার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

পাদ্রী প্রায় রোজই অনেকগুলি লোককে একত্র করিয়া উপদেশ দিতেন, এই লোকগুলি তাহার নিতান্ত বাধ্য ছিল। যেদিন তিনি এই ঘুড়ির কাণ্ড দেখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পরের দিনই সকলের নিকট এই আশ্চর্য্য কথা বলিলেন। সকলে শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। "আহা! এমন বিশ্বাসী যে বালক তাহার যেন কোন কষ্ট পাইতে না হয়"— এই কথাগুলি যেন পরমেশ্বর নিজে সকলের মনে তুলিয়া দিলেন। তখনি সেই দুঃখিনী স্ত্রীলোক ও তাঁহার ছেলে মেয়ের জন্য টাকা উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পাদ্রীর নিকটে শত শত টাকা জমিয়া গেল। বিকাল বেলা সেই টাকা লইয়া তিনি নিজে বালকের বাড়ীতে গেলেন।

এ দিকে বালক বাড়ীতে আসিয়া, মায়ের কষ্টে কাঁদিতে কাঁদিতে অথচ পরমেশ্বর কষ্ট দূর করিবেন, এই ভাবনায় হাসিতে হাসিতে, হাসি কান্নায় মিশাইয়া মাকে বলিল,—"মা! পরমেশ্বরকে ব'লে পাঠিয়েছি, তিনি সব দেবেন।" মা বালকের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তিনি চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। সে রাত্রি গেল, পরের দিনও শেষ হয় হয়, এমন সময় ধর্ম্মপ্রচারক টাকা লইয়া সেইখানে আসিলেন! বালক ঠিক বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছিল পরমেশ্বর নিশ্চয়ই সাহায্য পাঠাইবেন, পাদ্রীকে দেখিয়া বুঝিল ঐ সাহায্য আসিয়াছে। পাদ্রী নিকটে আসিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা! তোমার কথা পরমেশ্বর শুনেছেন; তিনি আমাকে দিয়ে এই টাকা পাঠিয়েছেন; আর তোমাদের কোন কষ্ট থাকবে না। এখনই তোমার মায়ের জন্য ওষুধ আসিবে।" এই বলিয়া ধর্ম্মপ্রচারক একজন ভাল ডাক্তারকে দেখাইয়া, তাহার মায়ের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং বালক বালিকাদিগের খাওয়া পরা ও লেখা পড়ার সুবিধা করিয়া দিলেন। অভাগিনী মা ভাল চিকিৎসার গুণে শীঘ্রই ভাল হইলেন; বালক বালিকারাও বেশ লেখা পড়া শিখিতে লাগিল। এ দিকে দেশের রাজাও তাঁহারই একজন মৃত সৈনিকের পরিবারের এরূপ দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া, হুকুম করিলেন যে প্রত্যেক মাসে যেন কিছু কিছু টাকা তাঁহাদের দেওয়া হয়। সকল দিকেই সুবিধা হইয়া গেল। ধর্ম্ম পথে থাকিলে, ঈশ্বর কখনও মন্দ করিবেন না, এই ভাবনাটী প্রাণে গাঁথিয়া, সেই পরিবারের দুঃখ চিরদিনের মত ঘুচিয়া গেল।

বাঁদরের বাঁদরামি।

১

একজন বড় লোকের একটা ভয়ানক তেজাল ঘোড়া ছিল। সেটা কাকেও পিঠে চড়িতে দিত না। কর্ত্তা ঘোড়াটীকে লইয়া কি করিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে তাহার একজন বন্ধু পরামর্শ দিলেন, "পোষা বাঁদরটার হাতে চাবুক দিয়া ঘোড়ার উপরে তুলে দাও।" তাহাই করা হইল। ঘোড়াটা প্রথমে বড়ই অপমান বোধ করিয়া একবার সুমুখের পা, একবার পেছনের পা তুলিয়া বাঁদরটাকে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। এদিকে হনুমানের পো শক্ত হয়ে বসিয়া সপাং সপাং করিয়া চাবুক মারিতে লাগিল। মার খাইয়া ঘোড়াটা নক্ষত্রের মত ছুটিল, একবার মাঠে, একবার রাস্তায়, একবার বাগানে, একবার জঙ্গলে, কখন শুইয়া পড়িয়া, কখন হঠাৎ দাঁড়াইয়া, কখন গাছের সহিত গা ঘসিয়া, নানা রকম ফিকিরে বাঁদরটাকে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বাঁদর কি যে আসন লইয়া বসিয়াছে, কোন মতেই পড়ে না। এদিকে

দৌড়িয়া দৌড়িয়া ঘোড়ার মুখে গাঁজা উঠিতে লাগিল। জিব বাহির হইয়া পড়িল, তখন আর কি করে, প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ছুটিয়া আপনার আস্তাবলে ঢুকিয়া গেল। বানর তখন পিঠ হইতে লাফাইয়া পলাইল। সেই অবধি সে আস্তাবলে এই ঘোড়ার মত ঠাণ্ডা শান্ত ঘোড়া আর ছিল না।

২

একবার এক জাহাজে দুটী বাঁদর ছিল। তাহার মধ্যে একটা পুরুষ, আর একটী মাদী। জাহাজের লোকেরা পুরুষটাকে খুব যত্ন করিত, কিন্তু যাই মাদীটাকে কেহ কেহ একটু আদর করিত, অমনি পুরুষটা মাদীটার উপর অত্যাচার করিত। এইরূপে অনেক দিন মাদীটা চুপ করিয়া আছে—(আর কিই বা করিবে? সব জাতিতেই মেয়েদের প্রতি অত্যাচার হয়, আর সবার সঙ্গেই বেচারিরা চুপ করিয়া সহ্য করে)—এমন সময় একদিন পুরুষ বাঁদরটার একেবারে ভয়ানক "চোখ টাটাইল।" উঠিল। সে মাদীটাকে ডাকিয়া অনেক আদর করিয়া জাহাজের মাস্তুলের উপরে লইয়া গেল, এবং যেন কতই ভাল বাসে, এই ভাবে আদর করিয়া সমুদ্রের মধ্যে নানারূপ জিনিষ দেখাইতে লাগিল। অবশেষে, যাই মাদীটা একটু অন্যমনস্ক হইয়াছে, পুরুষটা অমনি তাহাকে এক ধাক্কা মারিয়া সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিল। বেচারী ডুবিয়া মরিল, আর পুরুষটা, জাহাজের সমস্ত লোকের আদর একলা পাইবে, এই আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে নামিয়া আসিল।

আমাদিগের পুরস্কার।

আমরা এই বর্ষে নিম্নলিখিতরূপ পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

১। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ধাঁধার উত্তর দিতে পারিবেন, বর্ষশেষে তাঁহাকে একটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে। যাঁহারা উত্তর দিবেন, তাঁহাদের বয়স ১২ বৎসরের কম হওয়া আবশ্যক।

২। ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বা বালিকা যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র করিয়া পাঠাইতে পারিবেন, তাঁহাকে একটী বিশেষ পুরস্কার দেওয়া যাইবে। রং বা পেন্‌সিলে, যিনি যে কোন বিষয়ে ইচ্ছা চিত্র করিতে পারিবেন। আগামী ৭ই জুনের মধ্যে আমাদের নিকট পৌঁছান আবশ্যক।

৩। আমরা রচনা বিষয়ে তিনটী পুরস্কার দিব ;—(ক) ৮ থেকে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য, (খ) ১১ থেকে ১৩ বৎসরের পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য, এবং (গ) ১৪ থেকে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকাদিগের জন্য। প্রত্যেক শ্রেণীর রচনার বিষয় এই :—

(ক) "একটী ছোট ছেলে মাকে বেশী ভালবাসে, না আপনার খেলানাকে বেশী ভালবাসে?" এই বিষয়ে গদ্য রচনা।

(খ) "একটী ছোট মেয়ে মরে গেছে, তার মা তার পাশে বসে দুঃখ করিতেছেন-" এই বিষয়ে ৩০ লাইনের মধ্যে একটী পদ্য রচনা।

(গ) "কাক ডাকিতেছে, জলের মধ্যে তালগাছ, ঘোড়া ছুটিয়া গেল, ছোট খুঁকী কাঁদিয়া উঠিল, বাঘের ভয়, শিয়ালের বাচ্ছা, কি সর্ব্বনাশ! জামা যোড়া, বড়লোক, সাহসী পুরুষ, হৈহৈ শব্দ, শিকার" এই কথাগুলি বজায় রাখিয়া এবং ভাব ঠিক রাখিয়া একটী অর্থসংলগ্ন গদ্য রচনা। যত ইচ্ছা নূতন কথা বসাইতে পারিবে, কিন্তু রচনাটী ২০ লাইনের চেয়ে লম্বা হইবে না।

এই রচনাগুলি আগামী ৭ই জুনের মধ্যে আমাদের নিকট পৌঁছা আবশ্যক। আর এক মাস মাত্র সময় আছে; এর মধ্যেই সকলে পাঠাইবেন। প্রত্যেক রচনাতে স্কুলের শিক্ষক বা কোন কর্ত্তা ব্যক্তির স্বাক্ষর চাই, তিনি লিখিয়া দিবেন যে বালক বা বালিকা নিজে এই রচনাটী করিয়াছে।

সংবাদ।

বরাহনগর হইতে বাবু কৃষ্ণবন্ধু সান্যাল লিখিয়াছেন—"আমাদের একটী বন্ধু ধুমপান পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিবেন, এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে দণ্ড স্বরূপ দশ টাকা দিবেন, বলিয়াছিলাম, আজ অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে তিনি জানুয়ারি মাস হইতেই ধুমপান পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সভার সভ্য হইয়াছেন। তিনি ইহার দ্বারা আমাদিগকে যারপর নাই উৎসাহিত করিয়াছেন।" সুখের কথা সন্দেহ নাই, তবে এরূপ ভাল কাজে নিজের জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য টাকা 'বাজি' রাখা ভাল নহে। তুষের আগুণের মত প্রতিজ্ঞা ভিতরে জ্বলিবে, লোকে সেই প্রতিজ্ঞার কাজ দেখিবে, কিন্তু বাহিরে জাঁক জমক দেখাইয়া লাভ কি?

তেলিনীপাড়া গ্রাম হইতে সংবাদ পাইলাম যে, সেখানকার বালকেরা ৪০।৫০ জন এক সঙ্গে মিশিয়া নিজেদের সব রকমের উন্নতির জন্য "বালক মিলনী" নামে একটী সভা করিয়াছেন। আমাদিগের কয়েকজন বন্ধু প্রতি সপ্তাহে এই বালকদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন। বাস্তবিক ইহা বড় সুখের কথা। বালকগণ এইরূপে এক সঙ্গে মিশিয়া সকলের চেষ্টায় কাজ না করিলে তো তাঁহাদের পরে সৎ ও বড়লোক হইবার উপায় দেখি না। আমরা আশা করি আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা অধিক বয়স্ক, তাঁহারা নিজেদের জন্য এবং ছোট বালক বালিকাদিগের জন্য স্থানে স্থানে এইরূপ যত্ন করিবেন। নিজেদের যত্ন থাকিলেই ঈশ্বর সহায় হন।

আমরা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম, যে আমাদের একজন গ্রাহিকা—কুমারী লীলাবতী সেন ওলাউঠা রোগে মারা পড়িয়াছেন। বাপের আদরের ধন, ও তাহার প্রাণের আশার বস্তু বাপকে দুঃখের সাগরে ডুবাইয়া গিয়াছে। বাপের যে কি কষ্ট, তাহা ভাবিতেও আমাদের কষ্ট হয়। পরমেশ্বর তাঁহাকে এই শোকের সময় শান্ত করুন।

ধাঁধা।

গতবারের প্রশ্ন গুলির উত্তর।

১। কল্য। ২। ২৮ জন। ৩। ভগবান।

নূতন।

১। নিম্নলিখিত কথা গুলিতে যে যে স্থানের নাম লুকাইয়া আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করতো:—

(ক) তোমার কায মুনাসেফ হইলে টাকা দিব, আগে দিব না।

(খ) একজন চাষা গান করিতেছিল—"গেঁটে কল্‌কে, তামাক খরসান, খেতে খেতে যায় গো পরাণ।"

(গ) একটা জমীদারী নিলাম হইতেছিল, এক সাহেব কিনিল। দুর্গাচরণ লাহা এবং সাগর দত্ত কিনিতে গিয়া হারিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া পাশের একজন লোক বলিয়া উঠিল, "এ লাহা বা দত্তের কর্ম্ম নয়, এর নাম সাহেব।"

(ঘ) আমি আর দাঁড়াতে পারি না হিঃ হি! মা, চলতো চল; না হয় আমি তোমায় ফেলে বাড়ী যাই।

২। আমার প্রথম খণ্ড দেবতাদের রাজা; দ্বিতীয় খণ্ড চওড়া। এক সঙ্গে একটী সেকেলে রাজ্য, যেখানে দ্বাপর যুগে ভয়ানক—যাক্ আর বল্‌ব না! বলতো কি?

৩। "কেরেও পাখীর বাছা! ডালেতে আমার!
দেও পরিচয়।"
শুনি পাখী ডেকে বলে—"জাননা আমায়?
তবে, শোন, মহাশয়!
প্রথম আমার সদা কোলে বসি রয়
যেন, আদুরে গোপাল!
দ্বিতীয় খাইতে সাধ কারো নাহি হয়
শুধু, বোকার কপাল!
শুরু হাতে তার পিঠে পড়ে যেন তাল!"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিতএবং ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় ভাগ। জুন, ১৮৮৪। জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

'সখা' পড়িবার কয়েকটী নিয়ম।

আমাদের একটী বড় দুঃখ হয যে "সখা"র আমাদের যে সকল পাঠক পাঠিকা আছেন তাঁহারা সকলে ভাল করিয়া "সখা" পড়িতে জানেন না। অনেকেই স্কুলের পড়া লইয়া ব্যস্ত থাকেন, "সখা"কে নূতন বেলা একবার তাড়াতাড়ি পাঠ করিয়াই তুলিয়া রাখেন, পরে প্রায় সমস্তই ভুলিয়া যান, সুতরাং আমরা যে এত কষ্ট করিয়া সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া ভাল ভাল কথাগুলি লিখিয়া দিই তাহা বৃথায় যায়, আর তাঁরাও যে বাৎসরিক টাকাটী দেন তাহারও ভাল ব্যবহার হয না, এজন্য অনেকে আপনাদের কোন বিশেষ উপকার না দেখিয়া "সখা" লওয়া বন্ধ করেন। এইরূপে আমাদের নানা প্রকার ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হয। তাই অদ্য আমরা কিরূপে পড়িতে হয তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব;—আশা করি প্রত্যেক পাঠক পাঠিকা মন দিয়া এইটী পাঠ করিয়া স্মরণ রাখেন ও এই কথা অনুসারে চলেন। তাহা হইলেই আমাদেরও শ্রম সার্থক হয, তাঁহাদেরও অর্থ ব্যয় সফল হয়।

"সখা"তে যে সকল বিষয় সচরাচর লেখা হয় তাহাদিগকে প্রায় এই কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়:—(১ম) গল্প, যথা "ভীমের কপাল" "সহজে কি বড় লোক হওয়া যায়," "অন্ধ সীলের কথা" ইত্যাদি। (২য) উপদেশ—যথা "কে বড়লোক," "ধূম পান," "না আমি প্রতারণা করিব না," ইত্যাদি। (৩য) বর্ণনা,—যথা "আলোক-মঞ্চ," "কেন্দ্রীয উষা," "শ্বেত ভল্লুক" প্রভৃতি। (৪র্থ) বিজ্ঞান সম্বন্ধীয নূতন শিক্ষা, যথা "ঠাকুর দাদার গল্প" ইত্যাদি। (৫) জীবন চরিত,—যথা "হেযার সাহেব," "কেশবচন্দ্র সেন," "গারফীল্ড্", ইত্যাদি। (৬) পদ্য যথা "আঃ ছেড়ে দাওনা", "ওরে আমার পায়রা মণি" "কওনা কথা কাকাতুয়া" প্রভৃতি। (৭ম) ধাঁধা (৮) অন্যান্য। এগুলির মধ্যে প্রথম জাতীয় গল্পগুলি খুব মন দিয়া পড়িবে, আর মনে করিয়া দেখিবে পূর্ব্বে কি হইয়াছে। যদি ভুলিয়া গিয়া থাক, তবে আবার [illegible] দেখিবে। [illegible] করিয়া পড়িলে খুব মনে থাকে। ঠিক যেন গল্প শুনিতেছ, আর "সখা" পড়া হইযা গেলে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিকট গিযা আবার আবার পড়িয়া শুনাইবে। কোথাওবা ভীমের কপাল প্রভৃতি গল্পগুলি মা কি ঠাকুরমাদিগকে মুখে শুনাইবে। এরূপ করিলে আর ভুলিয়া যাইবে না। সর্ব্বদা চর্চ্চা করিবে। (২য়তঃ) উপদেশগুলি মনের সহিত পড়িবে, পড়িয়া মনে মনে ভাবিয়া দেখিবে

তোমাদের চরিত্রে সেপ্রকার কোন দোষ আছে কি না? যদি থাকে তবে তখনই অবধি তাহা দূর করিতে যত্নবান হইবে, এবং যত দিন না তাহাতে সফল হও ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিবে না। কিছুতেই না পার তবে কোন বন্ধুর কাছে প্রকাশ করিয়া বলিবে কিম্বা আমাদিগকেলিখিবে,—আমরা বলিয়া দিব কিরূপ করিলে সে দোষের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু খুব সাবধান, যে উপদেশ পড়িয়া বা শুনিযাও নিজের দোষ তাড়াইতে যত্ন না করে তাহার পরকালের মাথা একেবারে খাওয়া হইয়া যায। তাহার লক্ষ টাকা আয় হলেও সে পরম বিদ্বান হলেও তাহার দুর্দ্দশার সীমা নাই, সে পশু। (৪র্থতঃ) বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল নূতন কথা শিক্ষা করিবে, সেগুলি প্রায়ই শক্ত, সহজে বুঝিতে হযত পারিবে না, এজন্য তোমার নিজের চেষ্টার পরে দাদার বা শিক্ষকের নিকট বসিয়া পড়িবে ও বুঝাইয়া লইবে। বৃষ্টির কথা পড়িলে, বৃষ্টির সময সেই কথাটী আবার ভাবিবে, মনে না থাকিলে আবার পড়িবে। এইরূপে সমস্ত বিষয় যাহা শিখিয়াছ তাহা যেন মুখাগ্রে থাকে; যখনই ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিলেই সব বলিতে পারিবে, এমন হওয়া চাই। (৫মতঃ) ভাল ভাল যে সকল জীবন চরিত লেখা হয সেগুলি এমন ভাবে রাখিবে যেন তোমরাও ঐরূপ বড়লোক হইতে পার। কত লোক সামান্য অবস্থা হইতে কেমন উন্নত হইয়া বিখ্যাত বড়লোক হইয়াছেন, দেখিয়া যেন তোমাদের সকলেরই মনে মনে লোভ হয, আশা হয। ঐরূপ হইতে দিন রাত্রি মনে ভাবিবে, কিরূপে "আমি ঐরূপ হইব;" তাহা হইলে আর অন্যায় কার্য্যে মন যাবে না, বৃথা সময় নষ্ট করা হইবে না, পড়াতে মন খুব হবে। কাজেই শেষে বড় লোক ত আপনিই হইতে পারিবে। বড় লোক ত আর গাছে ফলে না, কারও অদৃষ্টে লেখাও থাকে না! বাল্যকাল হইতে এইরূপ যত্ন করিলে প্রত্যেক মানুষই বড় লোক হইতে পারে।

(৬ষ্ঠতঃ) পদ্য। এগুলি বার বার না পড়িয়া কি থাকা যায়? এগুলি এতবার পড়িবে যে তোমাদের মুখস্থ হইয়া যাইবে। আর যাঁহার কুকুর আছে তিনি যেন কুকুটীর সঙ্গে তেমনি করিয়া কথা কন:— "আঃ! ছেড়ে দাওনা" ইত্যাদি। যাঁহার পায়রা আছে, তিনি তাহাকে হাতে করিয়া "ওরে আমার পায়রা মণি" বলিয়া আদর করিবেন। তাহলে দেখিতে শুনিতেও মিষ্ট ও মধুর লাগে,আর পদ্যটীও মুখস্থ হয। যাঁহার কাকাতুয়া পাখী আছে, তিনি অমনি তাহাকে আদর করিবেন। (৭মতঃ) শিশু স্বাস্থ্যরক্ষাতে যে যে বিষয়গুলি লেখা থাকে, তাহা একজন বিদ্বান লোকের লেখা, অতএব তোমরা সকলেই তাঁহার সে অমূল্য সদুপদেশ খুব মন দিয়া পড়িবে এবং খুব সাবধান হইয়া প্রতিপালন করিবে। একটুও অন্যথা না হয, কেন না তাহা হইলেই শরীর অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা। যখনই কাহাকেও ঐ সকল সুনিয়মের বিপরীত কার্য্য করিতে দেখিবে, অমনি যেন সুবোধ পাঠক পাঠিকা "সখা" খানি খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে দেখান ও তাঁহাকে ঐ কুব্যবহার হইতে নিবারণের চেষ্টা পান। (৮মতঃ) ধাঁধাগুলি লেখা কেবল বালক বালিকাদিগের বুদ্ধির চালনার জন্য। ২দিন, ৪দিন, যত দিনে হয, চেষ্টা করিয়া তাঁহারা যেন স্বযং এই গুলির উত্তর দিতে যত্নবান হন। কাহারও নিকট বলিয়া লইলে কোন ফলই হয় না। নিজেরা চেষ্টা করিতে করিতে শেষে এমন হইবে যে আর কষ্ট হইবে না স্বভাবতঃই সহজে উত্তর হইয়া যাইবে ও সে জন্য কত যে বুদ্ধির উপকার হইবে তাহা পরে তাঁহারা জানিতে পারিবেন। (৯মতঃ) অন্যান্য অনেক বিষয় যাহা থাকে তাহা পাঠকগণ নিজেদের বুদ্ধির অনুসারে সাবধান হইয়া যত্ন-পূর্ব্বক পড়িবেন। কিছুই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিবেন না।

শেষকালে একটী কথা বলি। আমরা যে "সখা" লিখি, ইহার উদ্দেশ্য কি? বড় মানুষ হওয়া? ছিঃ! কেহ যেন এরূপ মনে না করেন। বরং ইহাতে আমাদের বিস্তর ক্ষতিই হইতেছে, গ্রাহক সংখ্যা কম হওয়াতে, যতদিন না গ্রাহক বাড়িতেছে ততদিন "সখা" নিজের ভরণপোষণের ভার নিজে বহন করিতে পারিবে না। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় "সখা"র বেশ আয় হয়, তখন "সখা"র টাকা "সখা"রই প্রিয় পাঠক পাঠিকাদের উন্নতি ও মঙ্গল কামনায় ব্যয় করিব।

আমাদের উদ্দেশ্য আমরা অতি মহৎ জানি। ছোট ছেলে মেয়েদের আমরা বড় ভাল বাসি, তাঁহাদের কল্যাণ করিব ইহাই আমাদের অনেক দিনের ইচ্ছা। ছোট ছেলে মেয়েরাই এর পরে দেশের লোক হইবেন, ইহাঁদের উন্নতি করিতে পারিলেই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি করা হইল। এই জন্যই আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে সকল বালকের প্রকৃত সখা ও বন্ধু হইয়া রাতদিন তাঁহাদের সকলের সঙ্গে থাকিয়া সুশিক্ষা দিই ও বড় লোক করি। কিন্তু তাহা অসম্ভব। এজন্য আমাদের পরিবর্ত্তে এই "সখা"কে তাঁহাদের নিকট পাঠাইতেছি, ভরসা করি যে সকলে ইহাকে আদর ও যত্ন করিয়া ইহার কথাগুলি মন দিয়া পড়িবেন ও তাহার বাধ্য হইয়া চলিবেন। সুতরাং আমাদের ইচ্ছা যে "সখা" সকলের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকে। যখনই স্কুলের পড়া হইয়া গেল কোন আলাপী লোকের কাছে গিয়া গল্প সল্প করিতে ইচ্ছা হইল, অমনি যেন সকলে "সখা" খুলিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া আমাদের সকলের সঙ্গে আলাপ করেন। "সখা" যেন সকলেরই খেলায় খেলানী, পড়ায় শিক্ষক, সঙ্গে বন্ধু, উপদেশে গুরু, হইয়া ইহার কাজ করিতে পারে। ভাই! ভগিনি! "সখার" এ মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার তোমরাই উপায়, ইহা সম্পূর্ণ তোমাদেরই হাতে। তোমরা সকলে যদি ভাল করিয়া "সখা" পড় তবেই সেই কাজ ভাল করিয়া করা হয়, আর না হইলে বৃথা কষ্ট, বৃথা ব্যয়;—শেষে "সখা" মৃত্যু মুখে পড়িবে! পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা কি তাহাই চাও?

ভাল লাগে না!

ল লাগে না, এ রোগের ঔষধ কি তোমরা কেউ জান? কি আশ্চর্য্য কথা! "ভাল লাগে না" বলে কি একটা ব্যারাম আছে নাকি? তবেতো তার পরিচয়টা ভাল করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সকলেরই এমন এক একটা সময় আসে, যখন মানুষ মুখ ভার করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকে অথবা ঘুরিয়া বেড়ায়, কোন কাজ করিতে ভাল লাগে না। কি যে ভাবে, তার ঠিক নাই, কি যে চায়, তার খোঁজ নাই, অথচ কিছু চাই। এই সময়ে পড়িতে ভাল লাগে না, কাজ করিতে ভাল লাগে না। পাঠক পাঠিকাগণ! এ রকম "ভাল লাগে না" ব্যারাম কি কখনও কাহারও হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিয়া থাকিবেন, এ কেমন বিশ্রী ব্যারাম।

একটী বালক অথবা বালিকা দিব্যি পড়া শুনা করিতেছিল, দিব্যি কাজ কর্ম্ম করিতেছিল, হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে তাহাকে "ভাল লাগে না" ব্যারামে ধরিল। আর সে বালক বা বালিকা হাসে না, আর সে কাজ কর্ম্ম বা লেখা পড়ার দিকে মন দিতে চায় না, মুখ ফুলাইয়া কামারের হাপরের মত ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ছাড়িতে বসিয়া গেল। কে যেন হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল। একি দায়? ডাক্তার, কবিরাজ, কেহই এ রোগের ঔষধ বলিতে পারিল না।

তবে কি এ রোগের কোন ঔষধ নাই? অবশ্যই আছে। যাক্, সে ঔষধের কথা বলিবার আগে ব্যারামের পরিচয়টা আর একটু পরিষ্কার

করিয়া দিতেছি। যেমন জ্বর কাহারও অল্প হয়, কাহারও বা ভয়ানক হয়, তেমনি এই ব্যারাম কাহারও অল্প হয়, কারো বা খুব বেশী হয়। "কোন একটা বিষয় ভাল লাগে না" এই হ'ল অল্প ব্যারাম, এবং "কিছুই ভাল লাগে না" এটা শক্ত ব্যারাম। এই দুই রকম ব্যারামই ছেলে মেয়েদের হইয়া থাকে। এখন ওষুধ কোথায় পাই?

ছোট ব্যারামটার ঔষধ "চেষ্টা ও যত্ন"। যদি মনে মনে ঠিক মনস্থ করিয়া থাকি, যাহা ভাল লাগে না, তাহাকে ভাল লাগাইতেই হইবে, যাহার দিকে মন যাইতে চায় না, সেই দিকেই মনকে চালাইতে হইবে, তাহা হইলে ঈশ্বরের দয়ায় এ ব্যারাম আরাম হইতে পারে। শক্ত ব্যারামটা আরাম করা সহজও বটে, শক্তও বটে, যে রকম ওষুধ দেওয়া হয়, তারি উপরে নির্ভর করে। যদি ঠিক ঔষধটী পড়িল দেখিতে দেখিতে আরাম হইয়া গেল, তাহা না হইলে কেবল কষ্টই সার। "কিছুই ভাল লাগে না" ব্যারামে বালক বা বালিকা এক পাশে মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় কর্ত্তা বা গৃহিণী আসিয়া তাড়া দিলেন, অথবা মিষ্ট কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন—ও রোগের এ ঔষধ নয়, ব্যারাম আরাম না হইয়া বরং বাড়িয়া চলিল। কিন্তু ঔষধ কোথায়? "প্রফুল্লতা এবং লোক সহবাস" এই রোগের চমৎকার ঔষধ। "লোক সহবাস" কাকে বলে জান কি? একলা [illegible] করিয়া থাকে [illegible] থাকলেই এ ব্যারামে [illegible], সুতরাং ব্যারামে ধরিলে রোগীকে দশজনের মধ্যে লইয়া যাইবে—সেখানে দশজনের মুখে দশ রকম কথা শুনিয়া এবং দশ জনের সহিত কথা কহিয়া মন প্রফুল্ল হইবে, এবং কিছুকালের মধ্যেই ব্যারাম সারিয়া যাইবে। চুপি চুপি বসিয়া হিজি বিজি ছাই পাঁশ ভাবিলে, এ ব্যারাম খুব হইয়া থাকে; এই জন্য সাবধানে থাকিবে, মনকে কখন কাজের কথা ছাড়া অন্য বাজে কথা ভাবিতে দিও না, নিজের বশে রাখিয়া, তাহাকে এদিকে ওদিকে লাফাইয়া বেড়াইতে দিও না। এইরূপ করিলেই এ ব্যারামের ভয় কমিয়া যাইবে, মনে বল হইবে এবং সকল কাজেই উৎসাহ জন্মিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সহজে কি বড়লোক হওয়া যায়?

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিলে সেই ছেলে দুটীর নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইলাম। সেদিন রাত্রিতে এক বাজারে মুদীর দোকানে ছিলাম। তার পর ২ দিন ঐ ভাবে গেল। সারাদিন পথ চলিতাম; কেবল দুবেলা খাবার জন্য কোন মুদীর দোকানে উঠিতাম। রাত্রিতে কোন মুদীকে পয়সা দিয়া তাহার ঘরে থাকিবার যায়গা পাইতাম। তৃতীয় দিন রাত্রিতে থাকিবার জন্য আর মুদীর ঘর পাইলাম না। কাজেই একজন গৃহস্থের বাড়ী যাইতে হইল। গৃহস্থ যায়গা দিতে কোন আপত্তি করিলেন না। কিন্তু খাওয়া শেষ হইলে "কড়া" "বগুণো" সব দেখাইয়া বলিলেন "কাল চলে যাবার আগে এই গুলো মেজে দিয়ে যেতে হবে। তুমি বামুন্, [illegible] তোমার ছোঁয়া কে নেবে।" আমি মহা বিপদে পড়িলাম। বলিলাম "ও গুলো আমি ছুঁই নাই। তবে আমি যা যা ছুঁয়েছি সে গুলো দাও, এখনি মেজে দিচ্ছি।" সুতরাং একখানা থালা, আর একটী বগুণো (বগুণোতে ডাল ছিল) আমার ঘাড়ে চাপিল। বাড়ীর কাছে একটা পুকুর দেখাইয়া দিল, আমি তথায় যাইয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া আনিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় লাগিল। পরিশ্রমের পর সুনিদ্রা হইল। পরদিন গৃহস্থ ডাকিয়া ঘুম ভাঙ্গাইলেন। উঠিয়া দেখি সূর্য্য

উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি পুঁটলী হাতে করিয়া বাহির হইলাম। গৃহস্থের নিকট বিদায় লইবার সময় কা—যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন "একটা বড় মাঠ, তার পর একটা পাহাড়, তার পর কা—, একই পথ; ভুল হবার যো নাই।"

কিছুকাল হাঁটিয়াই মাঠে আসিলাম। সেখানে পথিকদিগের জন্য একটী ঘর আছে। তথায় একজনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার সঙ্গে একটা ঘোড়া। সে আমাকে দেখিয়াই বলিল, "বেশ, চল। একজন সঙ্গীর জন্য বসিয়াছিলাম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সঙ্গীর প্রয়োজন কি?" সে বলিল "তুমি আর কখনো এখানে চল নাই, একা গেলে খেয়ে ফেল্‌বে!" আমার ভয় হইল।

মাঠের এ পাশ থেকে ও পাশ দেখা যায় না। অতি কম চওড়া পথ; দশ বার হাত অন্তর ছোট ছোট বড় বড় খস্ খসের ঝোপ। জীব জন্তুর মধ্যে এক জাতীয় পাখী। পক্ষীটী একটী চড়াই অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়, গায়ের রং সবুজ। ঠোঁট সরু এবং লম্বা, স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল। ক্রমাগত একই রূপ শব্দ করিতেছে—"টিবিবিণ টিবিবিণ টিবিরিণ।" লেজে একটু নূতনত্ব আছে। লেজের মধ্যদেশ, হইতে প্রায় দেড় ইঞ্চ লম্বা একটী সূচীর মত বাহির হইয়াছে। আমার সঙ্গী বলিল, "শ্বশুর বাড়ী যাইয়া ছুঁচ চুরি করেছিলেন। তাতেই ঐ শাস্তি।" অন্য কিছু না দেখিতে পাইয়া ঐ পাখীকেই বার বার ভাল করে দেখিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ চারিটার সময় ছোট একটী ঘর দেখিতে পাইলাম। সঙ্গী বলিলেন "আজ এখানেই থাকিতে হইবে।" আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম "চারটের সময়ই বসে থাকৃতে হবে কেন?" সঙ্গী বলিলেন "মাঠে রাত হলে বাঘে খাবে।" বাঘে খায় এরূপ আমার ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং সে রাত্রির (!!!) জন্য ঐ ঘরেই থাকিলাম। রাত্রিতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া অনেক প্রকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। সে সব নাকি হাতীর শব্দ। সৌভাগ্য ক্রমে হস্তীগণ আমাদের কোন খবর লইতে আসিলেন না। কিন্তু পরদিন উঠিয়া দেখি ঘোড়াটী নাই। ঘোড়ার স্বামী অনেক আক্ষেপ করিলেন।

মাঠ পার হইতে প্রায় বারটা বাজিল। মাঠ যে যায়গায় শেষ হইয়াছে, সেখানেও দেখিলাম একটী ছোট ঘর। সেখানে আসিলে সঙ্গী বিদায় লইয়া অন্য পথে গেলেন। আমি আমার নির্দ্দিষ্ট পথে আস্তে আস্তে চলিলাম। কতদূর যাইয়া একটী মাহুতকে পাইলাম,—সে হাতী লইয়া কা—চলিয়াছে। আমি চারি আনার পয়সা দিব বলাতে সে আমাকে তাহার হাতীর পিঠে একটুকু স্থান দিল। মহাসুখে কা— আসিলাম। কালিদাস বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস পাইলামনা। রাত্রিতে একটী মুদীর দোকানে আসিয়া পরদিন ভোরে রওয়ানা হইলাম।

পথে যে সকল ছোট খাট ঘটনা হইয়াছিল তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। তবে এক দিনের কথা বলা আবশ্যক। দুই প্রহরের পর আর মানুষের সাড়া শব্দ পাইলাম না। বেলা যতই কমিয়া আসিতে লাগিল ততই ক্রমাগত নির্জ্জন স্থানে যাইয়া পড়িতে লাগিলাম, তারপর কেবল মাঠ; দুধারে উলুবন এবং অন্যান্য দু একটী ছোট ছোট গাছ। এরূপ যায়গায় সন্ধ্যা হইল। কি করি, কোথা যাই। প্রাণ পণে দৌড়িতে লাগিলাম। পথ এত সংকীর্ণ যে দু পাশের গাছ গা লাগে। থাকিয়া থাকিয়া আমার বুক গুড় গুড় করিয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময় হটাৎ যেন পিঠে একটা কি লাগিল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম একজন পাহাড়ে লোক। সে আমাকে কি এক রকম ভাষায় বলিল "তুই কোথা যাস্; তোর প্রাণের ভয় নাই।" এই বলিয়া সে আমাকে তাহার পিছু পিছু যাইতে সঙ্কেত করিল। আমি সহজেই তাহার আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলাম। সে দু হাতে

উলুবন সরাইযা শূয়াবের মত দৌড়িতে লাগিল আব মাঝে মাঝে আমাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল "আবে আয়, মরে যাবি।" আমি হত বুদ্ধি হইয়া তাহার অনুসবণ কবিতে লাগিলাম।

কতক্ষণ এইরূপে চলিলাম বলিতে পাবিনা। অবশেষে একটা বড নদীব ধাবে আসিলাম। সেখানে দেখিলাম আবো কযেক জন লোক বসিযা আছে। পাহাড়ী বলিল যতক্ষণ নৌকা আসিযা ওপাবে না যায়, ততক্ষণ এখানে বসে থাকতে হবে। আমি তাহাদের সঙ্গে মাটিতে বসিলাম। অন্যান্য সকলে পুটলী হইতে খাবাব খুলিযা খাইতে লাগিল। পাহাড়ীব সঙ্গে কতকগুলি কমলালেবু ছিল; সে আমাকে তাহাব খাবাবটা খাইতে দিল। আমি তাহাই খাইযা নাকে মুখ কাপড়ে ঢাকিযা সেই খানেই শুইযা পড়িলাম। অন্যান্য লোকেবা আমাকে বলিতে লাগিল "ঘুমিও না, খেয়ে ফেল্‌বে।" তেমন অবস্থায় ঐ রূপ উপদেশ বাক্যের অত্যন্ত আবশ্যক ছিল, কাবণ সমস্ত দিনেব পরিশ্রমে আমায গা অবশ হইযা আসিতেছিল। এবং একটুকু পরেই অতি নিকটে "খ্যাওব, খ্যাওর" করিয়া বাঘ ডাকিতে লাগিল। সমস্ত বাত্রি চাবি পাশে দূবে নিকটে হিংস্র জন্তুব শব্দ হইতে লাগিল। সে রাত্রির কথা আমাব জীবনে আর কখনও ভুলি নাই। নৌকাওযালা পারে বসিযা সুখ ভোগ করিতেছে; সেখানে নৌকা বেঁধে না হইলে ফিরিয়া আসিবে না। সমস্ত বাত্রি আমাদের প্রাণ হাতে করিয়া সেই ভয়ানক স্থানে বসিযা থাকিতে হইল। পর দিন নৌকা আসিলে আমরা ও পারে গেলাম।

ইহার ৩ দিন পরে বাড়ীর কাছেব বাজাবে আসিলাম। সেখানে দৈ চিড়ে সন্দেশ ইত্যাদি যাহা কিছু মনে হইল উদরস্থ করিয়া পথকষ্টের প্রতিহিংসা বিধান কবিলাম। ছ'টার সময় বাড়ী আসিলাম। তখন বাহির বাটীতে কেহ ছিল না। গা ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল; শীতে অস্থির হইযা গেলাম। আসেপাশে যে কযেকখানা লেপ কাঁথা ছিল উপর্য্যুপবি গায দিয়া বিছানায় পড়িলাম। শক্ত জ্বর হইল। *

আমাদের দেশের বড়লোক।

রাজা রামমোহন রায়।

আজ কালি "ব্রাহ্ম" নামে যে একদল লোক ধর্ম্ম লইযা আলোচনা ও আন্দোলন করিতেছে, এ দেশে, বিলাতে, আমেরিকায়, সর্ব্বত্র যে দলেব লোক ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—তাহাদেব গোড়া কে জান? আগে যে আমাদেব দেশের বিধবা স্ত্রীলোকেরা আপনাদেব মৃত স্বামীব চিতাতে পুড়িয়া মরিতেন, সেই ভয়ানক "সহমবণ" প্রথাটী উঠাইযা দিয়া আমাদেব দেশেব মহা উপকার কবিযা গিযাছেন কে জান? আব এই যে আজ্‌ কাল হাজার হাজার ছেলে এণ্ট্রেন্স, এলে, বিয়ে, এমে সব পাশ হইতেছে, আব ইংবাজী লেখা পডা যে চারিদিকে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার গোড়া কে জান?—মহাত্মা বাজা রামমোহন বায়। অনেক বৎসর গত হইল, অনেক শত বৎসবের মধ্যে তাঁহার মত বড়লোক আমাদেব দেশে জন্মে না। অদ্য

* এটি একটি সত্য গল্প। যে বাঙ্গালী বালকের কথা লেখা হইয়াছে, তাহার শেষে কি হইয়াছিল, সে কি কষ্টে মরিয়া গিয়াছিল সে কথা আমরা পরে বলিব। পাঠক পাঠিকা দেখিবেন, লেখা পড়া ছাড়িয়া কিম্বা কি করিতে হইবে, কোন্ কাজে যাইতে হইবে, কিছুই স্থির না করিয়া এলোমেলো ঘুরিয়া বেড়াইলেই মানুষ বড়লোক হইতে পারে না। আমরা এবার হইতেই আর একটি গল্প আরম্ভ করিলাম। গল্পটির নাম "চিরদিন কি দুঃখে যায়?"—এই সুন্দর গল্পটি একখানি ইংরাজী পুস্তক হইতে লওয়া হইয়াছে। গল্পটির প্রথম অধ্যায় এবারে দেওয়া গেল, ক্রমে ক্রমে সমস্তটী প্রকাশ করা যাইবে। সখা-সম্পাদক।

আমরা তাঁহার দুটী চারিটী কথা লিখিব, বালক বন্ধুগণ! মন দিয়া পড় এবং বুঝিয়া দেখ, তোমরাও মনে করিলে ঐরূপ বড়লোক হইতে পার। খালি একটা ভয়ানক "ইচ্ছা" দরকার, আর রীতিমত যত্ন।

এই মহাপুরুষ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা খুব বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মশীলা ছিলেন। অল্প বয়সে ইনি গ্রামের পাঠশালাতেই পড়িতেন। তখন বাঙ্গালা ভাষা এক রকম ছিল না বলিলেই হয়। দু চারখানা বাঙ্গালা পদ্য বই ভিন্ন আর বই ছিল না। রামমোহন রায়ই প্রথম বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করেন, বলিলেও ভুল হয় না। তার পরে পারশী ও আরবী শিখেন। তার পরে কাশীতে গিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। আরবী, পারশী ও সংস্কৃত তিনটী ভাষা—অতি কঠিন কঠিন তিনটী ভাষা—উৎকৃষ্টরূপ শিখিলেন;—কিন্তু শুনিয়া অবাক হও যে এখনও তাঁহার বয়স ১৬ বছর হয় নি!! তিনটী কঠিন ভাষায় যত প্রধান প্রধান বই তা সব পড়িলেন, ধর্ম্মবিষয়ে যা যা বই ছিল সব পড়িলেন, বই লিখিলেন পর্য্যন্ত, তবু এখনও ১৬ বছর! হবে না কেন? তিনি ত আর আমাদের মত পড়িতেন না? স্কুলে গিয়া ঝগড়া, বাড়ীতে খেলা ধূলা, বৈএর সঙ্গে সম্পর্ক নাই, তা ত আর তাঁর ছিল না? লেখা পড়া শিখিব, বড় বড় কাজ করিব, এই সব ইচ্ছা তাঁর মনের ভিতরে সদা সর্ব্বক্ষণ জ্বলিত। দিন রাত খালি পড়িতেন, কেবল পড়াতে যখন ক্লান্ত হইতেন তখনি বাহিরে যাইয়া খুব খেলিতেন, সে খেলাতে তাঁহার শরীরে এত তেজ হইয়াছিল যে একটা পাঁঠার বড়টা মাংস হয় সমস্ত একা খাইতে পারিতেন, আর ৫০ বৎসর ক্রমাগত অসুরের মত খাটিয়াও একদিনের জন্য কাতর হন নাই। আমরা কেবল খাই আর গল্প করি বৈ ত নয়, আর দুষ্টমি! সমস্ত দিন আম গাছের তলায়। এমন করে সময়ের গলায় পা দিলে কি আর রামমোহন রায়ের মত বড় লোক হওয়া যায়, না লেখা পড়া শেখা যায়? ছি! ভাই বালকগণ! তোমরা যে যে বড়লোক হবে, যে যে খুব লেখা পড়া শিখিতে চাও, এখনি প্রতিজ্ঞা কর, সময় নষ্ট করিবে না; খুব পড়, দিন রাত পড়, আর খুব খেল; ২। ১ ঘণ্টা খুব ছুটে বেড়াও, না হলে শরীর দুর্ব্বল হবে। খালি স্কুলের দুখানি বৈ পড়া হইলেই হবেনা, রাশি রাশি বৈ পড়িতে হবে। আশ্চর্য্য নহে, দেখ ১৬ বছরের মধ্যে বাঙ্গালা আরবী, পারশী ও সংস্কৃত ভাষার বড় বড় সব বৈ রামমোহন রায় পড়িয়াছিলেন, তোমরা পারিবেনা কেন?

তখন ইংরাজী শিক্ষা এত চলিত ছিলনা, কদাচ কোথাও কেহ ২। ৪ টা ইংরাজী কথা কহিতে জানিত। সেই সবে মাত্র সাহেবেরা বাঙ্গালা দেশে রাজ্য আরম্ভ করিতেছেন বৈ ত নয়? তখন নবাবের আমল। কেবল পারশী আর আরবীই চলিত ছিল। এজন্য তখন তিনি ইংরাজী শিখেন নাই। অনেক বয়সে, চাকরী করিতে করিতে ইংরাজী শিখেন, তাও এমন শিখিলেন যে ভাল ইংরাজী লিখিতে পারিতেন, বক্তৃতা ও দিতে পারিতেন। তার পরে শুনে অবাক্ হবে। কি ক্ষমতা? ইংরেজীতে বাইবেল পড়িলেন, কিন্তু সে কেবল তরজমা করা এজন্য তাঁহার ভাল লাগিলনা। তিনি তখনই উহার মূল বাইবেল পড়িবেন বলিয়া "গ্রীক্" ভাষা ও "হীব্রু" ভাষা শিখিলেন। এ দুটীও ভয়ানক শক্ত ভাষা। তবু তাঁহার ভয় নাই, খুব পরিশ্রম করিয়া অল্প দিনেই ঐ দুটী ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন ও তারপর আদি মূল বাইবেল পড়িয়া তবে ছাড়িলেন। ধন্য সাহস! ধন্য চেষ্টা! ধন্য পরিশ্রম! ধন্য মহত্ব!

দেখ তোমরা একটা অঙ্ক কষিতে একবার না পারিলেই বুঝাইয়া লও, আর তিনি এতগুলি কঠিন ভাষা আপনি নিজের যত্নে শিখিয়া ফেলিলেন।

তোমরা হয়ত এতগুলি ভাষার নামও জাননা। দেখ দেখি, কেবল চেষ্টা ও ইচ্ছার জন্য মানুষে মানুষে কত প্রভেদ হয়। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, চেষ্টা ও ছিল তিনি সকলের উপরে মস্ত লোক হইয়া গেলেন, আর তোমাদের ইচ্ছা নাই, ইচ্ছা থাকিলেও চেষ্টা নাই, তাই—তোমরা বড়লোক হইতে পারিতেছনা, কেবল বৃথা পথে পথে বাগানে বাগানে যত নীচ প্রকৃতির ছেলেদের সঙ্গে বেড়াইয়া বেড়াইয়া তোমার অমূল্য জীবন নষ্ট করিতেছ। হায় হায়! ভাই, বুঝিয়া চল, এখনও মন দিয়া পড়, আপনার কাজে সময় দাও। যদি না জান, কিরূপে সময়ের সৎ ব্যবহার করা চাই, তবে এখনই তোমার গ্রামে যে উৎকৃষ্ট বালক বা যুবক, তাহার নিকট গিয়া বল কি করিবে জিজ্ঞাসা কর। পরে তাহার কথা মত চলিয়া দেখ, কি আছ আর কি হও।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের আরও অনেক অনেক চমৎকার বিষয় আছে, ক্রমে ক্রমে প্রিয় পাঠকদিগকে আমরা শুনাইব। কিন্তু এমনতর হাজার কথা শুনিলেও কিছু হবেনা, যদি তোমাদের মধ্যে ইচ্ছা না থাকে। যেমন কাচের পৃষ্ঠে পারা না থাকিলে তাহাতে চেহারা দেখা যায়না, তেমনি বালকের মধ্যে ইচ্ছা না থাকিলে তাহার বড় হওয়া অসম্ভব। বুঝিলে?

ঠাকুরদাদার গল্প।

আজ আবার নবীন বাবু সব বালকদিগকে লইয়া মাঠে গেলেন। এখন গ্রীষ্মকাল হিম পড়ে না, এ জন্য মন্মথ সেদিনকার প্রশ্নটী ভুলিয়া গেল। খেলা টেলা হইয়া গেলে সকলে এক সঙ্গে বসিলেন, গল্প আরম্ভ হইবে। ঠাকুরদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন "এই মাঠের ও পারে কোন্ গ্রাম জান? কিশোরী বলিল "কৈথালি।" "তার পরে কোন্ গ্রাম?" আর কেহ বলিতে পারিল না। তখন মন্মথ জিজ্ঞাসা করিল, "আরও কি গ্রাম আছে? গ্রাম কত গো?" নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন "বাস্তবিক, তোমরা কিছুই জান না, পৃথিবীতে যে কত গ্রাম আছে তাহা গোণা যায় না। ধর, এই সমস্ত ভারতবর্ষ একটী দেশ, ইহাতে বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যদেশ, রাজপুতানা, নিজাম-রাজ্য, বিরার, প্রভৃতি, কতগুলি প্রদেশ আছে। তাহার মধ্যে বাঙ্গালা দেশে আমাদের বাস। এই বাঙ্গালার মধ্যে আবার কতগুলি বিভাগ আছে, প্রত্যেক বিভাগে আবার কতগুলি করিয়া জেলা, ঐ জেলায় জেলায় আবার অনেকগুলি গ্রাম, নগর, সহর প্রভৃতি আছে। এক বাঙ্গালাতেই কত শত সহস্র গ্রাম আছে, তা হলে দেখ সমস্ত ভারতবর্ষে কত গ্রাম!"

নগেন:—"আচ্ছা, আমাদের একটা গ্রামইত এত বড়, তবে ত এই সমস্ত দেশটা কত মস্তো? তা ম্যাপে ত তা লেখেনি, ম্যাপে ছোট করিয়া যে লেখা আছে?" কিশোরী হাসিয়া বলিল তা তো হবেই, ম্যাপে কি অত বড় দেশ সমস্ত লিখিতে পারে? ছোট ছোট গ্রাম সহরগুলো মোটেই লেখে না, কেবল প্রদেশ ও বড় বড় সহরগুলির নাম দেওয়া থাকে।"

চন্দ্র বলিল:—"এ গ্রামটী এত বড়, তা এমন কত হাজার হাজার গ্রাম লইয়া ভারতবর্ষ, তাই যদি ম্যাপে, ততটুকু দেখায় তা হলে সমস্ত পৃথিবীর ম্যাপ যে কত ছোট দেখায়, তা পৃথিবী ত খুব প্রকাণ্ড? নবীন বাবু বলিলেন "তা হবে না? পৃথিবীকে কি তোমরা ছোট মনে কর বুঝি? যদি আজ এখান থেকে টেনে পশ্চিম দিকে যাও, কি মিনিটে যদি এক ক্রোশ পথও চল, তা হলেও পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে প্রায় ৮ আট দিন লাগে। তোমরা ত জান পৃথিবী গোল। ইহার গোল দিক বেড়িয়া যদি একটা কাচি ধরা যায়, তা হলে প্রায়

১১ হাজার ক্রোশ লম্বা হয়। মনে কর দেখি পৃথিবীটা কত বড়। একটা বড় গাছ দেখেই তোমরা অবাক্ হও, একটা বড় বাড়ী দেখে হাঁ ক'রে চেয়ে থাক, পাহাড় কখন দেখনি, দেখিলে আশ্চর্য্য হয়ে থাকিতে, কি ভযানক বড়! কিন্তু সকলের চেয়ে বড় যে পর্ব্বত তাও পৃথিবীর কাছে যেন ছোট একটী ঢিবির মতন! তোমাদের গ্রামে বোধ হয় ৫০০ জন লোক থাকে, আর ভারতবর্ষে প্রায় এর ৫০০ হাজার গুণ লোক বাস করে, তা এখন মনে কর সমস্ত পৃথিবী ভারতবর্ষের চেয়ে কত গুণে বড়। ভয়ানক, ভয়ানক! তোমরা এর পর যখন দেশে দেশে বেড়াইবে, তখন বুঝিবে, যে পৃথিবী কত বড়।"

মন্মথ জিজ্ঞাসা করিল—"কি পড়িলে এ সকল কথা জানা যায়, আমাকে বলিয়া দাও না?" কিশোরী বলিল "ভূগোল পড়িলে ও ম্যাপ দেখিলে জানা যায়।" নবীন বাবুও তাহাই বলিলেন। তখন সকলেই বলিল, আমরা সকলে ভাল করিয়া ভূগোল পড়িব ও ম্যাপ দেখিব।

তারপর নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন "এই ত গেল পৃথিবীর কথা, তা এখন আরও কতকগুলি কথা বলিব, মন দিয়া শুন দেখি। গতবারে বলিয়াছি পৃথিবী একটী গ্রহ, সূর্য্যের আকর্ষণে আকাশে ঝুলিয়া আছে এবং নলিন বাবুর সেই ঢিলের মত সূর্য্যের চারিদিকে এক বৎসরে ঘুরিতেছে। (সকলেঃ—'মনে আছে') যেমন পৃথিবী, তেমনি আরও অনেকগুলি গ্রহও ঐরূপে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। সন্ধ্যা হলে তন্মধ্যে বৃহস্পতি প্রভৃতি কয়েকটা দেখাইয়া দিব। ইহারা অনেকেই পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়, ও অনেক দূরে আছে। সূর্য্য এই সকলের মধ্যে থাকে। প্রত্যেক গ্রহের প্রায় একটী দুটী কি বেশী উপগ্রহ থাকে, তাহারা আবার ঐ গ্রহের চারিদিকে ঘোরে। যেমন চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। এই সকল গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতির রাজা যেন সূর্য্য। উহা অতি প্রকাণ্ড—একশ, দুশ, তিনশ;—এমন তর দশ শতে হাজার হয়। তার আবার এক হাজার, দু হাজার এ রকম দশ হাজার, কুড়ি হাজার এমন একশ হাজার হলে এক লক্ষ হয়; তার আবার এক লক্ষ, দুলক্ষ,—এমন চোদ্দ লক্ষটা পৃথিবী এক যায়গায় জমা করিলে যত বড় হয়—তত বড় সূর্য্যটা!!

উঃ! কি ভযানক!! একটা পৃথিবীই কত বড় তার ঠিক করিতে পারি না, আর তার মত ১৪ লক্ষটা!!! বাপরে,মনে মনে ধারণা কর্ত্তেও পারিনা। আচ্ছা, এখন এই গ্রহ উপগ্রহ, প্রভৃতি সব শুদ্ধ সূর্য্যটাকে মনে কর, কি ভয়ানক, কি বড়, কি প্রকাণ্ড!! মনেও যায়গা হয় না। মাথা ঘূরে যায়।—এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটীর নাম "সৌর-জগৎ"।

আরও একটী কথা আজ বলিব, স্থির হইয়া শুন। আকাশে ঐ যে সব নক্ষত্র একটী একটী করিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিবে, উহারা কি বল দেখি?" নলিন বলিল "ওরা সব মরা মানুষ। ঐ আমার কাকা, ঐ কায়েৎদের শামবুড়ো, ঐ ন্যায়-লঙ্কার মশাই!"সকলে হাসিয়া উঠিল। অমূল্য বলিল "না দাদা। ওরা সব শুনিছি এক একটা বড় বড় সূর্য্য, এই না?"—নবীন বাবু বলিলেন "হাঁ, ঠিক বলিয়াছ। যেমন একটা সূর্য্য ও তাহার গ্রহ উপগ্রহগণ লইয়া একটী সৌরজগৎ হয়, তেমনি ঐ নক্ষত্রগুলি প্রত্যেকে এক একটা সূর্য্য, উহা-দেরও আবার এমনি গ্রহ উপগ্রহ সব আছে। ওরা পৃথিবী থেকে যে কতদূরে থাকে তার কিছুই ঠিক হয়নি। তবে দুটো চারিটার দূরত্ব ঠিক করা গেছে;—তা তারা প্রায় এতো দূরে যে অসংখ্য ক্রোশ বলা যায়। কেন না সূর্য্য এখান থেকে প্রায় ৫ পাঁচ কোটী ক্রোশ তফাতে আছে। তা এইটীকে যদি এক হাত ধরা যায়, তা হলে নক্ষত্রগুলির মধ্যে এক

একটা প্রায ১০,০০০ দশ হাজার ক্রোশ দূরে!!!! সূর্য্য এখান থেকে যতদূর তার প্রায় ৫ কোটী গুণ দূরে একটী নক্ষত্র থাকে, অর্থাৎ উহার দূরত্ব ২৫,০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ক্রোশ!!!! আরও শোন, এই নক্ষত্রটী আবার ঐ অগুন্তি নক্ষত্রগুলির মধ্যে খুব কাছে। আর আর সব নক্ষত্রগুলো যে কতদূর, তার কিছুই ঠিকানা হযনি!! ওঃ! কি ভয়ানক! আর আমি বল্‌তে পারি না। আর বল্‌তে পারি না। আমার মাথা ঘুরছে। তা এখন দেখ নক্ষত্র কত? ঐ সব নক্ষত্রগুলির দূরতা জানা যায নি, উহারা লক্ষ লক্ষ গুণে সূর্য্যের চেযে প্রকাণ্ড, উহাদেরও আবার গ্রহ উপগ্রহ সব আছে। ঐ সমস্ত একত্র করিলে যাহা হয তাহার নাম ব্রহ্মাণ্ড। এখন বল দেখি ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড!!"

সকলে নিজ্‌ঝুম্‌ হইযা গালে হাত দিয়া শুনিতেছিল। বলা শেষ হইলে "ফোঁস্‌ ফোঁস্‌" করিযা এক একটা আশ্চর্য্যের চিহ্ন বড় বড় নিশ্বাস ছাড়িযা, স্থির হইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। সকলেরই দৃষ্টি আকাশের গাযে তারার দিকে।

চিরদিন কি দুঃখে যায়?

প্রথম অধ্যায়।

অ জা! অজা! কোথায় গেলি? হতভাগা ছেলেটা যে কোথায় যায়! অজা হতভাগা, এখনও এলি নে? তবে থাক্‌, আগে এলে পিঠের ছাল রাখ্‌ব না; ঘরে স্থান হয় না বুঝি?"—এই বলিয়া মুখ বিকৃতি করিযা একজন বৃদ্ধা কোন হতভাগা বালককে গালাগালি দিতেছিল। সেই সময়, একটী বালক অন্ধকারে এই কথাগুলি বলিতেছিল: "ওই ঠাকুরমা বক্‌ছেন। আজ আমার কপালে মার আছে দেখ্‌ছি? কি ক'র্‌ব? উত্তর দিলে শুন্‌তেও পাবেন না, আর এতটা পথ হেঁটে যেতেওতো দেরী হবে দেখ্‌ছি। যাই! যা কপালে থাকে, মার তো খাবই! একটু শীঘ্র করে যাই; না হলে যত দেরী হবে, তত বেশী রাগ ক'র্‌বেন।"

এই সময়ে একটী বালিকা সেইখান দিয়া যাইতেছিল। সেই এই কথাগুলি শুনিতে পাইয়া বলিল— "কে তুমি, অজা? ভাই! তোমার ঠাকুরমা বকিতেছেন না?"

অজা।—হাঁ ভাই! এখনই যাব, আর মার খাব।

বালিকা।—কেন ভাই! তুমি মার খাবে? আহা!

অজা।—হাঁ, প্রাযই তো খাই।

বালিকা।—তুমি পালাতে পার না, আমি হলে পালাতাম। তোমার জন্য আমার এমন দুঃখ করে!

অজা।—ভাই, মেনা! তুমি কি জান না, আমি খোঁড়া, শীঘ্র শীঘ্র যেতে পারি না? তবু যদি পা থাকিত!

বালিকা।—আহা! অজা! তোমার কথা শুন্‌লে কান্না পায।

অজা।—আমি চিরকালই এই রকম কষ্ট পাচ্ছি। আমায কেহ কখনও আদর করে নাই।

এই কথা শুনিয়া বালিকা তাহার অপরিষ্কার শুষ্ক মুখখানি স্নেহের সহিত চুম্বন করিল। বালক এমন মধুময় স্নেহমাখা চুম্বন কখনও পায় নাই। তাহার সমস্ত শরীর কি এক রকম ভাবে শিহরিয়া উঠিল। এমন ব্যথার ব্যথী পাইয়া সে আনন্দে ভেসে গেল। দুজনেই কিছুকালের জন্য চুপ করিযা রহিল; কিছুক্ষণ পরে বালিকা বলিল— "তোমার মা নাই?"

বালক।—আমারতো মা কখনও ছিল না, তা এখন থাক্‌বে কি?

বালিকা—ওমা! সে কি কথা? এও কি হয়? মা বলেছেন সকলেরই মা থাকে; তবে বোধ হয়, যখম তুমি ছোট ছিলে, তখন তোমার মা মরে গেছেন।

বালক।—মেনা! কি ব'ল্‌লে? আমারও মা ছিলেন? আমার মা নাই।

বালিকা।—হাঁ, তিনি স্বর্গে আছেন।

বালক।—তবে কি কখনও আমার মা ছিল? আমার এমন সুখ বোধ হচ্ছে! আমার মা? আমার মা? মা আমার স্বর্গে আছেন? মেনা! মেনা! ভাই মেনা! মা স্বর্গে কার কাছে আছেন?

বালিকা।—মা বলেছেন, মরে গেলে লোকে ঈশ্বরের কাছে যায়।

বালক।—স্বর্গ কোথায়?

বালিকা বালকের গলা জড়াইয়া সুন্দর আকাশ দেখাইয়া বলিল "ওই সুন্দর আকাশে।"

বালক আগ্রহের সহিত আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—"ওই? ওইখানে? ওই আকাশে? তোমায় কে বলিল মেনা?"

বালিকা।—কেন? আমি নিজে জানি। তুমি কি জান না মরে গেলে প্রাণটা আকাশে উড়ে যায়? তুমি, আমি, সকলেই মরে গেলে ওইখানে যাব।

বালক।—হোঃ হোঃ আমিও যাব? আমার তখন কি সুখ হবে, মেনা?

বালিকা।—মা বলেছেন, সকলেই এক দিন মরিবে; মরিলেই ঈশ্বরের কাছে যায়।

বালক।—আমার কি সুখ হচ্ছে? আমিও ওখানে যাব?

বালিকা।—তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর না?

বালক।—ভাই! আমি তো জানি না যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে হয়। কি ক'রে প্রার্থনা করে ভাই? তুমি কি ক'র?

বালিকা।—হাঁ, করি বই কি। মা আমাকে বলেছেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে হয়। ভাই! পরমেশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, খেতে দিচ্ছেন, বাঁচিয়ে রেখেছেন; আমি ঈশ্বরকে ভাল বাসি। আমরা মরে গেলে তাঁর কাছে যাব।

বালক।—আমিও তবে তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'র্‌ব।

এমন সময় একজন স্ত্রীলোক "মেনা! মেনা! উপরে এস" বলিয়া ডাকিলেন।

বালিকা।—যাই! ওই মা ডাক্‌ছেন। "মা! যাই,—" এই বলিয়া ছুটিয়া মায়ের কাছে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মৃণালিনী ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"অজা! তুমি এখনও দাঁড়াইয়া আছ?"

অজা।—হাঁ! আমি স্বর্গের বিষয় ভাবিতেছি।

মৃণা।—মা তোমাকে কিছু খেতে দিয়েছেন; এই নাও।

অজা—যদিও আমার ক্ষিদে পেয়েছে, কিন্তু তোমার মা কোথায় পাবেন?

মৃণা।—না ভাই! তুমি কি জান না, বাবা ভাল হয়েছেন? মদ টদ খাবেন না, টাকা কড়ি উপার্জ্জন কর্‌বেন।

অজা।—বেশ হয়েছে! বড় ভাল হয়েছে! আর তোমার মাকে কষ্ট পেতে হবে না।

মৃণা।—অনেক রাত হয়েছে। যাই! মা শীগ্‌গির করে যেতে বলেছেন। বোধ হয় তোমার ঠাকু'মা আর তোমায় মার্‌বেন না।

অজা।—মার্‌লেই বা, তাতে আমার কি? স্বর্গে আমার মা আছেন, সেখানে তো একদিন যাবই। মার্‌লেই বা, তাতে আমার কি? একদিন তো সুখী হবই।

মৃণা।—তবে যাই, ভাই! তুমিও যাও।—

এই বলিয়া মৃণালিনী ছুটে চলে গেল।

অজা কি মার খাইল না? অজা! তুমি কি মার খাইলে না? তুমি বলিয়াছ তোমার মা'রে দুঃখ নাই। হা, চিরদুঃখী বালক! তুমি কতকাল এইরূপ দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া বাঁচিবে? সত্যই কি এই রাক্ষসী বৃদ্ধা তোমার ঠাকুরমা? তবে কেন এমন ক'রে কষ্ট দেয়? তোমার কি এ পৃথিবীতে কেহ নাই? তোমাকে কি এ পৃথিবীতে কেহ ভাল বাসে না? কেন? মেনা তোমায় ভাল বাসে। সেই স্নেহময়ী বালিকা—আহা সেই স্নেহময়ী বালিকা! তোমায় তাহার মা ভাল বাসেন। তোমায় সেই বুড়ী ফলওয়ালী দয়া করে। তারা করে বটে, কিন্তু তোমার তো মা নাই। কে তোমায় মায়ের মত ভালবাসে? কে তোমার ক্ষুধা পাইলে খাওয়াইবে? কে তোমায় বিপদে রক্ষা করিবে। হা সরল বালক! তুমি এ বিষয়ে কিছুই জান না। সেই দুঃখীর বন্ধু, কাঙ্গালের রক্ষাকর্ত্তা, দয়াময় পরমেশ্বর তোমায় রক্ষা করিতেছেন, তিনিই চিরকাল তোমার মঙ্গল করিবেন। ক্রমশঃ।

বিড়ালের বুদ্ধি।

বিড়ালের আর কোন গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, বুদ্ধিটী খুব আছে। আবার অন্য কোন কাজের বেলায় এই বুদ্ধি যত দেখান না হয়, আহারের বেলা খুব প্রকাশ পায়। কেবল বিড়াল কেন, খাবার খুঁজিয়া খাইতে সকলেই বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকে।—ইন্দুরেরা কেমন ফিকিরে জিনিশ পত্র নষ্ট করিয়া খাইয়া ফেলে, দাঁড়কাক কেমন করিয়া পাথরের নুড়ি ফেলিয়া কুজোর জল খাইয়াছিল, এ কথা সকলেই জানেন। এক একটী ছেলে বাবাজি, এক একটী মেয়ে ঠাকরুণও এমন আছেন, যাঁরা পড়া শুনার বেলা, কি ঘরের কাজ কর্ম্ম করিবার বেলা পাথরের মত নিরেট বোকা, কিন্তু খাবার সময়—ওঃ—কেমন বুদ্ধি খুলে যায়!

কিন্তু বিড়ালের যে বুদ্ধি আছে, তাহা ও পাড়ার কুন্দ স্বীকার করিত না। সে বলিত—"হ্যাঁ, ওরা ভারী বোকা, ভারী মূর্খ। তা না হলে, থালার কাছে এসে, একবার ভয়ানক মার খেয়ে গেল,—খানিকক্ষণ বাদে আবার ফিরে আসে কেন?"—আমি ভাবিলাম কুন্দ ছোট মেয়ে, বুঝাইলে বুঝিবে না; এক দিন হাতে হাতে দেখাইয়া দিব। এক দিন বলিলাম, "কুন্দ! এক কাজ করতো, লক্ষ্মী দিদিটী! তোমাদের ঐ সরুমুখো জাগ্‌টাতে খানিকটা দুধ রাখিয়া দাওতো।"

কুন্দ বলিল "কেন, বলুন না?"

আমি বলিলাম—"রাখ না, তার পরে দেখ্‌বে এখন!" কুন্দ তাহাই করিল। তখন সেই জাগ্‌টাকে ঘরের মেজেতে রাখিয়া কুন্দেতে আমাতে একটা দরজার আড়ালে লুকাইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ চলিয়া গেল, তার পর দেখি কি, বাড়ীর ষণ্ডা বিড়ালটা সেই দিকে আসিতেছে। আমি কুন্দের গা টিপিয়া তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে বলিলাম, এবং বিড়ালটা কি করে দুজনে মিলিয়া দেখিতে লাগিলাম।

বিড়ালটা ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া চারিদিকে তাকাইল, একবার দরজার কাছে আসিল, আবার ফিরিয়া জাগ্‌টার কাছে গেল। অন্য দিন ষণ্ডাটার ম্যাও ম্যাও শব্দে মানুষ ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া

যায় ;—আজ ভালমানুষের মত, মুখে শব্দটী নাই! বিড়াল জাগ্‌টার কাছে গিযা মুখ ঢুকাইযা দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, জাগের সরু মুখে তার তোলোহাঁড়ির মত মুখখানি ঢুকিবে কেন? আমি কুন্দের কানে কানে বলিলাম—"এইবার দেখ্‌বে বিড়ালের বুদ্ধি আছে কি না।" যখন বিড়াল দেখিল, মুখ ঢুকিতেছেনা, তখন সে কিছু গোলে পড়িল। খানিকক্ষণ জাগ্‌টার চারি পাশে ঘুরিযা যেন, বুদ্ধি স্থির করিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইযা বসিয়া জাগ্‌টার ভিতরে একটা পা চালাইযা দিল। সেই পাটা দুধে ভিজিলে, উঠাইযা তাহাই চাটিযা খাইল, এবং আবার পাটা ঢুকাইয়া দিল। এইরূপে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত খাইযা বিড়ালটা গোঁপ মুছিযা, ম্যাও, ম্যাও, করিতে করিতে চলিয়া গেল। কুন্দ আর আমি জাগের কাছে গিয়া দেখি, প্রায় সমস্ত দুধ খাইয়া গিয়াছে। তখন আমি কুন্দের দিকে চাহিয়া, জিতিযাছি ভাবিয়া, বলিলাম "কেমন গো, কুন্দুনি! এখন কেমন হ'ল?" কুন্দ আর কি বলিবে?—বলিল "ওমা! এমন? তাইতো!"

অপূর্ব্ব বৃক্ষ।

গদীশ্বর আমাদের কত দয়া করিতেছেন, তাহা একবার আমাদের চারিদিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারি। ওই সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে অন্ধকার চলিয়া যাইতেছে, সুমিষ্ট ফল সকল পাকিয়া উঠিতেছে, লোকে মনের আনন্দে কাজ-কর্ম্ম করিতেছে; ওই চন্দ্র আকাশে উঠিয়া, চারিদিকে আপনার শীতল কিরণ ছড়াইয়া দিতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মৃদুমন্দ বাতাস বহিয়া তপ্ত শরীরকে জুড়াইয়া ফেলিতেছে; ওই কত ফল ফুলের গাছে আমাদের বাগান পুরিয়া গিয়াছে, একবার তাহাতে

বেড়াইলে প্রাণ আনন্দে ছাইয়া পড়ে; এ সকল কি ঈশ্বরের দয়া নয়? কিন্তু তাঁহার দয়া কেবল ইহাতেই শেষ হয় নাই। যাঁহারা অনেক দেশে গিয়াছেন, ঈশ্বরের সৃষ্টি ভাল করিয়া দেখিযাছেন, তাঁহারা অবাক্ হইযা বলেন "হে ঈশ্বর! তোমার দয়ার শেষ নাই, মানুষের জন্য তুমি কত সুখের বন্দোবস্ত করিয়াছ, তাহা আর ফুরায় না।"

পৃথিবীতে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে কেবল বালি ধূ ধূ করিতেছে; এমন কত শত ক্রোশ পর্য্যন্ত কোথাও এক ফোটা জল পাবার যো নাই, একটী গাছের মুখ দেখিবার উপায় নাই, যে দিকে চাও, কেবলই বালি। আবার এমন স্থানও আছে যেখানে কেবলই বন, বড় বড় গাছ মাথা তুলিয়া, সার বাঁধিয়া, দেশ দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে। সে গুলোকে কেহই কখনও কাটিয়া পরিষ্কার করিতে

চেষ্টা করে নাই, কাজেই ভয়ানক জঙ্গল হইয়া বুনো জন্তুদের থাকিবার যায়গা হইয়াছে। কিন্তু মরুভূমিই বল, আর এইরূপ বন জঙ্গলই বল, মানুষকে সকল যায়গাতেই চলিতে হয়। পৃথিবীতে এমন যায়গা প্রায় কোথাও নাই, যেথানে মানুষকে যাইতে হয় না। কিন্তু দশ বার দিন ক্রমাগত বনের ভিতর দিয়া যাইতেছি বা এমন স্থান দিয়া যাইতেছি যেথানে জল নাই বা খাবার কিছুই নাই,—সেথানে মানুষ বাঁচে কিরূপে? আহা! জগদীশ্বরের কি দয়া! তিনি তাহার চমৎকার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন।

তোমরা 'পান্থপাদপ' নামক গাছের নাম শুনিয়াছ? ৯৩ পৃষ্ঠায় দেখ সেই পান্থপাদপের ছবি রহিয়াছে। এই পান্থপাদপে ঘা দিলেই অতি চমৎকার পরিষ্কার জল বাহির হয়। পথ চলিয়া ক্লান্ত হইলে পথিক এই গাছের নিকটে জল পায়। আশ্চর্য্য দেখ! যেথানে বেশ জল পাওয়া যায়, সেথানে এ গাছ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু যেথানে জল নাই, যেথানে জল না পাইলে পথিক তৃষ্ণায় মরিয়া যাইবে, আমাদের দয়াময় ঈশ্বর যেন মায়ের মত, ছেলের কষ্ট বুঝিয়া আগে থাক্‌তেই সেই খানে জল লইয়া গিয়া রাখিয়াছেন। এই বৃক্ষ আফ্রিকার নিকটে মাডাগাস্কর দ্বীপে এবং অন্য কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

কেবল জল রাখিয়াই পরমেশ্বর ক্ষান্ত হন নাই, পথ কষ্টে বনের মধ্যে চলিয়া চলিয়া পথিকের যখন বড় ক্ষুধা পাইবে, তখন সে কি খাইবে, ঈশ্বর তাহারও সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। দক্ষিণ আমেকার বড় বড় জঙ্গলে 'গো-পাদপ' নামে আর একরূপ বৃক্ষ আছে, তাহা হইতে চমৎকার দুধ বাহির হয়। এ সব কথা শুনিলে হঠাৎ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু ঈশ্বরের দয়ার কি শেষ আছে? তিনি মানুষের সুবিধার জন্য কত যে আয়োজন করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়? আমরা নীচে গোপাদপের একটী ছবি দিলাম।

এই গোপাদপ হইতে যে দুধ বাহির হয়, তাহা গরুর দুধেরই মত সুমিষ্ট এবং উপকারী।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, ঈশ্বর কোন গাছকেই অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। রাস্তার দুপাশে যে জঙ্গল হয়, তাহার ভিতরের সামান্য লতাটারও কাজ আছে, আমরা জানিনা বলিয়াই আদর করি না। কে বলিতে পারে, যে আমেরিকা বা আফ্রিকা বা ভারতবর্ষের দেশ-দেশান্তর-যোড়া বন জঙ্গলে, এমন গাছ নাই, যাহার ফল খাইলে, আর দুধ, ঘি, ভাত, ডা'ল, রুটী খাইবার প্রয়োজন হবে না, এক ফলেতেই শরীর রক্ষা হবে? কে বলিতে পারে? আমরা অতি মূর্খ আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টির কিছুই জানি না। আমরা কেবল দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকি, আর বলি "হে ঈশ্বর! তোমার কত দয়া! তোমার কত দয়া!"

পশুর প্রতি দয়া।

সে দিন পটলডাঙ্গা গোলদীঘির পূবধারে দেখিলাম একখানা ভাড়াটে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। তখন ভয়ানক বদ্দুর—মাথা ফাটিয়া যাইতেছে। গাড়ীর গাড়োয়ান কোথায় গিয়াছে, তাহা জানি না; কিন্তু একটী ছোট ছেলে সেই খানে দাঁড়াইয়া ছিল, দেখিলাম। আমি দেখিলাম ছেলেটী ঘোড়াটীকে ঘাস দিয়াছে, এবং ঘোড়াটীর মাথায় ছাতা ধরিয়াছে। আমি প্রথমে ভাবিলাম বুঝি ছেলেটী নিজের মাথায় ছাতা ধরিয়াছে, তাই ঘোড়ার মুখেও ছায়া পড়িতেছে। একটু দাঁড়াইলাম; দেখিলাম ঘোড়াটা একটু সরিয়া যাওয়াতে আবার তাহার মুখে বদ্দুর পড়িল, এদিকে ছেলেটীও সরিয়া গিয়া তাহার মুখে ছাতা ধরিল। আমি দেখিয়া কত সুখী হইলাম তাহা বলিতে পারি না। যে বালক বা বালিকা পশুর প্রতি দয়া করে, সে বড় হইয়া মানুষের প্রতিও দয়া করে; আর যে ছেলে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা করে, সেতো বড় হইয়া আরও কত নিষ্ঠুরতা, কত কি করিতে পারে!

হাঃ! হাঃ! হাঃ! হা!!

কে মজা কোরবে? এই বেলা এসো। কিন্তু সে সব ছেলে আমি চাই না, যারা পড়ে না, তারা সব মন্দ ছেলে, আমার সঙ্গে তাদের ভাব নাই, বরং আড়ি। যারা ভাল ছেলে, যারা পড়্‌তে ভাল বাসে, অনেকটা সময় পড়ার কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, তারাই খানিকটা আমার সঙ্গে বসে গল্প সল্প কর্‌বার যোগ্য ছেলে। যথার্থ, আমি ভাল ছেলেদের বড় ভাল বাসি, তাহাদের সঙ্গে নানান্ রকম গল্প করি, কত সব রাজা রুজির কথা, ভাজা ভুজির কথা বলি, কত আহ্লাদ-আমোদের কথা বলি, কত আশা ভরসার কথা বলি, কতো কি! আর মন্দ দুষ্ট ছেলে যারা, আমার দেখাই পায় না তারা। কেবল লজ্জায় মুখ নীচু কোরে গুম্ হোয়ে বোসে থাকে। না হয়ত আমার বৈমাত্রভাই—নীচআমোদ শর্ম্মা, তারই সঙ্গে বেড়ায়। আরে ছিঃ! তার কাছেও যায়! সে ছেলেদের মাথা খায়, আমি কি তাই করি?

আমার নাম জানবার জন্যে তোমরা ব্যস্ত হোচ্চো? আমার ভারী মস্তো নামঃ—শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু পবিত্র-আমোদ-হৃদয বিনোদ-সুখালঙ্কার-গল্প-বাচস্পতি। আহা!! কেমন সুললিত নামটী!! না হবে কেন? কত ভট্টাচার্য্য, কত তার্কিক, ন্যায়বাগীশ সব একত্র হোয়ে তবে এই নামটী হোয়েছে। অমনি কি? হাঁ। হাঁ। হাঁ!

আমার কাছে চুরোট নেই, তামাক নেই, লালচোকো সিদ্ধি নেই, মারোদ্দম্ গাঁজা নাই, বোতলপোরা মাতলামো নেই, কোন রকমের বকামি নেই; সেই জন্যে অনেকেই আমায় পছন্দ করে না। আবার আমার নানা দোষ—আমি ছাই পাঁশ পরনিন্দা টিন্দা করি না, সে জন্যও অনেকে আমায় দুচোখে দেখ্‌তে পারেন না। তা হোলে কি হয়? আমি যার জন্যে সৃজন হোয়েছি তাই কোরবো। কেমন ভাল ছেলেরা! তোমরা কি বল? যখন তোমরা পোড়ে শুনে ব্যস্ত হবে, ক্লান্ত হবে, একটী বার আমার বাসায় গিয়ে ডেকো, আমি বাহিরে এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা দেবো। তার মধ্যে একটু কথা আছে, আমার গতি বিধি অনেক দূর। আহা! পৃথিবীর বালক বালিকারা অনেকেই আমার শিষ্য যজমান, এজন্যে প্রায়ই আমাকে বাহিরে থাকিতে হয়, তাই বাড়ীতে আমার অনেক ছেলে পুলেদের রেখে যাই। তাদের দেখা পেলেই আমার দেখা হবে, তারা আর আমি কিছু প্রভেদ নাই। তাদের মধ্যে জন কতকের নাম আমি তোমাদের বলিয়া দিই। সকলের মধ্যে প্রিয় ছেলে আমার একটী, তাহার নাম

"শ্রীমান পরোপকার পরদুঃখ-দূরীকরণাচার্য্য" তার চেয়ে আর কাকেও আমি এত ভাল বাসি না। তার পরে আমার ১০১ এক শ এক পুত্র, তাদের সকলেরই নাম "শ্রীখেলাপ্রসাদ-শরীরচালন-বিদ্যাভূষণ।" তাহলে তো বুঝতেই পাচ্চো যে, তাস, পাসা, দাবাবোড়ে, অষ্টাকোষ্টে, প্রভৃতি কুড়ের ইষ্টি সর্ব্বনাশের মূল খেলারা আমার বংশধর নয়। তার পর আমার আর কতকগুলি প্রিয় সন্তান আছে, তাদের মধ্যে প্রধানঃ—"শ্রীমতী চিত্রবিদ্যা-পরমানন্দসরস্বতী"। আর একটী মেয়ের নাম "শ্রীমতী জীবেদয়া পালিত" ইহাঁর কাজ হোচ্ছে—ভাল ভাল পায়রা, হাঁস, গাভী, ছাগ, ময়ুর, হরিণ, খরগোষ, বেজী, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত জীব জন্তুদিগকে যত্নপূর্ব্বক আদর ও স্নেহ করা, আহার দেওয়া, ঘুমুর পরাইয়া নাচান, ইত্যাদি;—এসব জন্তুর মধ্যে আবার সর্ব্বোপরি ভাল কুকুর। আর একজন ছেলে "শ্রীমান্ উদ্যান-সংস্কার শ্রমানন্দ,"—ইহাঁর কার্য্য কেবল শুষ্ককে সরস করা, পতিতকে আবাদ করা, মাঠকে ফুলবাগান করা, মাটী ও জলকে স্বর্গের পদার্থ করা। ইনি দেবতাদেরও প্রিয়, কাজেই আমার বড় আদরের বস্তু।

ভাই ভাল ছেলেরা! তোমাদের কাছে আমি অনেকক্ষণ রহিলাম, এইবার পালাবো। কি জানি কে আবার বোক্‌বে! আর আমার ভাই অবকাশ বড় কম। তোমরা আজ অবধি দেখ দেখি, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া একবার দেখদেখি, কেমন পড়া ভাল তৈয়ের হবে, সুখে স্বচ্ছন্দে দিনটী কাটুবে, শরীর মন ভাল থাক্‌বে, পৃথিবীতেই তোমাদের আমি স্বর্গ এনে দেবো। আর যারা কুড়ে, বা আমার সৎমার ছেলের সেবা করে, কুআমোদে দিন কাটায়, তারা উচ্ছন্ন যায়। খবরদার! ভাই, তার কথা শুনোনা। আমার কথা বুঝে দেখো। আজ আসি। তোমাদের সঙ্গে এখন এই পর্য্যন্ত। আসি ভাই! হাঃ হাঃ হাঃ হা!!

পত্র প্রেরকের প্রতি।

আমরা ইতিপূর্ব্বে এলাইচের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম যে এলাইচের পাতায় গন্ধ নাই; আমাদের একজন বালিকা পাঠিকা, এই কথা ভুল, ইহা দেখাইবার জন্য আমাদিগকে কতকগুলি এলাইচের পাতা ও ফুল পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিলাম এ পাতার বেশ গন্ধ আছে, ফুলগুলির গন্ধ আরও চমৎকার। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, "এলাইচ"-প্রবন্ধের লেখক মান্দ্রাজ অঞ্চলে যে পাতা দেখিয়াছিলেন, তাহাতে গন্ধ ছিল না, বাঙ্গালা দেশে এলাইচের গাছে ফল হয় না, এই জন্যই হয়ত পাতায় ফলের গন্ধ পাওয়া যায়। মান্দ্রাজ অঞ্চলে এলাইচের গাছ লতার মত, কিন্তু এখানে ঝোপের মত। যেখানকার গাছ সেখানে যেরূপ হয়, অন্য দেশে উঠাইয়া আনিলে কিরূপে সেরূপ থাকিতে পারে?

ধাঁধা।

গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। যমুনা, কল্‌কেতা (কলিকাতা), এলাহাবাদ, হিমাচল।

২। ইন্দ্রপ্রস্থ। ৩। কো—কিল।

নূতন

১। আমার উপরের অঙ্গটা খেলে মানুষ মরে যায়; নীচের অঙ্গটা ভয়ানক শক্ত। কিন্তু এক সঙ্গে করলে সমস্ত আমি এক চমৎকার বিলাতী খাবার হই। বলতো আমি কে?

২। একটী ছেলে কি একটা মশলা হাতে করে যাচ্ছিল। পথে কি একটা পোকা তাতে ব'সে হুল ফুটিয়ে দিলে। ছেলে চেপে ধরাতে সেই প্রাণীটার শরীরের তিন ভাগের এক ভাগ মাটীতে পড়ে গেল, আর দুভাগ ছিঁড়ে মশলায় লেগে রহিল। ওমা, ছেলেটী চেয়ে দেখে একটা চমৎকার ফুল গাছ হয়েছে! কেমন করে বলতো!

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় ভাগ। জুলাই, ১৮৮৪। ৭ম সংখ্যা।

দাদাবাবুর খোস গল্প।

আজ এই মাত্র পক্ষীদিগের বুদ্ধির বিষয় পড়িয়া একটু ছাতে উঠিয়া বেড়াইতেছি, আর কোথা হইতে সন্ধান পাইয়া স্বর্ণ, কুমু, চারু, যতীন ও দেবেন আসিয়া উপস্থিত। আমি যেন ভয় পাইয়া একটু খেলা করিবার জন্য আলিশার আড়ালে লুকাইলাম, তা সে হবে কেন? তারা ঝাঁ করিয়া ধরিয়া টানিয়া বাহির করিল। সকলে ধরাধরি করিয়া ছাতের মাঝখানে আনিয়া ফেলিল। "গল্প বলনা দাদা বাবু! হ্যাঁ তোমার কেমন দুষ্টমি! পালিয়ে লুকিয়ে কোথা থাক্‌বে?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কিসের গল্প?" আজ সকলে এক কথায় বলিয়া উঠিল "পাখীর"। আমি অবাক হইলাম। বলিতে লাগিলাম ঃ—

আজ আমি তোমাদের একটা গল্প বলিব, তাহাতে কিন্তু একটা ইংরাজী কথা থাকবে বুঝে নিতে হবে। "প্যারট্" নামে এক প্রকার পাখী আছে, তাহারা ঠিক আমাদের যেমন তোতা পাখী তেমনি সমস্ত কথা মানুষের মত কয়। এক বিবির একটী প্যারট্ ছিল, তিনি তাহার কতকগুলি কথা বলিয়া গিয়াছেন শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। (সকলে ঃ— "বলনা দাদা বল বল") সে পাখীটা আছে আছে, ঘরের লোক যদি একটু হাসির কথা বলিত অমনি হেসে গড়িয়ে যেত "হাঃ হাঃ হাঃ!" সে হাসি আর থামে না, ঠিক মানুষের মত। আবার তার মধ্যে মধ্যে বলা হইত "অতো কোরে হাসিও না, মোরে যাব, মোরে যাব।" খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কাশিতে আরম্ভ করিল "ক্ষক্ ক্ষক্",—সে কাশির ধুম কি? বাহিরে থেকে মনে হবে ঠিক যেন কে কাশ্‌ছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে "আঃ! বড় শর্দ্দি, বড় শর্দ্দি!" আবার একটু কাশিয়া "ফোঁশ" করিয়া একটা নিশ্বাস টানিয়া বলিত "আঃ! বাচ্‌লাম একটু ভাল হয়েছে"। এই বলেই হাসির ধুম।

বাড়ীর দাসীটিকে সে বড়ই ভাল বাসিত। সে যখন ঘর থেকে বাহিরে যেত ওটা ডাকিত "পেন্! পেন্! আমার বড় অসুখ কোচ্ছে, শীঘ্র আয়!" আর বাড়ীশুদ্ধ লোক হেসে খুন। যেই পেন্ ঘরে এল, অমনি নাচিতে লাগিল, আর হাসি। দাসী যদি বলিত "তোমায় মারিব," অমনি একটু নরম হইয়া বলিত "না, না, মারিবে না"! ঘরে বিড়ালটী ঢুকিলেই সে ডাকিত "পুশ্, পুশ্," অমনি তার পরেই আবার আপনিই বলিত "মিউ"। ঘরে কেহ

যদি "পুশ্ পুশ্" বলিত, তবে সে বলিবে "মিউ"। আর ঘরে কেহ যদি "মিউ" বলিবে, সে কবিবে "পুশ্ পুশ্।" কি চমৎকাব।

কোন অপবিচিত স্ত্রীলোক ঘবে এলে খানিক তাঁহাব দিকে চাহিযা যেন চিনিযাছে এই ভাবে জিজ্ঞাসা কবিত "তুমি কেমন আছ মা?" এক দিনকাব কথা বড়ই আশ্চর্য্য। দাসী ঘবে নাই, তাই বিবি জিজ্ঞাসা কবিলেন "পাখী, পেন্ কোথা গেছে?" অম্নি পাখীটা বলিযা উঠিল "নীচে।" বিবি অবাক্!!

এক দিন কোন ভদ্রলোক নদী পার হইবেন বলিয়া তীবে আসিযা নৌকা খুঁজিতেছিলেন। এক জনও মাঝিকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু কোথা হইতে কে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকাব কবিয়া বলিতেছে:—"পাবে, পাবে, বাবু পারে যাবেন্?" তিনি হতবুদ্ধি হইযা চাবিদিকে চাহিতেছেন, এদিক ওদিক কোথাও লোক দেখিতে পান না, অথচ ঐ "পাবে, পারে, বাবু পাবে যাবেন?" শব্দ তাঁহাব কাণ ঝালা পালা কবিতেছিল। তখন তিনি দেখেন যে রাস্তাব ধারে একটা বাড়ীর জানালাতে এক প্যারট্ ঝুলিতেছে আব ঐরূপ চীৎকাব করিতেছে।

ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেন্‌রীব একটা প্যারট্ ছিল, তাহাকে তিনি টেম্‌স্ নদীব উপব বাজবাড়ীব জানালায় টাঙ্গাইয়া বাখিতেন। সে এক দিন দাঁড়ে খেলা কবিতে কবিতে হঠাৎ নদীর জলে পড়িয়া গেল। যেমন পড়িযাছে, অমনি চীৎকাব করিতে লাগিল "A boat! a boat! Twenty pounds for a boat!"—"একখানা নৌকা নিযে আয! একখানা নৌকা নিযে আয! দুশো টাকা দেবো একখানা নৌকা!" একজন মাঝি তাহা শুনিয়া দাঁড় বাহিয়া তাহাকে তুলিল, আব তাব পরে রাজার নিকটে লইয়া গিয়া সমস্ত ব্যাপাব বলিয়া পুরস্কার স্বরূপ ২০০্ টাকা চাহিল; পাখী নিজ মুখে যাহা দিতে চাহিযাছে তাহাই দিতে প্রার্থনা করিল। রাজা বলিলেন "বেশ, পাখী যাহা বলিবে তাহাই দিব।" দুষ্ট প্যারট অমনি বলিয়া উঠিল "Give the knave a groat"—অর্থাৎ "দাও মিন্সেকে একটা দোয়ানী!" কি আশ্চর্য্য!!

বাস্তবিক এক একটা পাখীব কেমন ক্ষমতা, কি বুদ্ধি, কি মুখস্থ কবিবাব শক্তি, দেখিলে অবাক হইতে হয।

স্বর্ণ:—দাদা বাবু এখন গল্প তো আমি আব কখন শুনি নাই। এটা সকোলকে গিয়ে আমি বলিব।—কুমু, চারু প্রভৃতি সকলে পবম আনন্দিত হইযা আমাব আঙ্গুল ধবিযা চলিযা গেল।

কুকুরে কুকুরে ভাব।

বড় বড় সহবেব কোলে, নদী বা সমুদ্রেব ধাবে, যেখানে জাহাজ আসিযা লাগে, সেখানে অনেকটা যাযগা, নদী বা সমুদ্রেব মধ্যে খানিক দূব পর্য্যন্ত ইট বা কাঠ দিযা বাঁধান থাকে। এইরূপ স্থানকে "জেটি" বলে। জাহাজগুলি নাকি কূলে খুব কাছে আসিতে পারে না, কাজেই এইরূপ "জেটিব" দবকাব।

কোন এক সহবে এইরূপ এক জেটিব শেষ-ভাগে দুটী কুকুব রোজই শুইযা থাকিত। নীচে তড়াক্ তড়াক্ করিয়া ঢেউ লাগিতেছে, বোধ হয কুকুরগুলি তাহাব শব্দে আমোদ পাইত বলিয়া সেখানে 'আড্ডা' কবিয়াছিল। কিন্তু দুটী কুকুরের মধ্যে একটুও ভাব ছিল না। একই যায়গার জই-বার জন্য দুটোতে ঝগড়া কবিত; এবং বড়টা রোগাটাকে তাড়াইয়া দিয়া সেই যায়গাটা প্রায়ই দখল কবিয়া লইত। বেচারা রোগা কুকুর কি করে, চুপ করিয়া আর এক পাশে পড়িয়া থাকিত।

এইরূপে অনেক দিন যায়, এক দিন ঝগড়া করিতে করিতে দুটোই জলে পড়িয়া গেল। তখন খুব ঢেউ উঠিতেছিল, তাহার মধ্যে পড়িয়াও বোগাটা সাঁতরাইয়া ফিরিয়া আসিল। কিন্তু বাছাধন ষণ্ডার জল খাইয়া প্রাণ যাইতে লাগিল। সে ভাল সাঁতার জানিত না, ঢেউ কাটিয়া যে তীরে উঠিতে পারিবে, এরূপ আশা রহিল না। এদিকে বোগা কুকুরটী উপরে দাঁড়াইয়া এই কাণ্ড দেখিতেছিল; সে দেখিল তার শত্রু ডুবিয়া মরিতেছে। কুকুরেরা মনে মনে ভাল মন্দ ভাবে কি না, জানি না; কিন্তু এই বোগা কুকুরটী শত্রুর এই দশা দেখিয়া ঝাঁপাইয়া জলে পড়িল এবং নিজে বিলক্ষণ সাঁতার জানিত বলিয়া সহজেই ষণ্ডাটার গলাতে ধরিয়া তাহাকে তীরে আনিয়া তুলিল। সেই দিন হইতে দুটী কুকুরের রাগারাগি চলিয়া গেল; তাহাদের মধ্যে খুব ভাব হইল।

যাহা বলিলাম ইহার এক চুলও মিথ্যা নয়। একটা সামান্য কুকুর কেমন করিয়া আপনার শত্রুর সঙ্গে ভাব করিয়া লইল, আমরা বুদ্ধিমান হয়েও অনেকে তাহা বুঝি না। যে শত্রু, তাকে যদি খুব নাকাল, খুব জব্দ করিতে চাও, তাহা হইলে যতক্ষণ সে তোমার অপকার করিবে, ততক্ষণ তুমি তাহার উপকার কর দেখি, দেখিবে তাতে কি হয়! আমরা জানি, ইহা খুব শক্ত, কিন্তু চেষ্টায় সবই হয়, তবে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

চিরদিন কি দুঃখে যায়?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যেখানে অজা মেনা বাস করিত, তাহাকে লোকে 'চক্' বলিত। অজাদের বাড়ীটা দেখিতে এক রকম ধরণের, সে বাড়ীতে অনেক পরিবার বাস করিত। অজার ঠাকুরমা উপরে কোণের একটা ঘরে থাকিত। রাস্তার ওদিকেই মেনাদের বাড়ী। অজাদের বাড়ীর নীচে একটা ছোট ঘরে বুড়ো রামদাস ও তাঁহার স্ত্রী থাকিতেন। এই লোকটী বড় ভাল মানুষ, অতিশয় ধার্ম্মিক, কাজেই অতিশয় সুখী।

একদিন অজার ঠাকুরমা বড় রাগ করেছিলেন, অজাকে মেরে রাস্তায় দূর করে দিয়াছিলেন—তখন আবার বৃষ্টি হইতেছিল। দুঃখে কষ্টে অজার ছোট প্রাণটী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে কি করিবে?—সিঁড়িতে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই প্রাণ-গলানে কান্না আর কারো প্রাণে লাগুক, আর নাই লাগুক, বুড়ো রামদাসের প্রাণে সকলের আগে লাগিল। এই দুঃখের কান্না শুনিতে পাইয়াই রামদাস স্ত্রীকে বলিলেন—"ওগো, দরজাটা খুলে দেখ দেখি, কে কাঁদ্‌ছে!" তাঁহার স্ত্রী কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দেখিলেন, একটী ছোট ছেলে। রামদাস একথা জানিতে পারিয়া বলিলেন—

"তুমি ওখানে কেন? ভিতরে এসো। আমি বড় ছোট ছেলেদের ভালবাসি, এসো তোমার সঙ্গে কিছু কথা কই। আমিতো হাট্‌তে পারি না, যে তোমার কাছে যাব? তুমিই এসো না—তাহ'লে আমার বড় আরাম হয়।"

অজা দিব্যি ঘরটী দেখিয়া এবং রামদাসের মিষ্ট কথা শুনিয়া সেই ঘরে ঢুকিল। পরে রামদাসের দিকে তাকাইয়া বলিল—"কি তুমি হাঁটিতে পার না? তুমি কি কখনও হাঁটিবে না?"

রামদাস।—এখানে হাঁটিব না বটে, কিন্তু স্বর্গে আবার হাঁটিয়া বেড়াইব।

অজা। হ্যাঁ, সত্যি নাকি,—তুমি কি সেখানে যাবে?

রামদাস। তুমি কি স্বর্গের কথা জান?

অজা। হ্যাঁ, আমি জানি। আমার মা সেখানে আছেন, আমিও সেখানে—

এই কথা বলিতে বলিতে অজার চক্ষে জল আসিল।

রামদাস।—বাছা! ঈশ্বর তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন, এখানে কেহই এই সকল বিষয় ভাবে না। তোমায় একথা কে বলেছে।

অজা।—মেনা আমায় বলেছে।

রামদাস।—সে কাদের মেয়ে?

অজা। কেন সে রাস্তার ওধারের বাড়ীটাতে থাকে! (সে মনে করে পৃথিবীর সকলেই মেনাকে জানে; ও তাহাকে জানা উচিত)।

রামদাস। সেই মেয়েটীকে একদিন এনতো? মেয়েটীতো বড় ভাল, সে এমন কথা কোথা হতে শিখেছে? তার বয়স কত?

অজা। সে আমার চাইতে এক বছরের বড়। তার বয়স দশ বৎসর।

রামদাস। এসব কথা বোধ হয় তার বাবা বলেছেন। আজ কাল বাবারা শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক।

অজা। না—না—ওমা তার বাবা যে মাতাল! তিনি বড় খারাপ লোক। মৃণালিনীর মা বড় ভাল স্ত্রীলোক। তিনি বেশ লেখা পড়া জানেন। কিন্তু ভাগ্য দোষে মেনার বাবা বড় খারাপ।

রামদাস।—তোমার বাপ কোথায় আছেন; তিনি কি বেঁচে আছেন?

অজা।—বাবা! আমি তা জানিনা।

রামদাস।—তবে তুমি কার কাছে খাও দাও?

অজা।—এই বাড়ীর ওই দিককার ঘরে আমি আর ঠাকুরমা থাকি।

রামদাস।—তোমার ঠাকুরমাকে সকলে কি বলে ডাকে?

অজা।—'চারুর পিশী।'

রামদাস। তবে এখন এসো, আর একদিন সেই মেয়েটীকে সঙ্গে ক'রে এসো।

ইহার কিছুকাল পরে কি একটা পড়ার শব্দ হইল—আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক বুড়ীর গলা শোনা গেল—বোধ হইল সে মুখ বিকৃতি করিয়া গালাগালি দিতেছে। "ওমা হতভাগা—কি করলি? ঘোড়া হয়েছিস্ না কি? কপালের মাঝে দুটো চোক্ রয়েছে কি কর্‌তে, যদি দেখ্‌তেই না পাবি? হায়! হায়! আমার এমন